

জন্ম — ১৩০৬ মৃত্যু — ১৩৩৫



গিয়েও তুমি যাওনি চলে, আছ মোদের কাছে,
তোমার স্মৃতি ফুলের মত ছড়িয়ে নিতি আছে।
কার্য্য তোমার করব মোরা সমস্ত প্রাণ দিয়ে—
দেব-সাহিত্যের উন্নতি হোক তোমার আশীষ নিয়ে।

—সচিত্র নূতন সংস্করণ—

দীপালী





শ্রীমতী আশালতা দেবী রত্নপ্রভা,

সাহিত্য-ভারতী

এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়,
পরিচালক—"দেব-সাহিত্য-কুটীর"
৫৪।৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৪২

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬, চাল্‌তাবাগান লেন, কলিকাতা।

—৮—

দীপালী

এক

পরিত্যক্ত ফাউণ্টেন পেনটাতে পুনরায় কালী ভরিতে ভরিতে আপন মনেই নীতিশ বলিতেছিল—নাঃ, ভজুয়াটাকে নিয়ে আর পারা গেলনা···বয়স যত বাড়ছে ততই যেন ভীমরতি ধরছে···কথায় কথায় সমানে জবাব···ভাবে যেন এখনো আমি সেই ছোট্ট খোকাটিই আছি··· এই প্রচণ্ড গরম···একগ্লাস বরফজল চাইলুম—বল্লে কিনা, বরফ জল খেলে সর্দ্দিগর্ম্মি লাগবে··· !

বাহিরের দালানে মৃদু পদশব্দ হইতেই নীতিশ দরজার পর্দ্দাটা তুলিয়া ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া কহিল—কে ? ভজুয়া এলি বুঝি ?

সহসা—ভজুয়ার শুক্‌নো হাড়গিলার মত অভব্য মূর্ত্তিখানির পরিবর্ত্তে নীতিশ যাহা দেখিল—সত্যই তাহা সম্পূর্ণরূপেই অভাবনীয়।···

দুইটি চোখের বিস্ময়ের জড়িমা তখনও মুছিয়া যায় নাই, এমন সময় নীতিশের কাণের কাছে ক্লান্ত কোমল স্বর বাজিয়া উঠিল—"নিখিল বঙ্গীয় সেবাসদনের" ম্যানেজার কি এইখানে থাকেন, দয়া করে বলবেন আমায় ?···আমার বিশেষ দরকার।

এতক্ষণে নীতিশ আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া চোখের ক্ষিপ্র দৃষ্টিটা বারেকের তরে সুমুখের ওই শ্যামলা তরুণীটির উপর বুলাইয়া লইয়াছিল।

বর্ণ স্নিগ্ধ শ্যাম—রুক্ষতা মোটেই নাই। বর্ষা-ধোয়া ফুলের মতই কোমল বাহুদুটী, হাতকাটা খদ্দরের ব্লাউজের ভিতর দিয়া অনাবৃত অংশ-টুকু দেখা যাইতেছিল···ফর্সা নয় কিন্তু সুন্দর···চোখে মুখে একটা অচপল দৃঢ়তা যেন ছবির মতই ফুটিয়া রহিয়াছে।···

দারুণ গ্রীষ্মের তাপে, পথশ্রমের ক্লান্তিতে তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে···কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘামের বিন্দুগুলি যেন চন্দন-লেখার মতই সাজানো···মুখখানি রোদের-আঁচে ফুলের মতই শুকনো ম্লান···সকালে-বাঁধা এলো খোঁপাটা বোধহয় খসিয়া পড়িয়াছে··· দু'চার গাছি চূর্ণকুন্তল গালের পাশে—কপালে ভিজিয়া জড়াইয়া গিয়াছে।

পায়ের নাগরা জোড়াটায় রাজ্যের ধূলা···

বোধ হয় মেয়েটিকে অনেকখানি পথই পায়ে হাটিয়া আসিতে হইয়াছে।

আহা···

নীতিশের বড় মমতা জাগিল। তার মন মেয়েদের মতই অত্যন্ত কোমল।

একটু খানি দম লইয়া তরুণীটী বলিতে লাগিল—'আনন্দ বাজার পত্রিকায়' দেখলুম ঠিকানা রয়েছে সতীশের বি, কৈলাস বোসের ষ্ট্রীট্, সেখানে গেলুম, কিন্তু কোন হদিশ পেলুমনা, রাজ্যের অভদ্র লোকগুলো জড় হয়ে নানা রকম প্রশ্নে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে···শেষে একটী ভদ্রলোক বল্লেন এই ঠিকানায় আসতে—তা এখানে কি—

বাধা দিয়া নীতিশ ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ—এই খানেই ছিল আগে—'নিখিল বঙ্গীয় সেবাসদন'—ম্যানেজার আমিই—

—আপনিই?···

একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া তরুণীটি কহিল—বাঁচলুম!--অন্ততঃ ঘোরা ঘুরির দায় থেকে। আচ্ছা আপনি—

কথা কহিতে কহিতে দুজনে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তরুণীর কথায় বাধা দিয়া নীতিশ তাড়াতাড়ি একখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া বিনয়-নম্রস্বরে বলিল—প্রশ্ন এর পরে করবেন, অন্ততঃ তার আগে একটু জিরিয়ে নিন্…একগ্লাস শরবত আনতে বলবো…?—একটু বরফ মিশিয়ে—

মুহূর্ত্তে তরুণীর মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই মৃদু হাসিয়া বলিল—মাপ করবেন, এখানে এসেছি আমি কাজের সন্ধানে, অতিথি হয়ে আপনাকে অনর্থক বিব্রত কর্ত্তে নয়।

একটু খানি কাসিয়া, গলাটা সাফ করিয়া লইয়া মেয়েটি পুনরায় বলিল—'সেবা সদনের' কার্য্য-বিবরণীটা আমাকে দেখাতে পারেন?…অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।

নীতিশ উঠিয়া সম্মুখের টেবিল হইতে একখানি বাঁধানো মোটা খাতা লইয়া মেয়েটীর হাতে দিয়া বলিল—এই নিন—

—'ধন্যবাদ' বলিয়া মেয়েটী খাতাখানি কোলের উপর রাখিয়া নিবিষ্ট মনে দেখিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতেই কহিল—এই খানেই আগে ছিল বল্লেন না? এখন তাহলে সেবাসদনটী উঠে কোথায় গেছে?

নীতিশ মুখ তুলিয়া কহিল—বেশী দিনের কথা নয়, সম্প্রতি উঠে গেছে ঢাকায়।

দুই চারি পৃষ্ঠা উল্‌টাইয়া মেয়েটী মুখ তুলিয়া কতকটা আপন মনেই কহিল—ঠিক, এই তো আমি খুঁজছিলুম। এই কাজই আমার পক্ষে

শুভ···আচ্ছা আপনাদের সেবাসদনের জন্যে নারী-কর্ম্মী তো বিস্তর আছে দেখছি কিন্তু এঁদের নেওয়া, মানে ভর্ত্তির বন্দোবস্ত করার ভারও কি আপনার ওপর ?

শেষের কথা কয়টা সে নীতিশকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল।

নীতিশ স্নিগ্ধস্বরে বলিল—কতকটা বটে, তবে আমার মা-ও কিছু কিছু ভার নিয়েছেন। কিন্তু সে কথা যাক—আপনি···আপনার—

—আমার পরিচয় ?—

মেয়েটী অকুণ্ঠ স্বরে বলিল—আমার পরিচয়ের জন্যে আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!···না—না—এটা হওয়াই স্বাভাবিক···আচ্ছা আপনি আলোক নাথ বোস···হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার···তাঁকে চেনেন—?

নীতিশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল—চোখে দেখ্‌বার সৌভাগ্য হয়নি কখনো, তবে নাম শুনেছি···তিনি কি—

—তিনি আমার দাদা···আমার নাম দীপালী বোস···, হ্যাঁ,—এইবার কাজের কথা হোক, তাহলে এই সেবাসদনের আপনিই তো ম্যানেজার ? না আর কেউ আপনার ওপরওলা আছেন ?

নীতিশ স্বল্প হাসিয়া কহিল—দেখুন, সেবাসদনের ম্যানেজার আমি এইটুকুই যা সত্য—তা'বাদে কার্য্যতঃ আমি কোন কিছুই করতে পারিনা, আমি একটা অকর্ম্মণ্য।···মেয়েদের দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন আমার মা, কিন্তু মার শরীর এখন খারাপ হওয়াতে তিনি আর বেশী খাটতে পারেন না, মার দু'টী মহিলা-বন্ধুই সে সমস্ত ক'রে থাকেন, তবে হ্যাঁ, মার ইচ্ছা এবং উৎসাহতেই এই সেবাসদনটুকু গড়ে উঠেছে।

তরুণীর মুখের উপর হতাশার একটা ম্লান ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

কহিল—আপনার কথাগুলো যেন হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে মিষ্টার মুখার্জ্জী, সেবাসদনের ম্যানেজার আপনি, অথচ দেখা শুনা, কাজ কর্ম্মের ভার অন্যের ওপর···মাপ কর্ব্বেন···একটা কথা, এসমস্ত কি আপনার ভাল লাগেনা ?

নীতিশের প্রশস্ত ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল—না, ভাল না লাগবার কোন কারণ-ই নেই···তা নয়, আমার সময় যে ভারী অল্প···কি করি বলুন ?

বলিয়া নীতিশ মেয়েটীর মুখের পানে বড় করুণ ভাবেই তাকাইল। এতক্ষণে মেয়েটীর মনে পড়িল—সত্য, ডকটুর এন, মুখার্জ্জী কলিকাতার একজন নামকরা ফিজিসিয়ান, তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতিও সুন্দর, শুধু ধনী-গৃহেই নহে, সাধারণ গরীব গৃহস্থের নিকট হইতে ডাক আসিলে স্নানাহার ফেলিয়া তিনি বিনা দর্শনীতেই চিকিৎসা করিতে ছুটেন। তাঁর মিষ্ট মধুর ব্যবহারেই রোগীর রোগ যেন অর্দ্ধেক উপশম হইয়া যায়।

মেয়েটী একটু লজ্জিত কণ্ঠেই কহিল,—ও···তা বটে !—

নীতিশ একটু সরিয়া আসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল—কই, কি দরকারে যে এসেছিলেন তা তো বল্লেন না ? অকর্ম্মণ্য শুনে ভাবছেন এতখানি পথ আসাই মিথ্যে হ'য়ে গেল, না ?

মেয়েটী স্মিতমুখে উত্তর দিল—না মিষ্টার মুখার্জ্জী—আপনি তা ভাববেন না···আমি তা মোটেই মনে করিনি। আপনার মার এ কাজে উৎসাহ আছে জেনে আমার এত সুন্দর লাগছে···সত্যিই মেয়েদের দেখাশুনাব ভার মেয়েরা নিজের হাতে নিলে যতটা সুষ্টু হ'য়ে ওঠে, পুরুষের হাতে বোধহয় ততটা আশা করা যায় না।

নীতিশ স্মিতমুখে বলিল—আমার তো তাই বিশ্বাস। কিন্তু আপনি বারিষ্টার আলোক বোসের ভগ্নী,…তবে—

দীপালী হাসিয়া কহিল—বারিষ্টারের একমাত্র বোন হয়ে পথে পথে কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এটা সত্যই একটু আশ্চর্য্য লাগছে আপনার!…কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি ঠিক আর পাঁচজন মেয়ে-ছেলেরা যে ভাবে জীবন কাটায়—অর্থাৎ পরের গলগ্রহ হয়ে,—আমি সে জীবন চাই না…পুরুষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে লেখাপড়া শিখেছি—সকল বিষয়ে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার চাইছি অথচ দিন কাটাচ্ছি—সেই বাবা কিম্বা দাদার অন্নের ভরসায়। নিজে যদি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি না-ই পেলুম, তাহলে ইউনিভারসিটীর ডিগ্রী গুলো গলায় ঝুলিয়ে লাভ কি বলুন? আমি কাজ চাই, নিজে খেটে খেতে চাই। কিন্তু আমার কথাগুলো ভারী বক্তৃতার মত শোনাচ্ছে—নয়?

বলিয়া শ্যামা মেয়েটী অপরূপ হাসি হাসিল।…নীতিশ তাহার কথার উত্তরে ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল—না দীপালী দেবী, মোটেই তা নয়। আপনার কথা শুনে আমার ভারী শ্রদ্ধা হচ্ছে—আপনার ওপর এবং আপনাদের মতই সাহসিকা মেয়েদের ওপর। সাধারণের চোখে হয়ত আপনারা বিদ্রোহী, কিন্তু যথার্থ কথা বলতে গেলে দেশে ঠিক আপনাদের মতই বিদ্রোহী মেয়েদের দরকার হয়ে পড়েছে। বাইরে কাজ বিস্তর—আর সে কাজ একা পুরুষের সাধ্য নয় সামলে তোলা।

দীপালী বলিল—কিন্তু তাই বলে সব পুরুষকেই অকর্ম্মণ্য বলে গাল দেবেন না, তাঁদের মধ্যে আপনাদের মতও মানুষ আছেন…আচ্ছা আপনাদের সমিতিতে মহিলাদের থাকবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? মানে—শুধু দু'চার দিনের জন্যে নয়—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত…

নীতিশ বলিল—হ্যাঁ—তা নিশ্চয়ই আছে,—কিন্তু সেটাও তো এখানে নয় দীপালী দেবী, সে হচ্ছে ঢাকায়, আপনি যদি ইচ্ছে করেন—

দীপালী বলিল—ইচ্ছে করা করি কি, আমাকে সেই খানেই যেতে হবে—নইলে এখানে দাদা এখন উপস্থিত না থাকলেও আরও দু'চারটী শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দের পাল্লায় পড়লে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা মনের মাঝেই আকাশ-কুসুমের মত মিলিয়ে যাবে। বাবা-মা বেঁচে নাই অবশ্য,—কিন্তু অন্য আত্মীয়েরা ভাল করতে না পারলেও ভাল কাজে বাধা দিতে পিছ্‌পা হ'ন না।···আচ্ছা উঠি এখন,—কিন্তু কই আপনার মা'র সঙ্গে তো দেখা করা হল না? কোথায় তিনি বলুন না?

মেয়েটী যেন যাদু জানে! শুধু কয়টা মুহূর্ত্তেই নীতিশকে যেন কত-কালের চেনা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে! নীতিশ বলিল—তিনি তো এখানে নেই দীপালী দেবী, ঢাকা থেকে আসবেন কাল ভোরে...তিনিও আপনাকে দেখলে ভারী সন্তুষ্ট হবেন দেখবেন।

মেয়েটী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ও,—আচ্ছা, তাহ'লে আমি কাল সকাল আটটা সাড়ে আটটার সময় এখানে আসছি—একেবারে তল্পী-তল্পা নিয়ে। মার সঙ্গে পরামর্শ করে আমি কালই রওনা হতে চাই।

এই সময় দরজার ভারী পর্দ্দাটা ঠেলিয়া একটি যুবক প্রবেশ করিল, বাঁহাতে তার একতাড়া কাগজপত্র, ডান হাতে একখানি পোষ্টকার্ড।

যুবকটী নমস্কার করিয়া বলিল—পাবনা থেকে অনন্তবাবু চিঠি দিয়েছেন নীতিশবাবু। তাঁদের কিছু টাকা না পাঠালে চলছে না। চাঁদার টাকা যা উঠেছিলো—তা তো কাপড় আর চাল ডাল কিনতেই ফুরিয়ে গেল, এখনও ওষুধ পত্রের জন্যে—

—চাঁদা—? কিসের চাঁদা প্রকাশ? চাঁদা করে টাকা তুলতে অনন্ত বাবুকে কে পরামর্শ দিয়েছিল?—আমার ব্যাঙ্কের টাকা কি ফুরিয়ে গেছে ভেবেছ?

প্রকাশ নীতিশের উত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া ভাষার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সে কি জবাব দিবে, অতঃপর তিন চার বার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়াও খুঁজিয়া পাইল না। নতমুখে হাতের কাগজ পত্রগুলি রাখিতে টেবিলের ধারে অগ্রসর হইল।

নীতিশ মুখ ফিরাইয়া বিরক্তি ভরে কহিল—যত সব ইডিয়ট্!—আচ্ছা, ওসব পরে হবে···হ্যাঁ, দীপালী দেবী, মাপ কর্ব্বেন, তখন আপনার কথার জবাব দিতে পারিনি—; তা আপনি কি বলছিলেন, কাল আটটা সাড়ে আটটার সময় আসবেন?···বেশত···যখন খুশী আপনার এখানে চলে আসবেন···আমার তাতে আনন্দ বাড়বে বই কমবে না, কারণ আপনাদের মত কর্ম্মী পাওয়া,—এ আমাদের মস্তবড় সৌভাগ্য।

দীপালী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িয়া কহিল—কর্ম্মী হ'তে না হ'তেই আমাকে এতবড় আখ্যাটা দিচ্ছেন কেন নীতিশ বাবু? কোন কাজ হাতে কলমে না করেই তার আগে নিজের নামটা জাহির করা—আমি মোটেই পছন্দ করিনি। আচ্ছা—কথা রইল কাল সকালে আসব আমি,···নমস্কার!

যুক্ত হাত দুখানি ললাটে ঠেকাইয়া তরুণী বাহির হইয়া গেল। দরজার ভারী পর্দ্দাটায় সামান্য একটু দোলা লাগিল মাত্র···

দৃপ্ত অথচ শান্ত সুন্দর তাহার গতি-ভঙ্গীর পানে ক্ষণেক চাহিয়া নীতিশ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

দুই

খালি একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া নীতিশ কহিল ;—কই হে প্রকাশ, তোমার অনন্তবাবুটী কি লিখেছেন দেখি ?

প্রকাশ নীতিশের প্রসারিত হাতের উপর সসঙ্কোচে একখানি পোষ্টকার্ড রাখিয়া কহিল—ওই মহিলাটী কে এসেছিলেন, নীতিশ বাবু ?

দৃষ্টি রহিল পোষ্টকার্ডের উপরেই, একটু অন্যমনস্কের ভাবে নীতিশ উত্তর দিল—কে—? ও—উনি তোমাদের সেবাসদনের কাজে যোগ দেবেন বলে এসেছিলেন।...প্রকাশ, ভাই, এই তোমার চিঠি নাও... আমি আর এ সমস্ত পেরে উঠছিনা...আমাকে এক্ষুণি একটা জরুরী ডাকে বেরুতে হবে।

বলিয়াই নীতিশ পোষ্টকার্ডখানি ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রকাশ নীতিশের পানে চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল—অনন্তবাবুকে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা কর্ব্বেন না ?

নীতিশ টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া এক গোছা চাবি বাহির করিয়া প্রকাশের সম্মুখে রাখিয়া কহিল—এই নাও চাবী,—যা পাঠাবার তুমিই পাঠিয়ে দাও প্রকাশ, তোমায় তো কতবার বলেছি ভাই, এ সমস্ত হাঙ্গামা আমার মত লোকের পোষায় না, তবু তোমরা শুনবেনা...? সত্যি এ রকম দায়ে-ঠেলা ম্যানেজারী কোরে কোন লাভ নেই, কাজ তো ছাই করি...শুধু লোক হাসানো...

প্রকাশ আশ্চর্য্য হইল। কহিল—তবে এত বড় কাজের ভার আপনি

কাকে দেবেন নীতিশ দা ?···আমরা যে আপনার ওপরেই ভরসা কোরে কাজে নেমেছি ?

নীতিশ হাসিয়া উঠিল। কহিল—খু-ব মস্ত লোক আমাকে ঠাউরে-ছিলে, নয় প্রকাশ ? কাজের লোকের ভাবনা কি ভাই, তুমি আছ, অনন্তবাবু আছেন, অনন্ত বাবুর সেই বন্ধু দু'জন···তাঁরা তো সুযোগ্য কর্ম্মী···আমার বোধ হয় ম্যানেজারী পদটা অনন্তবাবুকে দিলেই ভাল হয়। ভদ্রলোক খুব খাটতে পারেন।

প্রকাশ অবজ্ঞা মিশ্রিত কণ্ঠে কহিল—ছাই পারেন। পারেন কেবল বাজে কথায় সময় কাটাতে। অনন্ত বাবুর সঙ্গে আমার মোটে বনে না।

প্রকাশের রাগ দেখিয়া নীতিশ মনে মনে হাসিল···ছেলেমানুষ !··· পরে কহিল—আচ্ছা, দাও খাতাখানা, আজকের মত দেখি। কষ্ট করে এনেছ যখন—বলিয়া নীতিশ আয়-ব্যয়ের খাতাখানি কোলের উপর মেলিয়া ধরিল।

কিছুক্ষণ এমনি নীরবেই কাটিল। নিস্তব্ধ ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বড় ঘড়ীটায় শুধু একটানা টিক্ টিক্ সুর একঘেয়ে হইয়া বাজিতেছিল।···

মিনিট পনেরো পরে নীতিশ খাতাখানা বন্ধ করিয়া টেবিলের এক-ধারে রাখিয়া বলিল—হুঁ, আজ রইল এই পর্য্যন্ত, রাত্রে সব ঠিক ঠাক কল্লেই চলবে। হ্যাঁ, রোগী দেখে ফিরবার মুখে আমাকে একবার নু্য'মার্কেটের ওদিকে যেতে হবে প্রকাশ। মা আসছেন কাল···কিছু তাজা ফলমূল আর গোটা কয়েক ডাব এনে রাখবো। নিজে না কিনলে ভজুয়ার হাতে পয়সা দিলে সে যা আনবে—মা তা মুখে করতেই পারবেন না···ভাল কথা প্রকাশ আজ শনিবার না ?

প্রকাশ নীরবে শুধু মাথা নাড়িল।

দীপালী

নীতিশ একটু ব্যস্ততার সহিত কহিল—বেলা তো বোধ হয় পাঁচটা বাজে···বাঃ তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ—বাসায় যাবে না ?—তোমার শ্বশুর-বাড়ীতে যে নেমন্তন্ন সেটা বুঝি ভুলেই গেছ ?···

প্রকাশ উঠিয়া একবার মৃদু আপত্তি তুলিল—আমিও আপনার সঙ্গে ন্যু'মার্কেটে যাইনা নীতিশ দা, ফল টল গুলো—

নীতিশ প্রবল বেগে মাথা নাড়িল—তা হ'তেই পারেনা,···আজ যাও তুমি, কাল বাদে পরশু এসে একেবারে সোজা পাবনায় চলে যেও··· পাঁচটা বাজতে এখনো উনিশ-কুড়ী মিনিট দেরী আছে,···দেখি পোষ্টাফিসটা যদি খোলা থাকে তো অনন্তবাবুকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই,···পরশু তোমার হাতে বেশী করে কিছু দেব।···

সঙ্গে কিছু খুচ্‌রা টাকা ও পাঁচটাকার পাঁচখানি এবং দশটাকার দুই খানি নোট বাহির করিয়া পাঞ্জাবীর পকেটে পুরিয়া লইয়া নীতিশ বাহিরে আসিয়া দেখিল, নীচে রান্নাঘরের দালানে দাঁড়াইয়া ভজুয়াটা ঠাকুরের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া বাঁধাইয়া তুলিয়াছে। ঠাকুরের অপরাধ··· সে না হয় একটু ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিল, কিন্তু ওই নিষ্কর্ম্মা ঠাকুরটা তাকে জাগাইয়া দেয় নাই কি আক্কেল ?

শুধু তাহাই নয়, কলতলায় বসিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে বামা বুড়ীও সপ্তমে গলা চড়াইয়া চেঁচাইতেছিল—অত বড় খোট্টা জোয়ান মরদ, দিন দুপুরে পক্কে পড়ে আয়েস করে ঘুমুবে—তাঁকে আবার জাগিয়ে দেবার নোকর চাই···ওরে আমার আব্‌দেরে খোকা রে—

প্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল—নীতিশদা, আপনার ঘরে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার অপরূপ সমন্বয় দেখে এক পাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মাসীমা না থাকলে এরা তিনটীতে এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় কাক-চিল

বসতে দেবেনা—চোর ডাকাত তো দূরের কথা।...ওহে ঠাকুর! উনুন দু'টো যে বৃথাই জ্বলে যাচ্ছে, ঝগড়া ঝাটি থামিয়ে সেটার দিকে একটু নজর দাওনা বাপু। তাতে কাজ দেখবে।

—"যত সব ঝঞ্ঝাট! তুমি এস প্রকাশ বেলা যায়" বলিয়া নীতিশ প্রকাশের হাত ধরিয়া টানিয়া মোটরে উঠাইল এবং প্রকাশকে তাহার মেসের বাসায় মোটর হইতে নামাইয়া দিয়া আপন গন্তব্যস্থানে গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

মন তাহার আজ ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হইয়া যাইতেছিল। ভাবনা-চিন্তার সকল বাধা অতিক্রম করিয়া বারে বারে একখানি শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল মুখ তাহার মনের দুয়ারে নিঃশব্দ চরণে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল।

নীতিশ শিহরিয়া উঠিল।......সে মুখ আর কাহারও নহে...সে মুখের অধিকারিণী মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বের দেখা সেই শ্যামা মেয়েটী।...

তাপদগ্ধ ধরণীর সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য যেন একখণ্ড জল-ভরা মেঘ মৃদু সঞ্চারে নামিয়া আসিয়াছিল।...

পরিপূর্ণ যৌবনের স্বাস্থ্য-সম্পদে অতুলনীয়, তার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া তেমনিই যেন স্নিগ্ধ শীতলতা!

নিমেষে নীতিশ আপনার মনের রশ্মি টানিয়া ধরিল।...এ সব সে কী যা-তা ভাবিয়া মরিতেছে। দেশের এই দারুণ অবস্থা,—বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দেশ জুড়িয়া হাহাকার...সে না জীবন পণ করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। আজন্মের শিক্ষা-সংস্কার ভুলিয়া আজ সে তুচ্ছ একটা নারীর সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে বসিল! পথহারা বুঝি এমনি করিয়াই হয়।...

দীপালী

নীতিশ ভাবিল, বড় বাঁচিয়া গিয়াছি।···অন্যান্য কাজ সারিয়া নিশ্চিন্ত মনে সে এবার মার্কেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

অজস্র নর-নারীর মেলা। ইউরোপীয়ানই বেশী···এ ধারটায় আসিলে মনে হয়না যে, বাঙলা দেশের প্রতি ঘরে ঘরে অর্থের দারুণ অভাব ঘটিয়াছে—বাঙালী আজ নিরন্ন, বস্ত্রহীন। মিলিত কণ্ঠের বিচিত্র কোলাহলে—অভাবের সে ক্ষীণ করুণ আর্ত্তনাদ আসিয়াই পৌঁছায়না।···

ওধারে গ্লোবে 'মেরী পিকফোর্ডের' চিত্রাভিনয় চলিতেছে। কি একখানা নূতন ফিল্‌ম। টিকিট-ঘরের সুমুখে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।···এই তো সংখ্যাতীত লোক ছবি দেখিয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছে, কে বলিবে যে উহাদের ঘরে অর্থাভাব! স্ত্রী-পুত্রেরা পেট ভরিয়া দুই মুটো খাইতে পায় না!

নীতিশ ভাবিয়াই পাইল না—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে সামান্য রোজগার···দুই হাতে বিলাইয়া যায় ইহারা কি করিয়া নিত্যই!

দূর হউক—বাজে ভাবনা যত এক সঙ্গে যেন তাহাকে আজ পাইয়া বসিয়াছে।···একটা ছাড়ে তো আর একটা···

দোকানে দোকানে ঘুরিয়া নীতিশ বাছিয়া বাছিয়া তাজা টাটকা যাহা পছন্দ হইল ফল কিনিল। মায়ের আদেশ মত দুই একটা টুকি টাকী জিনিস পত্রও কিনিল—খান দুই গামছা, গোটা চারেক পাথরের বাটী, একটা পিতলের ধুনচি।

বাকী রহিল মার ফর্দ্দে লেখা কাপড় কেনা।···বাহির যখন হইয়াছে তখন যাহা কিনিবার সারিয়াই ঘরে ফেরা ভাল, নহিলে জিনিস না পাইলে মা হয়ত বকুনী সুরু করিবেন।···

কাপড় কিনিতে গিয়া নীতিশ দু'খানি খদ্দরের চওড়া লালপাড় সাড়ী

বেশীই কিনিল। যদি মা'র দরকারে লাগে, নহিলে প্রয়োজন বিশেষ ছিল না।

জিনিসপত্র কিনিয়া সে যখন বাসায় ফিরিল, রাত তখন সওয়া দশটা···। ভজুয়া বাহিরের রোয়াকটায় বসিয়া রাস্তার গ্যাসের আলোয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া তুলসীদাসের দোঁহাবলী পড়িতেছিল, পাশে বসিয়া ঠাকুর। দেখিয়া বোধ হয় দুইজনের সন্ধি হইয়া গিয়াছে।

উড়িয়া ঠাকুরটা ভজুয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কি যে রস গ্রহণ করিতেছিল, তাহা সে-ই জানে। নীতিশ খোলা দরজার চৌকাঠে পা রাখিয়া ডাকিল—ঠাকুর, ভাত দিয়ে যাও···

রাত্রে শয্যায় শুইয়া অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকিয়াও নীতিশের চোখে এক ফোঁটাও ঘুম আসিল না। তেমনি প্রচণ্ড গরম। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখাটা পুরা পয়েণ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও নীতিশের মগজটাকে শীতল করিতে পারিতেছিল না, নিদ্রাহীন চোখে খানিকটা এপাশ-ওপাশ করিয়া উঠিয়া আলোটা জ্বালিল; পরে জানালার ধারে চেয়ারখানাকে টানিয়া লইয়া কয়েকখানা নূতন মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ লইয়া বসিল।

এসব কাগজ কোন দিন সে ছুঁইয়াছে বলিয়া তো মনে পড়ে না। মার জন্যে নেওয়া হয়, প্রতি মাসে ও সপ্তাহে আসিয়া অনাদৃত ভাবে টেবিলের এক কোণেই পড়িয়া পড়িয়া জমা হয়—হয়ত তাহাদের প্যাকেট পর্য্যন্ত খোলাই হয় না। মা যখন কলিকাতায় থাকেন, তখন অবসর কালে পড়েন।

আজ ইহাদের লইয়া বসিল নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যেন···ঘুম আসে না···তার জন্য ইহার মত এত বড় সুহৃদ সে আর এত রাত্রে কোথায় পাইবে ?

কিন্তু তাহাও ভাল লাগিল না। অস্থির ভাবে নীতিশ উঠিয়া বড় আলমারীটা খুলিয়া তাহার থাকে থাকে সাজানো সুদৃশ্য ইংরাজী বই-গুলির দিকে চাহিল কিন্তু কোন খানিই তাহার মনঃপুত হইল না···

আলমারীর কবাট দুইটা সজোরে বন্ধ করিয়া বিরক্তিভরে সুইচটা অফ্ করিয়া দিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

আঃ! এতক্ষণে তাহার শ্রান্ত দেহ যেন জুড়াইয়া গেল।···রাত-শেষের স্নিগ্ধ ঝির্‌ঝিরে বাতাসে গভীর আরামে চোখ দুইটি মুদিয়া আসিল।···

দিবসের সেই ক্লান্ত রুক্ষতা কোথায় যেন মিলাইয়া গেছে! রাত্রির শীতল আলিঙ্গনের মাঝে নিজেকে সে নিঃশেষে বিলাইয়া দেছে।···নীতিশ বারান্দায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সুমুখে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিতে লাগিল···প্রকৃতির অপরূপ শোভা।

ঘুমন্ত নগরীর বুকের পরে নিশান্তের ম্লান জ্যোৎস্না যেন মায়ালোক রচিয়াছে···চারি দিকেই গভীর স্তব্ধতা।···

ঘর হইতে একটা মাদুর আর একটা বালিশ লইয়া আসিয়া নীতিশ বারান্দায় বিছাইল। পরে বালিশে মাথা রাখিয়া চোখের উপর হাত দুইটা চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল। ঘুম তাহার এতক্ষণে সত্যই পাইয়াছিল।

দিনের প্রকাশ্য আলোয় যাহাকে দূরে সরাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, নিশীথের অস্পষ্ট ছায়ায় সে গোপন সঞ্চারিণী পায়ে পায়ে আসিয়া

নীতিশের সারা মনখানি জুড়িয়া বসিল—কখন তাহা সে নিজেই জানে না।

স্বপ্নের মাঝেও সেই অকুন্ঠিতার সুন্দর মনোরম মূর্ত্তিখানি ক্ষণে ক্ষণে অন্তরের অন্তঃপুরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।...

নিদ্রিত নীতিশের ওষ্ঠে তৃপ্তির হাসি!...

তিন

মায়া বৌদির কথাটা দীপালীর অন্তরে বড় গভীর ভাবে বাজিয়াছিল।

বাজিবার কথাই…

আজই যেন তাহারা বালীগঞ্জের অ্যারিষ্টক্র্যাট সমাজের মাথার মণি হইয়াছে, কিন্তু অতীতের সেই দুঃখময় জীবনের ইতিহাস—সে তো ভুলিবার নয়!

গরীবের ঘরে,…তাহাও পাকা কোঠায় নয়—অপরিচ্ছন্ন নোংরা একটা সরু গলির ছোট্ট একটা খোলার ঘরের স্যাঁতসেঁতে দালানে তাহাদের জন্ম হইয়াছিল। তাহার দাদার জন্মের মুহূর্ত্তে বোধ হয় শাঁখটা কেহ বাজাইয়াছিল কিন্তু তাহার জন্ম-মুহূর্ত্তে যে বাজে নাই এটা ঠিক—কেননা মা-বাপের কাছে মেয়ে বলিয়া সে চিরটা দিনই অবহেলা পাইয়া আসিত!…

কেরাণী বাপ, আর রুগ্না মা,—ঘরে দরিদ্রের করাল মূর্ত্তির প্রচণ্ড তাড়নায় ভালমন্দ খাওয়া দূরের কথা, দুইবেলা পেট ভরিয়া অন্ন জুটিত না।

ক্ষুধার জ্বালায় দীপালী চীৎকার করিয়া কাঁদিলে অভাগিনী মাতা তার মাথাটা বুকে চাপিয়া শুকনো স্তনের বোঁটাটা মুখে ঢুকাইয়া দিতেন …পাঁচ বছরের মেয়ে—বুকের দু'চার ফোঁটা জলো দুধে তার কি হইবে? দীপালী হাত পা ছাড়িয়া কাঁদিত, তখন তাহার ছোট্ট দাদাটী হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আসিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিত—বৃথাই…

দুটী ভাই বোন—এক ছাঁচে ঢালা,…রূপে ও গুণে সমান! বাপ-মা কখনো তাদের পেট ভরিয়া খাওয়াইতে পারেন নাই…দুঃখও

তাদের কম ছিল না!···কিন্তু এক দিন ছেলেমেয়েকে ভবিষ্যতের অতল কালো অন্ধকারের মাঝে ফেলিয়া তাঁহারা মাত্র পাঁচদিনের আড়াআড়ি পৃথিবীর বুক হইতে বিদায় নিলেন!···

গরীবের ঘরের টাইফয়েড···ওষুধই বা কোথায়···আর ডাক্তারই বা কে দেখায়?···মরিয়া তাঁহারা বাঁচিলেন, অন্ততঃ জীবনব্যাপী অনন্ত দুঃখের হাত এড়াইলেন।

জীবন-রথের চাকা ঘুরিয়া গেল।

ফুলের মত কোমল দুটি কচি-প্রাণ শিশুকে পথে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ওই মায়ারই বাবা অপরেশ বাবু বুকে তুলিয়া তাহাদের নিজের গৃহে পরম সমাদরে স্থান দেন।

মায়াকে বিবাহ করিয়া আলোক চলিয়া গেল বিলাতে। দীপালী তখন বি, এ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।···বিলাত হইতে ফিরিয়া আলোক দেখিল, এইবারই তাহারা যথার্থ পিতৃহীন হইল। অপরেশ বাবু কাজের জন্য মফঃস্বলে গিয়াছিলেন···সেইখানেই তিনি বসন্ত রোগে মারা যান।

সে আজ বছর চারেকের কথা—বেশী দিন নয়। গত জীবনের এই ঘটনাগুলি তাদের স্মৃতির কোঠায় সঞ্চিত আছে···ভুলিবার উপায় কি? যাত্রার অনতিপূর্ব্বে সুটকেশটী গুছাইতে গুছাইতে দীপালীর বার বার মনে পড়িতে লাগিল সে যাইলে তাহার দাদার কি করিয়া চলিবে। বয়সে বড় হইলেও তাহার যে 'দীপা' না হইলে এক দণ্ড চলে না। দাদা যখন শুনিবেন—তাঁহার 'দীপা' তাঁহাকে একটা খপর

পর্য্যন্ত না দিয়াই ঘর ছাড়িয়া অজানা পথের সন্ধানে পাড়ি দিয়াছে, বেদনায় ক্ষোভে তাঁর মুখখানি কি করুণই না হইয়া উঠিবে।

চোখের সুমুখে দীপালী যেন আলোকের সেই শুষ্ক করুণ মূর্ত্তি-খানি দেখিতে পাইল!...টপ্ টপ্ করিয়া তার গালের উপর দিয়া অশ্রু ঝরিল।

মায়া কি জানি কেন দীপালীকে সহিতে পারিত না—অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ওই মেয়েটা তার মুখের উপরেই কিনা দশ কথা শুনাইয়া দিল!...সে কাহার খাইয়া মানুষ জানে না কি?

সে আর কি এমন বলিয়াছিল? খাবার ঘরের টেবিলটা না হয় একটু সাফ করিতেই বলা হইয়াছিল।

সে না ডাকিলে তখন মায়া কাহাকেই বা ডাকে...সুকুয়াটার জ্বর, বৃদ্ধ খানসামাটা মার্কেটে গেছে ফল কিনিতে, বিন্দী দাসীকে ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ফাটাইলেও উত্তর দিবে না, মায়া তো নিজে কাজ কর্ম্ম কিছু করিতে জানে না, অতএব...

কিন্তু দীপালী যখন স্পষ্ট গলায় কহিল—পারিবেনা সে, এ কাজ তাহার নয়, তখন মায়ার সমস্ত রক্ত তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিল...সেও রুষ্ট হইয়া শুনাইয়া দিল—পরের ঘরে পরের ভাত খাইয়া যাহারা মানুষ তাহাদের অত নবাবীয়ানা পোষায় না...পরের দোরে থাকিতে হইলে সময় অসময়ে দুইটা কাজ করিয়া উপকার করিতে হয়।

খানিকটা বিষ উগরাইয়া মায়া কক্ষান্তরে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে বিষের বাষ্পে দীপালীর মনে হইল অকস্মাৎ সমস্ত শরীর যেন তার হিম হইয়া আসিতেছে, নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত টানিয়া নিবার ক্ষমতা নাই।

সে আর দ্বিতীয় বাক্যটি উচ্চারণ করে নাই; আস্তে আস্তে

দীপালী

বাড়ীর বাহির হইয়া সারাটা দিন পথে পথে ঘুরিয়া কাজের সন্ধান করিয়াছিল।

অবশেষে গতি তার শেষ হইল নীতিশের বাড়ীতে গিয়া।..

আজ তার অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা সুরু...

ভিজা গামছা দিয়া দীপালী চোখ-মুখ মুছিয়া রুক্ষ চুলের রাশিটা দুই হাতে জড়াইয়া একটা যেমন তেমন এলো খোঁপা বাঁধিয়া লইয়া, আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া কাঁধের কাপড়ের পিনটা খুলিয়া গিয়াছিল পুনরায় আঁটিতে আঁটিতে যেন শুনিল—তাহার দাদা ডাকিতেছেন—দীপা! দীপা!

দীপালী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—সুমুখে কেহই নাই। কিন্তু নীচে অত গোলমাল কিসের? ওই না তাহাদের ড্রাইভার মতিবাবুর গলা!...তবে কি সত্যই দাদা ফিরিয়া আসিলেন;—তাহা হইলেই তো প্রমাদ...

দীপালীর ঘর হইতে বারান্দায় আসিতে যে সময়টুকু লাগিল, সেই অবসরে টপ্ টপ্ করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আলোক একেবারে বারান্দায় আসিয়া উদ্বেগ ব্যাকুল স্বরে ডাকিল—দীপা—মায়া?...কোথায় রে তোরা...বঃা...!

দীপালী বাহিরে আসিয়া ত্রস্তভাবে কহিল—দাদা, তুমি এমন হঠাৎ?

আলোক বারান্দায় রেলিংয়ে পিঠ দিয়া কহিল—এমনিই...আসতে নেই বুঝিরে—তোদের নেমন্তন্নের কার্ড না পেলে?

দীপালী মুখটা ফিরাইয়া কহিল—বা—রে! আমি বুঝি তাই বলছি? তবে তোমার আসবার দিন ছিল—

—মে মাসের শেষ 'উইকে' তো? কিন্তু অতদিন আর থাকৃতে হ'ল

না। যে কেস্‌টার জন্যে গিয়েছিলুম; সেটা মিটমাট হ'য়ে গেল।…তাই ভাবলুম—জলাভূঁয়ে পড়ে পড়ে ম্যালেরিয়াকে না ডেকে কোলকাতাতেই ফিরে যাই…। কিন্তু এসেই দেখ্‌ছি অন্যায় হ'য়ে গেছে,—যা তোদের অভ্যর্থনার বহর দেখছি…

দীপালী শুষ্কস্বরে কহিল—সে আবার কী?—কেন—?

আলোক চকিতে মায়ার কক্ষ-পানে একটা চোরা কটাক্ষ হানিয়া কহিল—এসে দেখছি যে, খবর না দিয়ে আসাটাই প্রকাণ্ড অপরাধ… নইলে তোরা কোথায় আগ-বাড়িয়ে আমাকে আদর-অভ্যর্থনা করবি—না যে যার সব ঘরেই রইলি বন্ধ। আমি তবে ফিরে চলি ভাই—

দীপালী ব্যস্ত হইয়া কহিল—বেশ যা হোক, এই তো আমি র'য়েছি, এস—ঘরে এসে বোস।

দীপালীর ঘরে পা দিয়াই খোলা স্যুটকেশটার পানে আলোকের নজর পড়িতেই সে বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া দীপালীর মুখের পানে চাহিল। দীপালীর মুখ কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেলনা, সে তখন একমনে টেবল-ক্লথটার সূক্ষ্ম সূচি-শিল্পের উপর একান্ত মনোনিবেশ করিয়াছে।

কি যেন একটা গোলমাল বাধিয়াছে…আলোক দীপালীর মুখটা ধরিয়া ফিরাইয়া কহিল—ওটা কি দীপা? কোথায় যাওয়া হচ্ছে তোমার?

দীপালীর মাথাটা অসম্ভব রকমে বুকের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল।

আলোক একটা কাঁউচের উপর ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল—দীপু, খোলা স্যুটকেশটার রহস্য আর ঘন করে রাখিসনে দিদি!. চট্‌ করে বলে ফেল্‌, আমি পোষাক টোষাক ছাড়ি উঃ—কি ভয়ঙ্কর গরম…

পাখার মাত্রাটা বাড়াইয়া দিয়া দীপালী কহিল—পরে বোলব খ'ন দাদা, তুমি ততক্ষণ পোষাক ছাড়ো, আমি দেখি চা'র বন্দোবস্ত…

উঁহু ;—দীপালীর দিকে সোজা হইয়া ফিরিয়া বসিয়া আলোক কহিল —তোমার ওই সুটকেশটীর সকল রহস্য না জেনে আমি এখান থেকে পাদমেকং ন গচ্ছামি !

দীপালীর কপাল ঘামিয়া উঠিল। কি বলিবে সে…? সে কি ইহাই বলিবে—তোমার বধূকে আমি সহিতে পারিলাম না বলিয়া ঘর ছাড়িলাম ! না—না সে ভারী বিশ্রী শোনায়…তবে সে কী উত্তর দিবে ?

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া দীপালী কহিল—এমন কিছুই নয়, ঘরে বসে বসে ভাল লাগে না, তাই একটা কাজ পেয়ে—নিয়েছি, আজকে সেখানে যাবার কথা—

দীপালীর দৃষ্টি চকিতে তাহার বাম হস্তের মনিবন্ধের উপর পড়িল, —সোনার ছোট্ট ঘড়িটীর কাঁটা তখন সওয়া আটটা সময়-নির্দ্দেশ করিতেছিল। দীপালীর বুক ঠেলিয়া একটা চাপা নিঃশ্বাস বাহির হইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সমস্ত সঙ্কল্প বুঝিবা ব্যর্থ হইয়া যায়…

আলোক বোনটীকে কাছে টানিয়া পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—দীপু, তোমার গলার স্বর, তোমার শুক্‌নো মুখ,—চোখের ছলছলে দৃষ্টিটা কিন্তু আমায় বল্‌ছে যেন—এটা সামান্য নয়…বলতে যদি তোমার আপত্তি কিছু থাকে—তাহলে থাক আমি শুনতে চাইনি। কিন্তু একটু আভাষও কি আমি পেতে পারিনি ? কেননা, তোমাকে তো আমি চিনি।

তাহার দাদার ধারণা যে কোন্‌পথে যাইতেছে তাহা ভাবিয়া লজ্জায় দীপালী মাথা হেঁট করিল। পরক্ষণে মুখ তুলিয়া অকম্পিত স্বরে কহিল —না দাদা, তুমি যা ভাবছ তা নয়, তবে আমি বলছিলুম কি,…মানে

দীপালী

মেয়েরা স্বভাবতঃই পরের গলগ্রহ···এ বন্দী-জীবন ছাড়া বাইরের মুক্ত আলো-বাতাসে গিয়ে নিজে নিজের সামান্য ভারটা বহন করলে কি দোষের কাজ হয়? এ শিক্ষা তো তুমি আমাকে বরাবরই দিয়ে এসেছ দাদা!

আলোক কহিল—তা তো দিয়ে এসেছি···কিন্তু হঠাৎ তোমার মাথায় এ খেয়াল চাপলো কেন দীপু, সেইটা আমায় বুঝিয়ে বলো। আমি মফঃস্বলে বেরুবার আগেতো তোমার এ বিদ্রোহিনী মূর্ত্তি দেখে যাইনি। নিশ্চয় এই ক'দিনের মধ্যে এমন কিছু একটা কাণ্ড ঘটেছে, যে, যার জন্যে তুমি আর এ বাড়ীটায় থাকতে রাজী হচ্ছ-না। ঠিক তো?—ওকি! মাথা নামাও কেন দীপু,···হুঁ···আমার কি মনে হচ্ছে জানো—?

দীপালী আলোকের পানে চকিতে চাহিল। আলোক টেবিলের উপর দুই কনুই রাখিয়া কহিল—আমার স্থির বিশ্বাস—মায়া···

—দাদা!

আর্ত্তস্বরে দীপালী 'দাদা' বলিয়াই থামিয়া গেল। আলোকের ধারণা-শক্তি কি এত প্রখর···না ভগিনীর প্রতি অত্যধিক স্নেহের প্রাবল্য এ?

এইবার আলোক ব্যাপারটা কতক বুঝিল। মায়াকে সে চিনিত ভাল করিয়াই, ভগিনীকেও জানিত, আরও বুঝিল যে, দীপালী মায়া-ঘটিত কোন কথা আলোকের কাছে প্রকাশ করিবে না।

নিরুপায় আলোক ডাকিল—মায়া! মায়া! শুনে যাও—

অকস্মাৎ দীপালী তীরের মত সোজা হইয়া বলিল—দাদা, এ কি কর তুমি, সত্যিই কি তুমি আমাকে ঘর ছাড়া কর্ব্বে···? মায়া বৌদিকে

যদি তুমি এখানে ডাক,—তাহলে এক্ষুণি—এই মুহূর্ত্তে আমি বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যাব·· তুমি ভারি অন্যায় কর্চ্ছ···

দীপালীর গলার স্বর ভারী হইয়া আসিতেছিল, উত্তেজনায় তার সারা দেহটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

দীপালীর একখানি হাত সস্নেহে টানিয়া ধরিয়া আলোক কহিল—দীপু অস্থির হোস্‌নে, আমি তোদের কি হয়েছে না হয়েছে জানতে চাইনে আর। পাগলী···একটু কিছু হলে তুই অত ভয়ঙ্কর রাগ করিস কেন বল তো? ঠিক যেন সেই ছোট্ট বেলাটার মত।···ভাল কথা, কোথায় তোর যাবার কথা বল্লি-না···সে কোন্ জায়গা···কি কাজ বেছে নিয়েছিস রে?

দীপালী মুখ নীচু করিয়াই কহিল—ঢাকায় যাব, 'বঙ্গীয় সেবাসদনের' নাম শোননি দাদা, আমি তারই নারী-কর্ম্মী হব, ভেবেছিলুম বেশ চুপিসাড়ে পালাবো,···কিন্তু তুমি এসে পড়ে সব গণ্ডগোল করে দিলে নইলে এতক্ষণ—

শেষের কথা কয়টায় অবরুদ্ধ অভিমানের স্পন্দন···

আলোক এইবারে হাসিয়া উঠিল। কহিল—ভেতরে ভেতরে এত বড় কাণ্ডটি তুমি বাধিয়ে বসে আছ দুষ্টু মেয়ে, বটে···কিন্তু এইখানেই মায়ার আর তোমার মধ্যে প্রভেদ দেখতে পাই আকাশপাতাল! মায়া আর তুমি দু'জনেই নব্য শিক্ষিতা, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য মায়া তার শিক্ষার অপব্যয় করছে বসে বসে। মানে পরচর্চ্চা হিংসা দ্বেষ যা কিছু আর পাঁচটা সাধারণ মেয়েরই নিতান্ত একচেটে, মায়া তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারছে না, কিন্তু তুমি···

আলোক তার মাথার রুক্ষ চুলগুলি টানিয়া টানিয়া সোজা করিতে

করিতে পুনরায় বলিল—আসল জায়গায়ই গলদ হয়েছে দীপু, মায়াকে আমার মত গৃহ-হারা হতভাগা লোকের হাতে দেওয়াটা জ্যাঠামশায়ের ভয়ঙ্কর ভুল হয়েছিল।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া দীপালী সহসা স্বাভাবিক স্নিগ্ধ স্বরে কহিল,—থাকগে ও সব বাজে কথা দাদা, তুমি ওঠ, এর পর খেয়ে দেয়ে সুস্থ মনে যাবার বিষয়ে বন্দোবস্ত কোরো অখন,…ওঠো দেখি—

আলোক কাউচ হইতে উঠিয়া সহসা দীপালীর পানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—দীপু, তোর এই সঙ্কল্পে আমি বাধা দিতে চাইনে ভাই, কাজ করতে চাস কর, কিন্তু লক্ষ্মীটি দিদি, আমার একটা কথা রাখবি বল্?

আলোকের কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন করুণ একটা সুরের মায়া দীপালীর অন্তর ছুঁইয়া গেল। দীপালী আলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—তোমার কোন্ কথাটা আমি রাখিনে দাদা? যে তাই আজ অমন করে বলছ? কি কথা বল?

দীপালীর এলো খোঁপাটীতে আদর করিয়া হাত বুলাইতে বুলাইতে আলোক স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিল—তা জানিরে, তাই বলছি—যেখানে ইচ্ছে তুই গিয়ে কাজ কর দীপু, কিন্তু দেশছাড়া হোসনে…অন্ততঃ আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তুই আমার কাছে কাছেই থাক। ঢাকায় যাওয়া তোর কোনমতেই হতে পারে না ভাই! তোকে অন্যত্র পাঠিয়ে আমি থাকৃতে পারবোনা—কিছুতেই পারবোনা।

বলিতে বলিতে আলোকের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

দীপালী ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—যাবনা আমি ঢাকায়, তুমি ভেবোনা দাদা,…কিন্তু তাঁদের যে কথা দিয়ে এসেছি—

আলোকের মুখে এতক্ষণে হাসির রেখা ফুটিল। কহিল—বেশ তো, সেই ভদ্রলোককে আজ বিকেলে তুমি নিজে গিয়ে ধরে নিয়ে এস। তারপর দেখা যাবে।···ভালো কথা দীপু, গোটা কতক ঘুঘু এনেছি শিকার করে, তুমি নেমে এসো···ছ্যাখো কি কি মাল মশলা লাগবে—বাবুর্চ্চীকে একটু দেখিয়ে দাওগে, আমি একবার মায়াকে দেখিগে···

সহসা তাহাদের 'লনে' একখানি ট্যাক্সি থামিবার শব্দ হইতেই উভয়ে চমকিয়া চাহিল।

ট্যাক্সি হইতে একটি সুবেশা তরুণীকে নামিতে দেখিয়া আলোক উল্লাসের ভঙ্গীতে কহিল—দেখো দীপু, এইবার ভাল করে ঢাকায় যাও··· ওই তোমার বন্ধু ইরা সেন···আরে বিমুও যে এসেছে···ব্যাপার কী ?··· এসো তো দেখি···

আলোক দীপালীকে টানিতে টানিতে অতিথি-সম্বর্দ্ধনায় ছুটিল। খোলা সুটকেশ হইতে দীপালীর নিয়োগ-পত্রটা ফ্যানের হাওয়ায় তখন সমস্ত ঘরখানায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল।

চার

দক্ষিণের খোলা বারান্দার একধারে একটা বড় ধামায় ভরা গাছপাকা আম···মা মাঝখানে বসিয়া বঁটি দিয়া নিপুণভাবে কাটিয়া কাটিয়া নীতিশের রেকাবীতে দিতেছিলেন, গল্প শুনিতে শুনিতে নীতিশ একমনে তাহারই রস গ্রহণ করিতেছিল।···

জলের গামলাটায় হাতটা ধুইয়া মা কহিলেন—নিবারণ চক্কোত্তীর সে কী দম্ভ! বলে 'কুসুম-ডিঙে নাই বা হলো, হাতে যখন সুতো বেঁধেছে, ও বিয়ে তখন ধরে নাও হয়েই গেছে···মেয়ে পালিয়ে এসেছে, ও যাবে কোথায়, ওর মাথা ভেঙ্গে আজ রক্ত দেখবো'···ব'লে বাছা, মেয়েটাকে সত্যি সত্যিই তুই খুড়ো-খুড়ীতে মিলে চেলা কাঠের বাড়ি, সে কী মার!

নীতিশ একখানি আম তুলিয়া মুখে দিতে যাইতেছিল, মার কথা শুনিয়া তার হাত হইতে আমের টুকরাটা মাটীতে পড়িয়া গেল। বিস্মিত কণ্ঠে কহিল—তুমি দাঁড়িয়ে দেখলে মা, তখনই কেন প্রতিকার করলে না?

মা কহিলেন—সে কিরে—দাঁড়িয়ে দেখবো কি? আমি কি ছিলুম নাকি? গোপাল জ্যাঠা—ওই বিশু, মাখন ওরা সবাই এসে বল্লে—

নীতিশ কহিল—আচ্ছা খুড়ো-খুড়ী তো! পাত্তরটী কে?

মা মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—কে আবার, ওই অলপ্পেয়ে খুড়ো নিবারণ চক্কোত্তীর দ্বিতীয় পক্ষের হাবা-কালা শালা, গুণের আর শেষ নেই তার। তা, মেয়েরই বা দোষ দেব কি বাবা, অমন সোনার

প্রতিমে মেয়ে···কি দুঃখে সে হাবা-কালার গলায় মালা দিতে যাবে ?··· তা মেরে ধরে খুড়ো-খুড়ী তো ওকে একটা ঘরে চাবী দিয়ে রাখে, মেয়েটার এদিকে বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, কিন্তু বিপদের দিনে যাহোক সাহস দেখিয়েচে ! জানালার ভাঙ্গা গরাদে খুলে রাত্তিরে চুপি চুপি পালিয়ে এসে রূপগঞ্জের পচা পুকুরধারে দাঁড়িয়ে ছিল, বোকা মেয়ে বোধ করি জলেই ঝাঁপ দিত। ভগবান রক্ষা করলেন। আমি তখন রোজের মত পাড়ায় ওষুধ বিলি করে ফিরছি···ভিখনের হাতের লণ্ঠনটার আলো পড়তেই ও তখন সরে গিয়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ে, শেষে ভিখুতে আমাতে খুঁজে ওকে বার করি। ওর মুখ থেকে ব্যাপার শুনে, বাছা হাত-পা, আমার পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেল···ওকে ওর খুড়ো-খুড়ীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার মানে যমের মুখে তুলে দেওয়া ! আমি তো তখনই বাড়ী ফিরে রাতারাতি গুছিয়ে গাছিয়ে ট্রেনে চাপলুম। আহা, বাপ-মা নেই···তাই বাছার এত শাস্তি। আমি বল্লুম তুই আজ থেকে আমারই মেয়ে হ'লি মা, আমার ঘরেই চল্।···

নীতিশ জলের গ্লাসটা টানিয়া লইয়া হাত ধুইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কাজটা কিন্তু ভাল হলেও আইনের চোখে এটা দোষণীয়। ধরো ওর কাকা যদি ক্রিমিন্যাল স্যুট ফাইল করে—মেয়ে চুরির অপবাদ দিয়ে ?

মা গালের উপর হাত রাখিয়া ব্যঙ্গ ভরে কহিলেন,—ওর কাকা কেস্ কর্ব্বে ? পোড়া কপাল আমার···সে হল মহা কঞ্জুস, পিঁপড়ের মুখ থেকে চিনি কেড়ে খায়, সে কর্ব্বে টাকা খরচ ? ওরে তাকে আমি চিনি ···তুই মিথ্যে ভাবিসনে,—যদিই সে রকম কিছু হয়, তাকে কিছু টাকা ধরে দিলেই সে চুপ করে যাবে।···হ্যাঁরে, আর আম খেলিনে ?···খা—

খা, আর দু'টো পাকা দেখে কেটে দি? তোর তরু মাসীমাদের সেই বৌ-ভুলুনি গাছের আম রে···খুব মিষ্টি না?

নীতিশ মাথা নাড়িয়া কহিল—মিষ্টিই বল, আর টক্‌ই বল, আর একটা আমও আমি খাচ্ছিনে।

নীতিশ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। মা আমের ঝুড়িটা এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—পদ্মা, তোমার খাওয়া শেষ হলে একবার ওপরে এসো তো মা, এই আম কটা আর খানিকটা দুধ নিয়ে ঠাকুর আর বামাকে ভাতের ওপর দিয়ো।

···মার আহ্বানে ত্রস্ত হইয়া একটী গৌরী মেয়ে কুণ্ঠা-জড়িত পদে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

'পদ্মা' নামে মেয়েটীকে মানাইয়াছে ভাল। চমৎকার শ্রী!··· সকালের স্নানসিক্ত প্রভাত-পদ্মের মতই স্নিগ্ধ মুখখানি দু'পহরের মলিনতায় ঈষৎ ম্লান, তা ছাড়া তার দেহের কোনখানে অসুন্দরতার লেশমাত্রও নাই।

যৌবনের অটুট স্বাস্থ্যে ঢল ঢল মুখখানির চারিধারে কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলগুলি হাওয়ার ঝাপ্‌টায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, পরণে সদ্যধোয়া লাল পেড়ে সাড়ী, ছোট ছোট পা দুখানিতে কবে বোধহয় আলতা পরিয়াছিল,—আঙুলের ডগায়, নখের কোণে কোণে তারি অস্পষ্ট চিহ্ন।

মেয়েটীর চোখের দৃষ্টি বড় ভীরু, গলার স্বরেও তারি অল্প আভাষ।

পদ্মার হাতে আম কয়টা ও দুধের বড় কাঁসার বাটীটা তুলিয়া দিয়া মা কহিলেন—এগুলো ওদের দিয়ে তুমি ওপরে উঠে এসো মা,···বুঝলে?

মাথা নাড়িয়া পদ্মা আস্তে আস্তে নামিয়া গেল, একটু পরে যখন সে

উঠিয়া আসিল—তখন দেখিল দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া মা নীতিশকে বলিতেছেন—কইরে,—তোর সেই দীপালী বলে মেয়েটী তো এখনো এলোনা !

ঘরের দরজার পানে চাহিতেই নীতিশের চোখ পড়িল পদ্মার তুটী ভীরু চোখের অসহায় দৃষ্টির উপর।···মুহূর্ত্তে চোখ নামাইয়া কহিল—ওই নাও মা, তোমার মেয়ে এসেছে। তুমি বাপু তোমার মেয়ের সঙ্গে গল্প টল্প করো—আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। একবার প্রকাশের মেসের দিকে যেতে হবে, সে এলে তাকে পাবনায় পাঠাতে হবে।···

নীতিশের কথায় মা বাহিরের দিকে চাহিয়া পদ্মাকে কহিলেন—ভেতরে এসোনা মা, নীতিকে লজ্জা করলে চলবেনা, ওকে তুমি 'দাদা' বলে ডাকবে,···হ্যাঁ—বসো···

পদ্মা সঙ্কুচিত হইয়া মা'র পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল। মা সস্নেহে তার খোলা চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন—একরাশ চুল ! মেয়ে তো কোলে পাইনি, তাই মেয়ের অপূর্ণ সাধটা ভগবান তোমাকে দিয়ে মেটাবেন বলেই নীতি আমার এত দিন বিয়ে করেনি···বউ নিয়ে সাধ-আহ্লাদ যে কবে কর্ব্বো···চুলগুলো যে একেবারে ভিজে রয়েছে পদ্মা, ওই বারান্দার কোণে রোদ পড়েছে···যাও মা, নেড়ে চেড়ে শুকিয়ে এসো ···নীতি বেরুচ্ছিস ? আসবার সময় তুটো ক্লিপ নিয়ে আসিস তো।...

নীতিশের বড় হাসি পাইল, মা ওই পাড়াগাঁয়ের ভীরু মেয়েটীকে একদিনেই কায়দা-তুরস্ত করিয়া তুলিতে চান। চুলে ক্লিপ্ আঁটিয়া পায়ে শ্লিপার পরিয়া ও যদি দীপালীদের মত মেয়েদের সুমুখে দাঁড়ায়, তাহলে ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখিয়া তাহারা হাসি লুকাইবে কোথায়···



দীপালী

…তার চেয়ে ও যদি লালপেড়ে শাড়ীর আঁচলটুকু গলায় জড়াইয়া সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে লইয়া তুলসীর মূলে ভক্তিভরে প্রণাম করে, তখন নীতিশ চাই কি একখানা ছবিও আঁকিয়া লইতে পারে।…

কিন্তু মা'র সাধ—ওই ভীরু মেয়েটীকে সং সাজানো—ধেৎ…!

নীতিশ কহিল—আচ্ছা মনে থাকে তো আনব। বলিয়া ফট্ ফট্ করিয়া জুতার শব্দে বারান্দা কাঁপাইয়া নামিয়া গেল।

পাঁচ

রাস্তায় দাঁড়াইয়া নীতিশ খানিকক্ষণ এধার ওধার অনাবশ্যক ভাবেই ঘুরিল। তার উদ্বেগ-ব্যাকুল দুটী চোখের দৃষ্টি পথের পথ-চলা পথিকের ভীড়ের মাঝে কী যেন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। নিতান্ত অন্যমনস্কের মত সে অবশেষে চলা সুরু করিতেই, দূর হইতে কাহার মিষ্ট অথচ শিশুর কচি গলার তীক্ষ্ণ কোমল আওয়াজের মত স্বর ভাসিয়া আসিল—নীতিশ বাবু, এই রোদ্দুরে কোথায় চলেছেন? একটা ছাতা পর্য্যন্ত সঙ্গে নেননি' বাঃ…

গলার স্বরে চমকিয়া নীতিশ অদূরে চাহিয়া দেখিল—সুমুখের থামিয়া-পড়া ট্রাম হইতে দীপালী নামিতেছে।

এত কাছে…আর নীতিশ চারিদিকে খুঁজিয়া মরিতেছে! নীতিশ আগাইয়া আসিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কহিল—দীপালী দেবী, বেশ—এতক্ষণ পরে বুঝি এখানে আসার কথা মনে হল?…সকালে মা…

দীপালী বাধা দিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া ক্ষুন্ন স্বরে কহিল,—দাঁড়ান নীতিশ বাবু, আগে আমায় কথাটা শেষ করতে দিন,…আপনি এর জন্যে অনুযোগ করতে পারেন…কিন্তু নীতিশ বাবু, চুক্তিভঙ্গের অপরাধের জন্যে অপরাধী ক্ষমা প্রার্থনা করছে, ক্ষমার যোগ্য কিনা সে বিচার আপনি করুন।

দীপালী সরিয়া নীতিশের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ—সে আবার কী দীপালী দেবী? কথাটা খুলে বলুন দয়া করে,—কিছু বুঝলাম না তো—

নীতিশ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল।

দীপালী নতনেত্রে কহিল…সমস্ত সঙ্কল্প আমার পণ্ড হয়ে গেল নীতিশ বাবু, আমি যদি কালই ঢাকায় চলে যেতুম…

নীতিশ কহিল…'চলে যেতুম' বলছেন কেন দীপালী দেবী, আপনি কি তাহলে আমাদের সেবাসদনে যোগ দেবেন না?

দীপালী মাথাটা হেলাইয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল,—না নীতিশ বাবু, ভালবাসার বাঁধনটা এত শক্ত যে, টেনেও ছিঁড়িতে পারলুম না…চলতে না পারার যা কষ্ট, সে তো আপনি বুঝতে পারছেন না নীতিশবাবু, সে শুধু…যাক্, কিন্তু, কথা দিয়ে কথার মর্য্যাদা রাখতে পারলুম না, এত বড় অপরাধটা ভুলি কি করে!

নীতিশের অন্তরটা যেন সহসা অতর্কিত বেদনার ঘায়ে টনটন করিয়া উঠিল। সে অর্থহীন উদাস দৃষ্টি মেলিয়া দীপালীর মুখের পানে চাহিল। দীপালীর কথায় সে কি জবাব দিবে?…দীপালীর সহিত পরিচয় তো তার মাত্র কয়েক ঘণ্টার। সেই পরিচয়ের দাবীতে সে তো দীপালীকে জোর করিয়া কহিতে পারে না যে, তুমি এমন করিয়া সরিয়া যাইও না—আমার তাতে বড় কষ্ট হইবে!

দীপালীর উপর তাহার অধিকার কিসের?

খানিকটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুষ্ককণ্ঠে নীতিশ কহিল—অপরাধ কিসের দীপালী দেবী, আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে, আপনার মত কর্ম্মী পেলুম না…যাক্…আপনি বাড়ীর ভেতর আসুন, এখানে রোদের

তাতে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভই নেই। মা এসেছেন, দেখা করবেন না?

দীপালী আগ্রহের সহিত কহিল—নিশ্চয়ই। মার সঙ্গে দেখা করব বলেই তো এই দুপুরে ছুটে এলুম। চলুন···আমার যাওয়া যে কেন হল না সব বলছি।

তারপর মৃদু হাসিয়া পুনরায় দীপালী কহিল—আর একটা কথা নীতিশ বাবু, আমার দাদা এসেছেন, তিনি আমাকে ভার দিয়াছেন—আপনাকে আজ আমাদের ওখানে ধরে নিয়ে যেতে···যেমন করেই হোক।

নীতিশও হাসিল। কহিল—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ বিকেলে গিয়ে একটু চা'টা খাবেন, আর দাদার সঙ্গে আলাপ করে তাঁর অনিবার্য্য কৌতূহলটা মিটিয়ে দিয়ে আসবেন,··· যাবেন?

নীতিশ স্মিত মুখে বলিল—বেশ তো, যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই, কিন্তু অনিবার্য্য কৌতূহলটা কি দীপালী দেবী?...আমার মত মানুষকে তিনি দেখবার জন্যে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এ কথাটা শুনেও আমার সুখ আছে, কি বলেন?

সিঁড়ির ধাপে পা রাখিয়া দীপালী ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল—আছে বৈ কি—আপনাদের মত দেশপ্রেমিক লোক দেখবার জিনিষ—মানে ভক্তি করবার জিনিষ···। আপনারা শুভক্ষণে জন্ম নেন নীতিশ বাবু। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেখুন না, আমরা নারী, সেবাপরায়ণা, দয়া মায়া মমতা এতগুলি গুণের আধার, অথচ আমাদের দেখবার জন্যে কেউ প্রত্যাশা করে বসে থাকে না, এটা কি কম আপ্‌শোষ!···

নীতিশ উঠিতে উঠিতে আপন মনেই সহসা কহিয়া উঠিল—না,

আপনি ভারী জানেন—আপনার জন্যে কেউ প্রত্যাশা করে বসে ছিল কি-না।—

মুখ হইতে কথাটা বাহির হইতেই নীতিশ লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। তাহার হইল কি? এমন অসংযত মন তো তার আগে ছিল না..! দীপালী দেবী না জানি তাহাকে কী অভব্যই না ভাবিলেন!

দীপালীর কানেও কথাটা গিয়াছিল—কিন্তু সে তাহার উত্তরে স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল—যাক্, তাহলে আমার অন্ততঃ আপ্‌শোষের কারণ নেই···আজ তাহলে তো আপনাকে খুব জব্দ করেছি···?

বারান্দায় যখন উভয়ে উঠিল, তখন নীতিশের শোবার ঘরের খোলা জানালাটায় দাঁড়াইয়া মা যেন কাহার উদ্দেশে কহিতেছিলেন—তা বলে তো মা হ'য়ে ফেলে আসতে পারি নে। দেখা যাক—ভাল ঘর বর পাই তো বিয়ে দোব, নইলে আমার এই লক্ষ্মীপ্রতিমা আমারই ঘরের লক্ষ্মী হয়ে ঘর আলো করে থাকবে। এমন পদ্মফুলের মত সুন্দর মুখ আমার নীতিশের সঙ্গে—

কথা বলিতে বলিতে মাতা সুমুখেই নীতিশকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বাহিরে আসিয়া দীপালীর চিবুকে হাত দিয়া কহিলেন—এস মা, সেই সকালে এসে অবধি আমি নীতিকে হাজার বার জিজ্ঞেস করছি যে তুমি কখন আসবে।···

কথা ত নয় যেন আগুনের ফুল্‌কী...

ঘরে ঢুকিবার মুখে নীতিশ মা'র কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিল। তার দুইটা কান যেন পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল। বিরক্ত ভাবে পর্দ্দাটা তুলিয়া কহিল—ঘরে আসুন দীপালী দেবী!

দীপালীর কানেও মার কথা কয়টী পশিয়াছিল, সে বেশ একটু বিস্ময়ের সহিত ঘরের ভিতর দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া দেখিল, সুন্দর সুশ্রী একটী অল্পবয়সী মেয়ে ঘরের বড় আলমারীটার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুটী গালে তার লজ্জার লালিমা।

দীপালী হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল।

সারা দেহে একরাশি লজ্জা মাখিয়া খোলা দরজা দিয়া পদ্মা সেই মুহূর্ত্তে বাহিরে ছুটিয়া পলাইল।

কত বড় অপরাধ যেন সে ইহাদের কাছে করিয়া ফেলিয়াছে! মা হাসিলেন, কহিলেন—পাগলী কোথাকার···এতো লাজুক!···

নিরালা বারান্দার এক কোণে আসিয়া পদ্মা যেন হাঁফ ছাড়িল। বনের ছাড়া পাখীটি সেখানকার হাজার অসুবিধার মাঝেও, আপন মনে শীষ দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল···কলিকাতার এই বদ্ধ ঘরের ভিতরে আসিয়া এই সারা বেলাটুকুতেই সে যেন হাঁফাইয়া পড়িয়াছে!

না আছে সেই মুক্ত আকাশ, না আছে সেই পাড়াগায়ের শ্যামল বনের অপরূপ স্নিগ্ধ শোভা-সরসতা।

পদ্মা বারান্দায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া উপরের দিকে চাহিল! মাথার উপর চারকোণা ছোট্ট আকাশখানি···চারিদিক ঘিরিয়া পাঁচিলের পর পাঁচিল, বাড়ীর পাশে বাড়ী···মাগো! কলিকাতার লোকগুলা এই খাঁচার মধ্যে থাকে কি করিয়া—দম বন্ধ হইয়া যায় না!

পদ্মার চোখের সামনের ছোট্ট আকাশখানি সহসা দেখিতে দেখিতে বহুদূরের ফেলিয়া-আসা প্রান্তর-বুকের সেই অবাধ-মুক্ত অসীম আকাশ-খানির মত বড় হইয়া উঠে···সে যেন ইসারায় হাতছানি দিয়া পদ্মাকে ডাকে—ফিরিয়া আয়···

দীপালী

খাঁচার পাখীর বুকে রুদ্ধ একটা মূক বেদনা···বাহির হইবার জন্য আঁকুপাঁকু করে···

রৌদ্রতপ্ত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দুটী চোখ যখন জলে ভরিয়া আসে, ঘর হইতে তার কানে মা'র স্নেহ আহ্বান আসিয়া পৌঁছায় —পদ্মা, কোথায় গেলে মা, ঘরে এস।

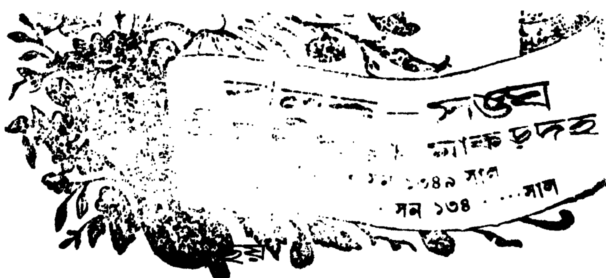
পদ্মা চমকিত হইয়া উঠে। মা যদি সে সময় না থাকিতেন তাহা হইলে এতক্ষণে পদ্মা কোন্ রাজ্যে থাকিত কে জানে? পচা পুকুরের জলে মরিয়া যখন সারা অঙ্গ তার ফুলিয়া ভাসিয়া উঠিত, রাজ্যের লোকের নগ্ন দৃষ্টির সামনে তার বীভৎস বিকৃত দেহখানির না জানি কী অবস্থা ঘটিত! নিজের সুন্দর তনুলতার পানে চাহিয়া পদ্মা আপন মনে শিহরিয়া উঠিল।

পদ্মা ঘরে ঢুকিতেই মা বলিলেন—এই যে মা—পদ্মা, বামুন ঠাকুর এখনো আসেনি বুঝি?···আসেনি? আচ্ছা তুমি ওই বারান্দার কোণ হ'তে ষ্টোভ্‌টা এনে ধরাও তো, আমি নীচে থেকে ঘী-ময়দাটা বের করে আনি। এদের জন্য খান কতক লুচি আর দু'চার খানা ভাজি আর একটু চা করে দাও।

দীপালী মাথা নাড়িয়া আপত্তির সুরে কহিল—আমি যে এক্ষুণি খেয়ে আসছি মা, আবার কেন ওসব হাঙ্গামা—

মা হাসিলেন, কহিলেন—পাগল মেয়ে! তোমার সে 'এক্ষুণি' যে অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে মা, তা হোক—বেশী না একটুখানি মিষ্টিমুখ না করে গেলে আমি মনে বড় কষ্ট পাব, ব'স মা, আমি আসচি—

মা চলিয়া গেলেন। এদিকে পদ্মা তখন ষ্টোভ্‌টা লইয়া বিষম মুস্কিলে পড়িয়াছে। আসলে সে রূপগঞ্জের ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরে এই



নীতিশকে লইয়া দীপালী যখন ফিরিল, তখন টেনিস-কোর্টে ইরা, ইরার দাদা বিমান আর আলোকের খেলা খুব জমিয়া উঠিয়াছে। দীপালীকে দেখিয়া ইরা ব্যাট হাতে করিয়াই চঞ্চল-চরণে ছুটিয়া আসিল। দীপালীর কাঁধের উপর বাঁ হাত খানি রাখিয়া অভিমানের সুরে কহিল—বেশ মেয়ে ভাই তুমি, 'এই আসছি ব'লে একেবারে সারা বেলাটা কাটিয়ে,…একটা সুখবর আছে, এদিকে আয় বলছি—

দীপালী ইরার হাত ছাড়াইয়া বলিল—একটু দাঁড়া ভাই, নীতিশ বাবুকে দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে আসি…তারপর তোর যত সুখবর আছে শুনবো।

নীতিশকে ইরা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, এতক্ষণে চোখ তুলিয়া দেখিতেই ইরার দুই গালে লজ্জার লাল আভা ফুটিয়া উঠিল।

দীপালী নীতিশের দিকে তাকাইয়া হাসিমুখে কহিল—নীতিশবাবু, ইনি আমার বন্ধু ইরা সেন, ভারী বক্‌তে পারে, আপনার সঙ্গে আলাপ হলে দেখবেন ওর কথার সঙ্গে কথা জুগিয়ে আপনি পেরে উঠবেন না,…আসুন, দাদা এখনো খেলাতেই মত্ত রয়েছেন দেখছি।

নীতিশ হাসিয়া ইরাকে নমস্কার করিয়া দীপালীর সঙ্গ লইল। নীতিশকে দাদার দলে ভিড়াইয়া দীপালী ফিরিয়া আসিয়া ইরার দিকে চাহিয়া কহিল—এবার তোমার 'সু'—'কু' কি সংবাদ আছে নিশ্চিন্তে বলতে পারো,—আমি বসি…

দীপালী

শ্রান্তিতে ইরার কপালে—নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে···সুগন্ধি রেশমী রুমালে কপালটা মুছিয়া কহিল—দাঁড়া ভাই বলছি,—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

লনের ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট বেতের টেবিলে পরিশ্রান্ত অভ্যাগতদের জন্য মিষ্টান্নভরা প্লেট সাজানোই ছিল, ইরা একটা প্লেট হইতে একটী সন্দেশ লইয়া মুখে ফেলিতেই একটা কাঁচের গ্লাসে বরফ মিশানো লেমনেড লইয়া বেহারা আসিয়া দাঁড়াইল। লেমনেডটা খাইয়া ইরা আসিয়া সখীর পাশে বসিয়া টিপিয়া টিপিয়া কহিল—দীপা, লক্ষ্মী মেয়েটী, তবে না জানতুম তুমি কারুর ভালবাসায় পড়নি!···আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখে লাভটা কি তোমার ভাই? শত্তুর তো নই, যে হিংসেয় জ্বলে উঠ্‌বো!

দীপালী অবাক হইয়া ইরার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—বারে মেয়ে ···দোষ দিলেই হল? ভালবাসায় পড়লুম কার—আর কবে—সে তো দেখছি আমার চেয়ে তুই-ই বেশী জানিস! সত্যি ইরা, বলনা ভাই— আমি কার ভালবাসায় পড়েছি?

ইরা রাগিয়া কহিল···আহা ন্যাকা মেয়ে! কিচ্ছুটী জানেন না! তোমার নীতিশ বাবুটী কে মশাই?

—নীতিশবাবু? ওঃ—তোর ধারণাশক্তি যে এত প্রখর, এ্যাদ্দিন তো তা জানতুম না ইরা? দূর পাগলী,—নীতিশ বাবুর সঙ্গে মোটে আমার দু'তিন দিনের আলাপ···তা এরই মধ্যে ভালবাসব কিরে?

ইরা দুই চোখ নাচাইয়া মুখ ঘুরাইয়া কহিল—হয়গো মশাই হয়, ভালবাসা এক নজর দেখতেই হয়,—বল্লেই হ'ল কি-না!—অমন সুন্দর দেখতে···আচ্ছা না হয় নাই বল্লি—টের তো পাবোই একদিন,···তারপর

আমার বিয়েতে তুই যাচ্ছিস কি না তা বল? আমি তোকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

দীপালী যেন আকাশ হইতে পড়িল! বিস্ময়ভরা কণ্ঠে কহিল—বিয়ে! তোর? ইরা তুই বিয়ে কর্চ্ছিস?

ইরা দীপালীর কাঁধে একটা মৃদু ঠেলা দিয়া কহিল—এতে অবাক হবার কিছু কারণ নেই দীপ্। কারণ, এমন দিন একদিন তোমারও আসবে,…আসবে কি, হয়ত এগিয়েই এসেছে।…নীতিশবাবু তোর বর হ'লে বেশ হয় ভাই—

দীপালী আরক্ত হইয়া ইরাকে একটা ধমক দিয়া কহিল—কি সব যা তা বকছিস ইরা?…আচ্ছা, কলেজে থাকতে আমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—মনে আছে ইরা?

ইরা মাথাটা কাত করিয়া কহিল—হ্যাঁ—খু-উ-ব! তা আবার মনে নেই? আমি, তুই, মনিকা, রেবা সব্বাই মিলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—যে, বিয়ে আমরা মোটেই করবোনা। কিন্তু সত্যি কথা বল দেখি দীপ্—কলেজের ছাত্রীটির মত এখনো কি সেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখ্লে চলে? একদিন না একদিন বিয়ে তো করতেই হবে—না হয় শীগ্গীরই করলুম।

দীপালীর বুকে একরাশ চোখা চোখা কথা ঠেলিয়া উঠিল,—এই সব, লঘু-প্রকৃতির মেয়েদের কাছে ইহা ভিন্ন আর পরিণামের কত প্রত্যাশা করা যাইবে?

সে কহিল—তা জানি, সলিল রায়ের হাত এড়াতে কি তুমি পারবে? …আচ্ছা ইরা, বিয়ে করে তুই কি করবি?

ইরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল—বেবি! বিয়ে করে

আর সব মেয়েদের মত 'স্ত্রী' হব, 'মা' হব—অপরিপূর্ণ জীবনকে পূর্ণতার আনন্দে ভরিয়ে তুলব, আবার কি করবো? কিন্তু সত্যি কথা দীপ, বল দেখি, তুই কি ভেবেছিস জীবনে মোটেই বিয়ে করবি না?

দীপালী সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল—কোন কালেই নয়। বিয়ের নামে জীবনজোড়া বন্ধনকে সাধ করে ফাঁসির মত গলায় পরবো আমি? তুই দেখে নিস ইরা, যদি সে রকম দিন কোন দিন আমার আসে, তাহলে আমি এই ভারতবর্ষ ছেড়েই পালাবো। আমি চাই মুক্ত স্বাধীন—অবাধ আনন্দভরা জীবন···ঘরের কোণে খাঁচায়-পোরা পাখীর মত বাইরের প্রচুর আলো-বাতাস উদার আকাশের পানে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলব, সংসারের নানা ঝঞ্চাট পায়ে পায়ে দেবে শিক্‌লি এঁটে··· সে রকম জীবন আমি কামনা করি না ভাই।···আমি যেন আমার স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রেখেই চলতে পারি।

ইরা এবার হাসিল না, দীপালীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—বুঝলুম, কিন্তু এ নিয়ে কাব্যি করা পোষায়। কিন্তু রক্তমাংসে গড়া মানুষ ওই নীরস শুক্‌নো বৈচিত্র্যহীন জীবন নিয়ে বাঁচবে কি করে ভাই?

দীপালী সহাস্যে কহিল—আমি তো তাই চাই ইরা, আমার বাঁচার আয়ু ওরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে যে!

—তা থাক, অত বড় বড় কথা আমার ভাল লাগে না, মোটেই না। মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি 'স্ত্রী' হব না 'মা' হব না, তবে আর জীবনের সার্থকতা কিসে—? তুমি ভাই সৃষ্টিছাড়া মেয়ে, নিজের চারিদিকে রহস্যের জাল বুনে তার মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাও!···তুমি

কি বলতে চাও—এ পণ তোমার আজীবন টিক্‌বে? জীবনে কাউকে তুমি ভালবাসবে না?

ইরা রাগ করিয়া অদূরে চাহিয়া দেখিল—তাহার দাদা আলোক ও নীতিশ খেলা শেষ করিয়া গল্প করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছে। ইরা লক্ষ্য করিল, নীতিশ কথা কহিতে কহিতে সকলের অলক্ষ্যে দীপালীর মুখের উপর তাহার সলজ্জ-চকিত দৃষ্টিটা বুলাইয়া লইতেছে। ইরা চাহিতেই নীতিশ ধরা পড়িয়া লজ্জায় মাথা নামাইল।

ইরা হাসি চাপিয়া ফিরিয়া বসিতেই দীপালী কহিল—জীবনে কাউকে ভালবাসব না বলে এমন প্রতিজ্ঞা তো কোনদিন করিনি ইরা, হয়ত ভালবাসার মত মানুষটী পেলে ভালও বাসব, কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ের কোন সম্পর্ক থাকবে না।···সে কথা যাক, তোর সলিল রায় এখানে পৌঁছুবেন কোন তারিখে রে?

ইরা মৃদুকণ্ঠে কহিল—বোম্বে থেকে টেলি করেছেন, ফার্ষ্ট জুন এ; —"সেকেণ্ড জুনে আমাদের বিয়ে···নিজে বিয়ে না কর্ত্তে চাও: করো না —কিন্তু আশা করি আমার বিয়েতে যোগ দেবে"···

দীপালী ইরার গালটা একটু টিপিয়া কহিল—দেবো গো দেব। বাবা, বিয়ের নামে আনন্দ যে ধরছেনা তোর ইরা!···

ইরা চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল—নাঃ—সব্বাই তো তোমার মত বিয়ের নামে 'রণং দেহি' মূর্ত্তি ধরে' নেই···আমরা এই পৃথিবীরই মানুষ,···ওই দেখ দাদা এসেছেন, আমরা ভাই এবার চলি; কারণ এখান থেকে যেতে হবে সিপ্রা দি'র বাড়ী, সেখান থেকে মার্কেট। তারপর এধার ওধার একটু আধটু ঘুরতেই রাত হয়ে যাবে,···তোর কিন্তু যাওয়া চাই-ই দীপা, নইলে আমার বিয়ের সব আনন্দই মাটী, বুঝলি?

দীপালী

দীপালীর হাতখানা ধরিয়া একটু কোমলভাবে চাপ দিয়া ইরা বিদায় লইল।

অনেকক্ষণ তার গমনপথের দিকে অন্যমনস্কের মত চাহিয়া থাকিয়া দীপালী উঠিয়া যেখানে আলোক ও নীতিশ বসিয়া গল্প করিতেছিল সেইখানে আসিয়া একখানা বেতের চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

কথায় কথায় রাত যে কতখানি পায়ে পায়ে আগাইয়া গিয়াছিল, নীতিশের তাহা খেয়ালই ছিল না। আজ তার জীবন যেন নূতন পথে যাত্রা স্থরু করিয়া দিল। বালীগঞ্জ সোসাইটীতে সে বড় একটা মিশিত না—পারত পক্ষে সে ইহাদের প্রাণপণে এড়াইয়াই চলিত। আজ সে ইহাদের সমাজে প্রাণ খুলিয়া মিশিবার স্থযোগ পাইয়া মনে মনে প্রচুর আনন্দ উপলব্ধি করিল। সে ভাবিল, বাহির হইতে ইহাদের দেখিয়া আগে সে কত কি না ভাবিত। আজ দেখিল, ইহারা 'পর'কে 'আপন' করিয়া লইতে জানে, ইহাদের সহিত মিশিয়া, দুইটা কথা কহিয়া আরাম আছে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নীতিশ বিদায় লইয়া উঠিল। দীপালী খানিকটা পথ আগাইয়া আসিয়া কোমল স্থরে কহিল,—কাল আবার এখানে আসছেন তো নীতিশ বাবু?

নীতিশ চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দীপালীর পানে ক্ষণেক চাহিয়া কহিল—'আসব' বলে যাচ্ছি দীপালী দেবী, কিন্তু ডাক্তার মানুষের বিপদ ওইখানে, কথা দিয়ে কথা রাখাটা সব সময় হয়ে ওঠে না, —কালকে আসবার জন্যে চেষ্টা যে করবো না তা নয়, কিন্তু বাইরে থেকে ডাক এলে বোধ হয়···আচ্ছা নমস্কার···

নীতিশ কয়েক পা আগাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দীপালী

তখনো সেই একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। নীতিশকে ফিরিতে দেখিয়া দীপালীর চমক ভাঙ্গিল। স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"ফিরে এলেন যে নীতিশ বাবু, কিছু কি ভুলে গেছেন ?"

নীতিশ কহিল—না, ভুলে যাবার মত সঙ্গে কিছুই তো আনিনি।··· দীপালী দেবী, একটা কথা বলবো, যদি অভয় দেন···

দীপালী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—বলুন না কি বলবেন। এর জন্যে অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন নীতিশ বাবু ?

নীতিশ গলার স্বরটা খুব কোমল করিয়া কহিল—আমার এখানে আসার ব্যাপারটা তো শুন্‌লেন, আমি বলছিলুম, কাল আপনি যদি আমার ওখানে দয়া করে আসেন, তাহলে—

বুক হইতে ভারী একখানা পাথর নামিয়া গেল। নীতিশের কথা বলিবার প্রারম্ভে আড়ম্বর দেখিয়া দীপালী মনের যে ক্ষীণ শঙ্কাটুকু জাগিয়াছিল, কথা শুনিয়া তাহা নিমেষেই উড়িয়া গেল। সে মাথা নাড়িয়া মিষ্টি গলায় কহিল—যাব,—নিশ্চয়ই। সেখানে আমি মার স্নেহ পেয়েছি যে নীতিশ বাবু, আপনি অত করে না বল্লেও আমি ঠিক কাল গিয়ে হাজির হতুম।

—"আচ্ছা"···বলিয়া নীতিশ প্রফুল্ল মনে চলিয়া গেল।

নীতিশ বলিয়া গেল যে বটে ভুলিয়া যাইবার মত জিনিষ সে সঙ্গে কিছুই আনে নাই,—কিন্তু ওখানেই তার এতটুকু ভুল রহিয়া গেল··· দীপালীর কাছে বিদায় লইয়া সে যখন পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার ভোলা-মনের সবখানিই যে বালীগঞ্জেই ভুলিয়া রাখিয়া আসিল—সে খেয়ালতখন তাহার হইল না—হইল কিছু পরে।

দীপালী

...পদ্মার সেদিন তিলমাত্র বিশ্রামের অবসর ছিল না, নীতিশ দীপালীকে লইয়া বাহির হইয়া যাইতেই সে উপরে উঠিয়া আসিল। ঘরের এঁটো বাসনগুলি নিজেই সরাইয়া কলতলায় গিয়া সেগুলি মাজিয়া ধুইয়া রান্নাঘরে রাখিয়া নীতিশের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।...

সারা ঘরখানি অগোছাল, টেবিলের উপর রাশীকৃত বই স্তূপাকারে ঢালা, যখন ইচ্ছা হইয়াছে সেই বইখানিই র‍্যাক হইতে টানিয়া টেবিলে ফেলিয়াছে। পরে তাহা গুছাইয়া রাখিবার অবসর হয় নাই, দেওয়ালের গায়ে বড় আয়নাখানার উপরে একপুরু ময়লা, ফটোগুলির পিছনে পিছনে আশেপাশে ঝুল জমিয়াছে। পদ্মার বড় হাসি পাইল, ঘরে এত মূল্যবান সাজসজ্জা, কিন্তু কী অযত্নেই না পড়িয়া রহিয়াছে! পদ্মা তাহার খুড়ার সেই মাটীলেপা ঘরখানিই না কি পরিচ্ছন্ন রাখিত!

পদ্মা আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া ঝাঁটা হাতে গৃহ সংস্কারে মন দিল।...

সারা গায়ে ধূলা মাখিয়া সে যখন গা ধুইবার জন্য কলতলায় নামিল, তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিতেছে।

সাবান মাখিয়া গা ধুইয়া একখানা ধোয়া লালপাড় সাড়ী পরিয়া সে মা'র অগোচরে পা টিপিয়া টিপিয়া নীতিশের ঘরে আসিয়া বড় আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইল। সদ্য-মোছা নির্ম্মল আয়নার বুকে তার স্বগঠিত স্বকুমার তনুলতাখানি ফুটিয়া উঠিল। আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই মুগ্ধ হইয়া পদ্মা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

তাহার এই অফুরন্ত অপরিসীম সৌন্দর্য্যের কাছে দীপালীর শ্যামরূপ কি অতি তুচ্ছ নহে?

মায়ের সেই অর্দ্ধসমাপ্ত কথাটুকু তাহারও কাণে গিয়াছিল, শুধু কাণে নয় মরমেও পশিয়াছিল...হয়ত তাহা সম্ভবপর নহে, স্বপ্নই...

কিন্তু সে স্বপ্ন বড় মধুর, পদ্মা সেই স্বপ্নের ঘোরেই আচ্ছন্ন থাকিতে চাহে, তাই অবসন্ন-দিবালোকে নিজ ঘরে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিয়াও অকস্মাৎ পুলকের অপূর্ব্ব শিহরণে পদ্মার সর্ব্ব অঙ্গ শিরশির করিয়া উঠিল।

যে কথাটুকু শুনিয়া পদ্মার এত আনন্দ, সেই কথাটুকু পদ্মাকে কল্পনার মায়াময় রথে তুলিয়া লইয়া অনেক অ—নে—ক দূরে চলিল…

পথ যেন অফুরন্ত…

হৃদয়ের শূন্য শুভ্র পটখানিতে তুলির কয়েকটা আঁচড় পড়িল…কাহার সুন্দর সহাস-আনন স্পষ্ট বুঝা যায় না…পদ্মা ডুবিয়া গেল।

সাত

রাত সওয়া নয়টা বাজিয়া গেল, নীতিশের দেখা নাই, দশটাও বাজিয়া গেল, পদ্মাকে মা ডাকিয়া কহিলেন,—খাইয়া যাও।

পদ্মা খাইলনা, কহিল—কাল সারারাত আপনি জেগে এসেছেন মা, আপনি একটু ফলমূল যা হোক কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ুন, উনি এলে আমি খাবার বেড়ে দেব'খন—আর আমার খিদে পেলেই খাব, একটু পরে—

'উনি' কথাটা বলিবার সময় পদ্মার গলার স্বর সহসা কেন যে বাধিয়া বাধিয়া গেল, মা অতটা লক্ষ্য করিলেন না, পথশ্রমের কষ্টে যে ক্লান্তি তার জাগেনি তা নয়, তবু স্নেহাধিক্য বশতঃ মা দু'চার বার আপত্তি করিয়া শেষে পদ্মার কথাই রাখিলেন।

মার খাটে মশারীটা ফেলিয়া দিয়া পদ্মা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল,—অনেকক্ষণ পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল ঘুমে যেন তাঁহার দুই চোখ জড়াইয়া আসিতেছে, সারারাত সেও তো কাল দুটি চোখের পাতা এক করে নাই।

নীতিশের খাবারটা সযত্নে ঘরের মেঝেয় ঢাকা দিয়া রাখিয়া, একখানি আসন বিছাইয়া খালি মেঝেতেই পদ্মা হাতের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।—কী আরাম! দুই চোখ মুদিয়া সে যেন ক্রমশঃ পাতাল-পুরীর ভিতর নামিয়া যাইতেছে—আস্তে—আস্তে—আরও নীচে…পদ্মা কি তলাইয়া যাইবে!…

—না ঘুমাইয়া একটু আরাম করিবার জো কি তাহার আছে, ওই

স্বপ্ন-ভীতিটা তাহার যেন দূর আর হইতেছিল না। তাহার পরে নিজেকে সম্বরণ করিয়া নীতিশকে সম্বোধন করিয়া সে কহিল—আপনি খেতে বসুন আগে।

নীতিশ পাঞ্জাবীটা খুলিয়া র‍্যাকে রাখিতে রাখিতে কহিল—আমি যে খেয়েই আসছি পদ্মা, আর খেতে পারবোনা। ও সব অমনিই ঢাকা থাক্।

পদ্মার মুখখানি সহসা বিমর্ষ হইয়া গেল। হেঁট হইয়া সে খাবারের থালাটা উঠাইয়া লইতে লইতে আপন মনেই কহিল—একেবারে কিচ্ছু না খেলে মা হয়ত রাগ করবেন।

নীতিশ হাসিয়া কহিল—না পদ্মা, মা কখনো আমার ওপর রাগ করেন না, তবে আর কেউ যদি করে···কি বল? ভাল কথা, রাত তো প্রায় এগারটা বাজে, তোমার খাওয়া হয়েছে?

পদ্মা নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীতিশ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এত রাত পর্য্যন্ত খাওনি কেন পদ্মা? ও হো, ঠিক, ঠিক,..আমি খাইনি বলে—না? বাড়ীর পুরুষদের খাওয়া না হ'লে তোমরা খেতে পাও না...এ বড় অন্যায় কোরেছ পদ্মা, আমার খাওয়া এই রকমই···ঠিক থাকে না। আজ যা কোরেছ, কোন দিন আর এমন কোরে শুকিয়ে থেক না···আচ্ছা পাগল তো! থালাটা সরিয়ে আন ত' পদ্মা,—দেখি?

নীতিশের কাছে পদ্মা থালাটা সরাইয়া আনিতেই সে বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল—এত রান্না হয়েছে! এটা কি, মাংস···ঠাকুর আজ কোরেছে কি?

নীতিশ একখণ্ড মাংস মুখে ফেলিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল—

উঁহু, রান্নাটা তো ঠাকুরের শ্রীহস্তের মত লাগছে না ঠিক, পদ্মা, আজকের রান্না তুমি নিশ্চয় রেঁধেছ, নয় ?

পদ্মা মাথা নাড়িয়া কহিল,—হ্যাঁ, ভাল হয়েছে ? আমি ভাল রাঁধতে জানি না, মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

নীতিশ একটু গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল—পদ্ম', বিনয়ে দেখছি তুমিও কারুর চেয়ে কম নও,…'মা দেখিয়ে দিয়েছে'… দেখিয়ে দিলেও ভাল রাঁধুনী না হ'লে রান্না এত সুস্বাদু হয় না…এই দেখ, খাব না খাব না করেও মাংস তোমার আধ-বাটীর ওপর খেয়ে ফেল্লুম…এইবার তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়গে, কেমন ?

কৃতজ্ঞতায়, রান্নার প্রশংসার আনন্দে পদ্মার বুক ভরিয়া উঠিল। এমন মিষ্টি কথা সে জীবনে আর কোন দিনই শুনিতে পায় নাই… সমবেদনা…স্নেহ ভালবাসার অভাবে যে জীবন তাহার এতদিন শুষ্ক— দুঃসহ বলিয়া বোধ হইত, আজ যেন পদ্মার মনে হইল সহসা তাহা সার্থকতার মধুর রসে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিতেছে !…

পদ্মা থালা-গ্লাস পাশের ঘরে রাখিয়া আসিয়া ছোট্ট একখানি ফুলকাটা কাঁচের পিরিচে করিয়া দুটী বড় এলাচ, গোটা কতক লবঙ্গ ও পানের মসলা নীতিশের টেবিলে রাখিয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—আর আপনার কিছু দরকার আছে কি ?

নীতিশ একমনে কি যেন ভাবিতে ছিল, পদ্মার কথায় চমকিয়া উঠিয়া কহিল—না না, আর কিছু দরকার নাই আমার, এবার তুমি খেয়ে নাওগে, রাত কত হ'ল সে খেয়াল আছে ?

পদ্মা মৃদু হাসিয়া অন্তর্হিত হইল।

সকালে উঠিয়া নীতিশ মুখ ধুইয়া দাড়ী কামাইবার উদ্যোগ করিতেছে,

পদ্মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার চা এখন ক'রে আনব?—মা বল্লেন—

নীতিশ পদ্মার দিকে হাসিমুখে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল—ইস, এরই মধ্যে তোমার দেখছি স্নানটান সারা—একেবারে কম্‌প্লিট! চা আনবে! আচ্ছা এইখানেই আনো, খেয়েই আমি বেরুব একবার।

পদ্মা চলিয়া গেল।

—নীতিশ দা—আছেন নাকি?

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল একটি বাইশ তেইশ বছরের ছেলে। চোখে রিমলেশ চশমা, পায়ে স্যাণ্ডাল, মাথার বড় বড় চুলগুলি টানিয়া পিছনে আঁচড়ানো, গায় একটা খদ্দরের ঢিলা পাঞ্জাবী, পরণে খদ্দরের ধুতি, এক কথায় অতি-আধুনিক সাজ-সজ্জায় সজ্জিত।

নীতিশ গালের উপর সাবান বুলাইতেছিল, ছেলেটিকে দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল—আরে অনন্ত যে, পাবনা থেকে ফিরছ নাকি? খবর কি সেখানকার? বসো বসো, মাকে ডাকি···

নীতিশ বারান্দায় আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—মা, ও মা! অনন্ত এসেছে।···পদ্মা! এক পেয়ালা চা'য়ে হবে না, ত্ব'পেয়ালা নিয়ে এস···

পদ্মা নীচের দালান হইতে মুখ বাড়াইয়া মৃত্নস্বরে কহিল—মা স্নানের ঘরে, চা নিয়ে যাচ্ছি। খাবার কিছু চাই কি—আনব?

নীতিশ মাথা নাড়িয়া কহিল—পারবে তৈরী করতে, লক্ষ্মীটি, তা'হলে নিয়ে এস।

নীতিশ ঘরে আসিয়া আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া অনন্তকে কহিল—তারপর, অনন্ত, পাবনার খবর কি?

দীপালী

অনন্ত হাসিয়া কহিল—পাবনার খবর আর কি দোব, ছিদ্র হ'য়েছে হাজারটা কোন্‌টা বন্ধ করবেন বলুন! যত সব চাযাভূষোগুলো…তাদের খাঁই যেন আর মেটেনা, একটা গ্রামের লোকগুলোকে জড়ো ক'রে চাল ডাল, কাপড় সব বিলি ক'রে দিলুম, দিয়ে অন্য একটা গ্রামে যাবার বন্দোবস্ত করছি—বাস্! ঠিক তার দিন দু'য়েক পরেই তারা এসে হাজির, সেই নাকিসুরের কান্না।…ওদের আবার ধাঁটাতে আছে, আপনার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই নীতিশ দা, কতকগুলো টাকা অনর্থক খরচা কেবল, তার চেয়ে বলেছিলুম আপনাকে নীতিশ দা, ওই টাকাটায় একটা বায়োস্কোপ ফিল্ম কোম্পানী খুলুন, ও ব্যবসাটা আজকাল কি রকম ফেঁপে উঠেছে দেখছেন তো, আমি তো যোগাড় যন্ত্রের সব ভার নিচ্ছিলুম—

নীতিশ একটু অসহিষ্ণু হইয়া কহিল—বাস, বাস! অনন্ত থামো। টাকা আমার যা আছে, সৎপথে থাকলে দিন নেহাৎ মন্দ চলবে না। দান কোরলে আমার ক্ষয় হবে না, যা দেব, "ভগবান তার দুনো দেবেন আমায়, তা যাক, তুমি যে সব ফেলে হঠাৎ এখানে চলে এলে?

অনন্ত কহিল—আমার ছোট বোনের বিয়ে, কাজেই…আমি সেখানকার সব ব্যবস্থা করে এসেছি। প্রকাশের হাতেই সমস্ত চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি।

সহসা অনন্তের দৃষ্টি দরজার উপর পড়িল। পর্দ্দার আবরণটা কোন মতে ঠেলিয়া পদ্মা ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে…তার দুইহাতে দুই পেয়ালা গরম চা, ধোঁয়া উঠিতেছে।

অপরিচিত এক যুবকের ক্ষুধিত তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে পদ্মা সরমে এতটুকু হইয়া গেল। লোকটার তাকাইবার ভঙ্গীটা ভা—রি বিশ্রী…

রক্ত লোলুপ পশুর মতই তার দুই চোখের দৃষ্টি যেন জ্বল জ্বল করিতেছে, ...পদ্মার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে!

একটু পরে পদ্মা কুণ্ঠিতপদে আগাইয়া আসিয়া টেবিলের উপর পেয়ালা দুইটা নামাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, নীতিশ ডাকিয়া কহিল—খাবার কই পদ্মা,...শুধু চা...অনন্তর জন্যে...

—আনছি খাবার, বলিয়াই মুহূর্ত্তে পদ্মা বাহির হইয়া গেল। বহুকাল হইতে অনন্ত নীতিশকে ভাল করিয়াই জানে, নীতিশ যে মা'র একমাত্র সন্তান, অনন্ত সে খবরও রাখে, সহসা নীতিশের ঘরে অসম্ভাবিত অনূঢ়া এক রূপসী মেয়ের আবির্ভাবে সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল।

তার দেহের সমস্ত রক্তের কণাগুলি তাতিয়া উঠিল। এত রূপ! অনন্ত আরও কিছুদিন আগে আসিলে ভাল করিত।...

নিতান্ত ভাল মানুষটীর মত অনন্ত কহিল,—উনি কি আপনার বোন নাকি নীতিশ দা—? দেখিনি তো আগে।

নীতিশ এক পেয়ালা চা অনন্তর সুমুখে ঠেলিয়া দিয়া নিজের পেয়ালাটা টানিয়া লইয়া কহিল,—কে, পদ্মা—?, না, বোন যদিও নয়, তবে...ওর হিষ্ট্রি মস্ত অনন্ত, বলছি...এই যে পদ্মা, বাঃ, লুচি, হালুয়া ওটা কি—বেগুণ ভাজা? বাঃ,...একেবারে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা...খাও অনন্ত...

পদ্মা টেবিলের উপর থালা নামাইয়া সোরাই হইতে জল গড়াইতেছিল, পিছন ফিরিয়া না তাকাইয়াও সে বুঝিতে পারিল অনন্তর দুইচোখের লোভাতুর দৃষ্টি তার প্রতি অঙ্গকে যেনো গ্রাস করিতেছে।

অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিলেও মানুষকে খাইতে দিয়া সে এখন কোন্ ছুতায় ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়! সে বাহিরের জানালাটার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

জলের গ্লাসটা এক নিঃশেষে শেষ করিয়া অনন্ত বিনীত কণ্ঠে কহিল —উঃ যা পিপাসা পেয়েছিল—আর একটু জল আমায় দিন তো···

পদ্মা একটু সরিয়া আসিয়া অনন্তর গ্লাসে জল ঢালিয়া দিল, তার চোখের দৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন, নীতিশও একমনে খাইতেছে—অনন্ত এই অবসরে পদ্মার রক্তিম মুখখানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইল।···

মনের মাঝে অতৃপ্ত কামনা যেন বিরাট একটা দানবের রূপ ধরিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, পদ্মা চোখ তুলিতেই অনন্তর দৃষ্টির সাথে নয়ন মিলিল। পদ্মা শিহরিয়া উঠিল।

বাহিরে আসিয়া ভাবিল—মানুষে মানুষকে এমন করিয়া দেখে কেন?···এই দৃষ্টি সে রূপগঞ্জে হাবার নয়নে দেখিয়াছিল, আজ অনন্তর চোখেও সেই লোলুপ দৃষ্টি দেখিল, কিন্তু নীতিশ তো তাহার দিকে অমন করিয়া ক্ষুধিতের মত তাকায় না, তার দুইটী চোখের তারা কেমন সুন্দর শান্ত, সর্ব্বদাই যেন হাসির রসে ভরা।

এই ছেলেটী নীতিশের চেয়ে সুন্দর হইলে কি হইবে, নীতিশকেই পদ্মার যেন বেশী করিয়া ভাল লাগে···নীতিশ নামটাও তাহার কাছে কত মিষ্টি!

ইহাদের কাছে সেই হাবা,···মাগো···ভাগ্যিস পদ্মা পচা পুকুরের জলে ডুবিতে গিয়াছিল, নহিলে এতদিনে হয়ত তাহার সেই খুড়া জোর করিয়া সেই হাবাটার বাড়ীতেই পাঠাইয়া দিত।

আট

বিকাল বেলায় মা পদ্মাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ছাদে আসিয়া দেখেন—আলিসার উপর মুখ রাখিয়া পদ্মা পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মা কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন—পদ্মা, একলাটী চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে কেন মা, নীচে আয়, দীপালী তোকে খুঁজচে।

পদ্মা কোন জবাব দিল না, মা জোর করিয়া তার মুখটা ধরিয়া সুমুখে ফিরাইয়া দেখিলেন, পদ্মার পদ্ম আঁখিদুইটী অশ্রুতে টল টল করিতেছে। মা সস্নেহে পদ্মার অশ্রুসজল মুখখানি বুকের ভিতর চাপিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন—কাঁদছিস কেন মা? এখানে কি তোর মন টিকছে না? তবে কি আমি তোকে ভুল বুঝে তোর মনে শুধু শুধুই কষ্ট দেবার জন্যে এতখানি পথ টেনে আনলুম?

পদ্মা মায়ের বুকের ভিতর ছোট্ট মেয়েটীর মতই মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। দুঃখের দিনে সে অনেক সময় চোখের জল ফেলিয়াছে, একা নির্জ্জন গৃহতলে শূন্য শয্যায় শুইয়া সে কত রাত শুধু কাঁদিয়াই কাটাইয়াছে। অন্ধকারে গা ঢাকিয়া ঘরের দেওয়াল গুলা ভূতের মত দাঁড়াইয়া তাহার কান্না বুঝি কান পাতিয়া শুনিয়াছে, বাতাস আসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া সান্ত্বনা তো তাহাকে কেহ দেয় নাই···

মৌন মূক রুদ্ধ গৃহ চাপা কান্নার গোমরানী শুনিয়া কাঁপিয়াছে শুধুই, ভাষা দিয়া সহানুভূতি জানাইবার ক্ষমতা তো তাহাদের ছিল না।

আজ পদ্মা এত সুখেও কাঁদে কেন···? পদ্মা নিজেই এ প্রশ্নের জবাব পায় না···

মা পরম স্নেহে পদ্মার মাথাটীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন— পদ্মা, কেন কাঁদছিস মা, আমাকে বল ? ওরে, অতটুকু ছোট্ট বুকে এত-খানি পাষাণ ভার চাপিয়ে রাখিসনে মা, একজনের কাছে নামিয়ে হাল্কা কর, আমি শুধু নীতিশের মা নই—আমি যে তোরও মা পদ্মা, আমার কাছে লুকোসনে···

পদ্মার চোখের জল বাধা মানিতেছিল না। রুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল— আমাকে কেন মা এত আদর কর্চ্ছেন···সেই জন্যেই তো···

মা হাসিয়া পদ্মার ছোট্ট মাথাটার উপর মুখ রাখিয়া কহিলেন— পাগলী মেয়ে, মেয়েকে আদর করবো না তো কাকে করবো বল্ ?··· ওরে, তোর বুকেও যেমন মা-হারানোর ব্যথা সবচেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে, আমিও তেমনি বছর তিন চার হোল একটী মেয়ে জন্মের মত হারিয়ে বসে আছি, অবকিল তার মুখের ছাঁচ ঠিক তোরই মত, অমনি সেও তোরই মত বড্ড ভীরু ছিল, লাজুকও। পদ্মা, নীতিশ আমার বুক জুড়ে ছেলেমেয়ের সব স্থানটুকুই পূর্ণ করে আছে সত্যি—কিন্তু মা হ'য়ে, পেয়ে হারানোর ব্যথাটা যে কত বড়, তা যদি জানতিস মা···

পদ্মা সচকিত হইয়া মাথাটা তুলিয়া সিক্তকণ্ঠে কহিল—আপনার মেয়ে ছিল মা ? কতবড় হয়েছিল ?

মা ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে কহিলেন—আমাকে তুই 'আপনি' বলে কথা বলিসনে পদ্মা, আমার বুকের ভাঙা জায়গাটায় গিয়ে ওটা বড় বিশ্রীভাবে ঘা দেয়।—আমার মেয়ে—সে কি আমায় 'আপনি' ডাকত ?···

পদ্মা উঠিয়া চোখ মুছিয়া সলজ্জ কণ্ঠে কহিল—আর বলব না মা, তুমি ও-রকম করে কথা ক'য়োনা, আমার বড় কষ্ট হয়।

মা পদ্মার মুখখানি আর একবার বুকে চাপিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন —তবে চল্ মা নীচে যাই, দীপালী এসে অনেকক্ষণ একলা বসে আছে, ...ওই একটী খাসা মেয়ে, যেমন কথাবার্ত্তা, তেমনি চালচলন,...আমার মেয়েভাগ্যি ভাল বলতে হয়, কি বলিস মা ?...

পদ্মা নীরবে কিছুক্ষণ থাকিয়া কহিল—আমি গিয়ে কি করব মা, আমি তোমার মুখ্যু মেয়ে, না জানি কাজ-কর্ম্ম, না জানি একটা কিছু গুছিয়ে বলতে...ওঁরা হয়ত আমায় দেখে কত হাসেন—

মা কহিলেন—ইস ! হাসবে বই কি ! এমন একটা মুখ্যু মেয়ে কার ঘরে আছে—বার করুক দেখি। তুই নেবে আয় তো বাপু, বেশী বকিসনে।

মা পদ্মার হাত ধরিয়া টানিয়া দ্বিতলে নামিয়া আসিলেন। কহিলেন —চট্ করে গা ধুয়ে কাপড় চোপড় বদলে আয়, আমার মেয়ে অমন করে থাকলে লোকে কি ভাববে ?—লোকে বলবে ডাইনী মা।

মা একটু হাসিয়া নীচে নামিয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখেন, দিব্যি জুতা-টুতা ছাড়িয়া দীপালী রান্নাঘরের এক পাশে বসিয়া ঠাকুরকে উপদেশ দিতেছে—মাছের কালিয়াটা তুমি রেখে দাও ঠাকুর, ওটা আজ আমি রাঁধব,...আর বিন্দী, দমের আলু ও-রকম ছোট্ট ছোট্ট করে কুটছ কেন বল ত ? ওযে গ'লে পায়েস হয়ে যাবে—ছাড় বঁটিখানা, আমি কুটে নিচ্ছি—

ঘন ঘন যাতায়াতে দীপালী এ-বাড়ীর সকলকার কাছেই অত্যন্ত প্রিয় এবং পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে—মা তো তাহাকে পদ্মারই পাশা-

পাশি ঠাঁই দিতে একটুও দ্বিধা করেন না, প্রশস্ত স্নেহ ক্রোড়,—এক ধারে পদ্মা অপর ধারে দীপালী !

মা হাসিয়া কহিলেন—কি হচ্ছে দীপুমা ! রান্নাঘরে আজ অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান হয়েছে যে দেখছি !

মার বড় ভাল লাগিতেছিল—দীপালীর ওই কর্ম্মপটুতা দেখিয়া। নারী-জীবনের সকল ধর্ম্মের মাঝে এই গৃহ-ধর্ম্মটিই বড় সুন্দর ভাবে দেখা যায়···যখন সে বহির্বিশ্বের সহিত সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার মহিমায় আপনি ফুটিয়া উঠে···যখন সে শুধু বিদ্রোহিনী নারী নহে—ধাত্রী···কল্যাণী···

তখন তাহাদের দুই নয়নের প্রান্তে বিদ্রোহের প্রলয় বহ্নি নিভিয়া গিয়া স্নেহ-প্রেমের অমিয়-ধারা ঝরিয়া পড়ে···

এমনি একটী কল্যাণী বধূ আসিয়া যদি মা'র শূন্য গৃহ আলোকিত করিত।

মা'র মুগ্ধ ভাব বেশীক্ষণ রহিল না। দীপালী মাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিয়া বাম হাত দিয়া মা'র কটী বেষ্টন করিয়া আবদারের সুরে কহিল—তুমি ঠাকুরকে একটু বলে দাওনা মা, আমি তা'হলে তরকারী গুলো রেঁধে ফেলি···। আচ্ছা, মা, আমি রাঁধলে নীতিশ বাবু খাবেন ?··· আমরা যে কায়স্থ···

মা দীপালীর মুখখানি দুই হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন—হায় হায়—সে আবার ছোঁয়া-ছুয়ি আচার-বিচার মেনে চলবে, রাজ্যের মুচী-মেথর ছুঁয়ে এসে আমার কোলে শুয়ে পড়ে। বলে, মানুষ মানুষই, জাতের গণ্ডী দিয়ে তাকে দূরে রাখা কেন মা ? আমরা কিন্তু অত বিচার করতে পারবোনা···সেই জন্যে আমাকেও ওর মতে মত দিতে হয়।

দীপালী একদৃষ্টে মার মুখের পানে তাকাইয়া কি ভাবিতেছিল কে জানে···!

কিন্তু পদ্মার মত সেও তো মাতৃহারা···মাতৃস্নেহের সম্পূর্ণ স্বাদ সে পায় নাই বলিলেই চলে, নীতিশের মাকে যখনই সে দেখে, তখনই তাহার প্রাণ ভরিয়া 'মা' 'মা' 'মা' বলিয়া আত্মার অতৃপ্ত ক্ষুধা মিটাইবার জন্য সমস্ত প্রাণটা ব্যাকুলিয়া উঠে !···

নীতিশকে সে ভাল বাসিয়াছে, প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছে, কিন্তু সে ভালবাসা তার মর্ম্মকোষে আবদ্ধ পুষ্প পরাগের মতই আজিও আত্ম-গোপন করিয়া আছে। দীপালীর ভয় হইত, পাছে তাহার মনের নীরব প্রেম নীতিশের চোখে ধরা পড়িয়া যায়।

নীতিশ ও তাহার মাঝে যে ব্যবধানটা হিমালয়ের মতই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সে বাধা ভাঙিয়া কোনও দিনই তাহারা সহজ ভাবে মিলিত হইতে পারিবে না···তাহাদের মিলন-পথটি পুষ্পবীথির মত সহজ সুন্দর মধুর নহে, কাঁটায় ভরা, চলিতে গেলে পায়ে বিঁধিবে।··· কিন্তু দীপালী তাহাকেও তুচ্ছ করিত—যদি সে মিলনের ক্ষণিক আনন্দকেই উপভোগ করিতে চাহিত।···

দীপালী চাহে নীরব প্রেম···বিরহের অবিচ্ছিন্ন বিপুল বেদনার মাঝে সে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিবে। সে প্রেমের অন্ত নাই —মরণ নাই !

একদিন সে ইরার সহিত তর্কের খাতিরে বড় গলায় বলিয়াছিল যে, সে বন্ধন চাহে না, চাহে মুক্তির আনন্দ—প্রচুর স্বাধীনতা।···

কিন্তু সে সঙ্কল্পের গোড়ায় বুঝি ঘুণ ধরিয়াছে।···সময় সময় সে ভাবে—মন্দ কি, ছোট্ট একটি সংসার···স্বামী ও সে···আর—আর অন্য কেহ নয়—

স্বামী, সে নীতিশই, যে তার অস্ফুট নারীত্বকে তিলে তিলে নীরব প্রেমের ধারায় অভিষিক্ত করিয়া জাগাইয়া তুলিতেছে। যাহাকে ভাল বাসিয়া দীপালী রুক্ষ ধরার বুকে হারানো মায়ের স্নেহ খুঁজিয়া পাইয়াছে —সেই নীতিশ···দীপালীর বড় প্রিয় নীতিশের মা'র বুকের তলায় আজ নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ছাড়িয়া দিয়া নিস্তব্ধ রাত্রির আরামে ঢলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল।

দীপালীর দুটী চোখ সহসা জ্বালা করিয়া যেন জল আসিল।···

মানুষের সব আশা, সব কামনাই কি পূর্ণ হয়?···

দীপালী মা'র সঙ্গে উপরে আসিল। মন তাহার সহসা এই মুহূর্ত্তে যে কোন নির্জ্জন নিভৃত গৃহকোণ খুঁজিয়া মরিতেছিল। মনে হইতেছিল তার হৃদয়ের এই স্পন্দনটুকু হয়ত মা'র চোখে ধরা পড়িয়া যাইবে। হয়ত বা নীতিশের চোখেও।

তাহার মানসিক পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী তো শুধু সেই-ই।

নীতিশ কি দীপালীর বিধাতা?

দীপালী একটা সোফার উপর অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িতেই মা ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—দীপু, তোমার কি কোন অসুখ করছে মা? মুখটী অমন শুকিয়ে গেছে কেন? আহা আগুনতাতে এতক্ষণ ছিলে··· অভ্যেস তো নেই। মাথাটা একটু গোলাপ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবে?

বলিয়া তিনি পাখার গতিটা একটু বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন—পদ্মাকে ডেকে দি, একটু মাথাটাতে হাত বুলিয়ে দিক।

বলিয়া মা পা বাড়াইতেই দীপালী চঞ্চল স্বরে বলিয়া উঠিল—না মা, লক্ষ্মীটি, ব্যস্ত হ'য়োনা,—মাথাটা চট্ করে ধরে উঠেছে—তাই···এই একটুখানি শুয়ে থাক্‌লেই সেরে যাবে।

দীপালী

দীপালী দুইটি চোখ মুদিয়া সোফার উপর হেলিয়া পড়িল। মার আর নীচে যাওয়া হইল না, দীপালীর মাথাটী অতি যত্নে কোলের উপর টানিয়া তার ঘনকৃষ্ণ চুলের রাশির ভিতর আঙুল বুলাইয়া দিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।···

কিন্তু স্নেহময়ী মা কি দীপালীর অন্তর্যাতনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ?

৯

পৃথিবীর সকল দেনা-পাওনা চুকিল কি না সে কথা ভাগ্যনিয়ন্তাই বলিতে পারেন, মা কিন্তু সহসা নীতিশের ঘাড়ে সকল ভাবনা চিন্তার বোঝা ফেলিয়া দিয়া অকস্মাৎ একদিন অজানা লোকের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন

ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক, তেমনই দুর্ঘটনায় ভরা।

সুস্থমানুষ, কথা কহিতে কহিতে সহসা দুইহাতে মাথা চাপিয়া সেই যে শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন, সেই শয্যাই তাঁহার শেষশয্যা।

নীতিশ নিজে ডাক্তার হইলেও সহরের বড় বড় নামজাদা ডাক্তার-দের সেই মুহূর্ত্তেই আনিয়া জড়ো করিল। পৃথিবীর মধ্যে সে মাকেই চিনিত, মা যে এমন করিয়া তাহাকে সংসারের মাঝে একলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন—সে ভাবনা সে ভাবিতেও পারিতেছিল না।

কিন্তু ডাক্তারদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল।···অ্যাপোপ্লেক্সি···

নীতিশের হাতে পদ্মার হাত দুইখানি সঁপিয়া দিয়া মা বিদায় লইলেন, কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাণী তাঁর অকথিতই রহিয়া গেল। ঠোঁট দুইটি বার কয়েক নড়িয়া একেবারে জন্মের মতই স্থির হইয়া গেল।

নীতিশ মাকে হারাইয়া একেবারে পাগলের মত হইল। দীপালী খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল। শুধু আসিল না—ছায়ার মত নীতিশের

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া তার মনের দারুণ ব্যথার বোঝাকে সমবেদনার স্নিগ্ধ-স্পর্শে হালকা করিয়া তুলিতে লাগিল।

সবচেয়ে ক্ষতি হইল বেচারী পদ্মার।…

জন্ম যাহার দুর্ভাগ্যের মধ্যে, বিধাতা বুঝি সুখ বলিয়া জিনিষটী তাহার ভাগ্যে লিখিতে ভুল করিয়া বসেন।…আজন্ম দুঃখ বেদনার ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করিয়া সে মার অসীম স্নেহ-ভরা বুকখানির আশ্রয়ে আসিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল। সময় সময় তাহার মনে হইত, অদূর ভবিষ্যতে সুখের যেন ক্ষীণ আলোটুকু মা স্বহস্তে জ্বালিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়াছেন—হয়ত তাহাই মেঘের কুয়াশা ঠেলিয়া দীপ্ত সূর্য্যের মতই একদিন সহস্র তেজে জ্বলিয়া উঠিবে।…

কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর দেবতা তাহার অদৃশ্য হস্তে মোড় ঘুরাইয়া দিলেন, পদ্মার ভবিষ্যতের সেই ক্ষীণ আলোটুকু কাঁপিতে কাঁপিতে অন্ধকারের কোলে আত্মসমর্পন করিল।…পদ্মা চাহিয়া দেখিল সমস্ত পৃথিবীটা হইতে যত আলোর রেখাগুলি একে একে নিশ্চিহ্ন হইয়াই সব মুছিয়া গিয়াছে…। সব অন্ধকার…

এত কালী পৃথিবীর বুকে লেপিয়া দিল—কে?

মায়ের শেষ কাজ সারিয়া নীতিশের মাথায় এক দুর্ভাবনা জাঁকিয়া বসিল, সে ভাবনার মূল পদ্মাকে লইয়া।

মা'তো নিশ্চিন্তে পদ্মাকে নীতিশের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় নিলেন। কিন্তু পদ্মার মত একটী অতি সাধারণ মেয়েকে লইয়া নীতিশ সারাজীবনের মত দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইতে পারিতে-ছিল না। অথচ এই স্বজনহীনা নিঃসহায়া মেয়েটিকে সহসা না জানিয়া শুনিয়া কাহার হাতেই বা তুলিয়া দেয়? মা'র কথা-টুকুর উপর অচঞ্চল

বিশ্বাস রাখিয়া ওই মেয়েটি যে নিঃস্বার্থ ভাবে তাহার ক্ষুদ্র সংসারটিকে সাজাইয়া গুছাইয়া স্বচ্ছলতার একটা নূতন শ্রী ফুটাইয়া তুলিতেছে—মায়ের মত, বোনের মত, দরদী স্ত্রীর মত ওই যে মেয়েটির নির্ব্বাক স্নেহ-মমতা প্রতিপদে নীতিশকে এক অপূর্ব্ব বাঁধনে তিলে তিলে বাঁধিয়া ফেলিতেছে, নীতিশের শিক্ষিত উদার মন সে বাঁধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবার মত শক্তি খুঁজিয়া পায় না, ভাবিয়া মরে—ভারাক্রান্ত হৃদয়ের মধ্যে অন্ধের মত হাতড়ায় শুধু।

তার তরুণ মন যখন দীপালীকে ঘিরিয়া স্বপ্নরাজ্যের মায়াময় সৃষ্টি রচিয়া তুলিতেছিল, অকস্মাৎ এই দারুণ দুর্ঘটনা কঠিন বাজের মতই তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া নীতিশের অতি-যত্নে গড়া স্বপ্নরাজ্য ভাঙিয়া চুরিয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়া গেল।···

নীতিশ ক্ষ্যাপার মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।···

নীতিশের মন যখন সমস্যার দোলায় ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছে, সেই সময় একদিন দীপালী আসিয়া নীতিশকে ধরিয়া বসিল—কাল তাহার জন্মদিনের উৎসব, এ উৎসবে তাহারও পদ্মার যোগ দেওয়া চাই-ই।···

নীতিশকে রাজী করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, পদ্মাও দীপালীর আন্তরিক নিমন্ত্রণ নীরবেই গ্রহণ করিল। কিন্তু গোল বাধিল যাইবার সময়।

চাদরটার পাক খুলিয়া এলো মেলো ভাবে গায়ে ফেলিয়া নীতিশ আসিয়া পদ্মার ঘরের সুমুখে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে কহিল—একি পদ্মা, তোমার যে এখনও কিছু হয়নি! নাও নাও শীগ্‌গীর তৈরী হ'য়ে নাও, পাঁচটা কখন বেজে গেছে, এক্ষুণি হয়ত দেরী দেখে দীপালী আবার পাঠিয়ে বসবে।···

দীপালী

নীতিশকে অকস্মাৎ স্তম্ভিত করিয়া দিয়া পদ্মা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল—আপনিই যান, আমি আর যাবনা।

এতটা দিন পর্য্যন্ত পদ্মাকে কোন বিষয়ে 'না' করিতে দেখে নাই··· আজ নীতিশ পদ্মার ব্যবহারে বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সে কহিল—সে কি পদ্মা! তুমি যাবেনা, কেন? দীপালী অত ক'রে বলে গেছে, না গেলে সে সত্যিই বড় দুঃখ পাবে, ছিঃ 'না' করে না লক্ষীটি, চুলটুল বেঁধে তৈরী হ'য়ে নাও—আমি তোমাকে আরও আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি—

পদ্মা খাটের বাজুটা বাম হাতে দৃঢ়ভাবে চাপিয়া তেমনিই অচপল কণ্ঠে কহিল—না না আমি যাবনা, কেন আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছেন বলুন তো? আমি তাদের সমাজে মেশবার মত কিছুই যোগ্যতা লাভ করিনি···তাদের মাঝে গিয়ে বোকার মত সং সেজে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি আপনি বেশী সুখী হ'বেন? তা হলে বলুন আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।—

অভিমানের রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া ভাঙিয়া গেল।—

নীতিশ পদ্মার অভিমান-স্ফীত সুন্দর মুখখানার পানে মিনিট কয়েক চাহিয়া থাকিয়া খাটের এক পাশে চাপিয়া বসিয়া কহিল—পদ্মা, তোমাকে আমি বুঝলাম না, বাইরের সমাজকে তুমি কেন যে এমন করে এড়িয়ে চল,···এ আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে। এইত সময়—জীবনটাকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখে নেবার, শিখে নেবার, উপভোগ করে নেবার। অথচ আমি দেখি, তুমি সব সময়ই ইচ্ছা করে সংসারের এই ছোট্ট আবেষ্টনটুকুর মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকতে চাও।···নিজেকে সব সময় অত ছোট করে ভেব না পদ্মা, তাতে নিজেই নিজের অনন্ত দুঃখকে বরণ করে নেবে। বেশ আপত্তি হয়, আর যেওনা, কিন্তু আজকের

দিনটীতে তুমি আমার অনুরোধটুকু রেখে চল সেখানে, নইলে ভদ্রতা থাকবে না।

পদ্মার মুখখানা নীতিশের কথা শুনিতে শুনিতে কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সে গলার স্বরে জোর দিয়া কহিল—কেন ভদ্রতা থাকবে না আপনার? আমি আপনার কে? পথে-পাওয়া একটা ভাগ্যহীনা মেয়ে, জোয়ারের জলে ভেসে-আসা তুচ্ছ একটা কুটোর মতই ভাসতে ভাসতে আপনার দোর-গোড়ায় এসে লেগেছি।···ভবিষ্যতে হয়ত ভেসে ভেসে আবার কোথায় চলে যাব···আমার ভাগ্য তো বিধাতা নিজের হাতেই বেঁধে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন···আমার নিমন্ত্রণে যাওয়া না যাওয়াতে আপনার কি আসে যায়? তুচ্ছ অতি হীন একটা জীবন, তার আবার ভদ্রতা অভদ্রতা, তার আবার লোকলৌকিকতা,—সব বাজে।···আমার জন্য আপনি অনর্থক চিন্তা করবেন না,—আমি যেমন আছি তেমনি থাকি।

পদ্মার কণ্ঠ শেষের দিকটায় বড় সজল হইয়া আসিল। নীতিশ আর কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক এইটুকু বুঝিতে তার বিলম্ব হইল না যে, কোন একটা কারণে পদ্মার মনে দারুণ অভিমান জাগিয়াছে।···অথচ এমনিধারা অভিমানের রুদ্র সাড়া পদ্মার তরফ হইতে কোন দিন পাওয়া যায় নাই। সত্যই নিজের দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া নিজেই সে ঘুরিয়া মরিয়াছে, পদ্মার সুখ দুঃখের প্রতি এতটা উদাসীন হওয়া তাহার উচিত হয় নাই! কিন্তু কেন? এ অভিমানের হেতু কোথায়?

নীতিশ খাট হইতে নামিয়া পদ্মার মুখখানা জোর করিয়া সুমুখে ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, তার দু'টি ডাগর আঁখির কূলে কূলে অশ্রুর জোয়ার ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। ব্যথিত হইয়া নীতিশ কহিল,—ছিঃ

পদ্মা, তুমি আমাকে এতটা পর ভাব! দেখ দেখি ছেলেমানুষের মত আজ আমাকে কতকগুলো যা তা কথা শুনিয়ে দিলে! আচ্ছা পদ্মা, এতে কি আমার কষ্ট হচ্ছে না—বলতো? সত্যিই তুমি আমার মার পেটের জন্মানো বোন নও, তাই তোমার ওপর দাবী-দাওয়া হয়ত আমার খাটে না, কিন্তু কে বলতে পারে যে, পূর্ব্বজন্মে আমরা একান্ত আপন জন ছিলাম কি-না? নইলে কোথা ছিলে তুমি কোথায় ছিলাম আমি—কেউ কারুকে চিনতাম না বা জানতাম না, অথচ আজ একেবারে তুমি আমার সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হ'য়ে বসেচ!···মানুষকে এত আঘাত দিয়ে কথা বলতে তুমি কোথা থেকে শিখলে পদ্মা?

নীতিশ উল্টা পথ ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া উল্টা ফলই পাইল। পদ্মা রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—আপনার সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হতে আমি গেলাম কেন? আমার কিসের দায় এত, নিন না আপনি সমস্ত বুঝে পড়ে···আমিও তাহলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি···পরের ঝক্কি বইতে বইতে আমার জীবন গেল, আমি আর পারি না···তা ছাড়া আপনিই বা আমাকে এতখানি কর্ত্তৃত্ব দিলেন কেন?—আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

নীতিশ এবারও ভুল করিল, কথাটার গতি হাল্কা পথে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে সে হাসিয়া কহিল—ও, তাই বল, অভিমানের কারণটা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, তোমার নিজের সংসার নেই বলে রাগ কর না পদ্মা, শিগ্গীরই নিজের সংসারের ঝক্কি পোয়াতে হবে এবার, আমি একটুও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, চাদ্দিকে তোমার উপযুক্ত পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার এমন সুলক্ষণা বোন্‌টীকে তো আর যার-তার হাতে তুলে দেওয়া যায় না।···

বারুদের স্তূপে যেন আগুন পড়িল ! এতদিনকার পুঞ্জীভূত অভিমান, যাহা পদ্মার মনের গোপন কোণে তিল্ তিল্ করিয়া জমিয়া উঠিতেছিল, আজ নীতিশের কথায় তাহা অকস্মাৎ ফাটিয়া বাহির হইল। পদ্মা নীতিশের হাত ছুখানা জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—চাইনা—চাইনা আমি আপনার এত অনুগ্রহ, কে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়ে আমার ভবিষ্যত ভাব্তে বলেছে ? কেন আপনি এমন করে আমাকে অপমান করতে এসেছেন ? নীরিহ পশুর গলায় ছুরি চালানোই যাদের ব্যবসা, তাদেরও যেটুকু হৃদয় বলে পদার্থ আছে—আপনার দেখছি তা-ও নেই···মাগো···

বলিতে বলিতে ছুটী চোখের পড়-পড় অশ্রুধারা পাছে নীতিশের চোখে ধরা পড়িয়া যায় সেই ভয়ে, পদ্মা ঘর হইতে একরকম ছুটিয়াই বাহিরে পালাইল। নির্দ্দোষ নীতিশের বিবর্ণ মুখখানা তাহার দেওয়া এই মিথ্যা অপবাদে যে কতদূর মলিন হইয়া উঠিয়াছে, সেটুকু পদ্মার তখন দেখিবারও অবসর ছিল না !

বাহিরে আসিয়া পদ্মা ছুই হাতে বুক চাপিয়া স্বল্পান্ধকার বারান্দার এক কোণে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অকারণে কেন যে তাহার চোখে এত জল সহসা উৎসরিত হইয়া উঠিল, পদ্মা নিজেই তাহা ভাবিয়া পাইল না। আঘাত খাইয়া সে-ত তার দ্বিগুণ আঘাত নীতিশকে এইমাত্র দিয়া আসিল,···তাহাতে তো আনন্দ হইবারই কথা ! কিন্তু নীতিশের ম্লানমুখ স্মরণ করিয়া তাহার সারা অন্তরখানি এমন বেদনায় ভাঙিয়া পড়িতে চায় কেন ?

একজনকে কসাই বলিয়া গালি দিয়া আসিয়া এতক্ষণে সে ভাবিয়া দেখিল সে নিজেই কত বড় নির্ম্মম ! নীতিশের কথায় তার অন্তর জ্বালা

করিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া, সে কি বলিয়া আজ নীতিশকে অতখানি বেদনা দিয়া আসিল ! এ বেদনা যাহাকে দিয়া আসিয়াছে তাহার কত-খানি লাগিল কি না সেই বলিতে পারে, কিন্তু পদ্মা ব্যথা দিতে গিয়া নিজেই ব্যথার বাণে আহত হইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

খানিক পরে পদ্মা দূর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল স্তব্ধপ্রায় নীতিশ বিছানার পরে' একইভাবে বসিয়া আছে। দেখিয়া পদ্মার অন্তর যেন আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া নীতিশের পা দুইখানি বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া কহে—ক্ষমা করো, ওগো—তোমা ছাড়া এত বড় দুনিয়াতে আমার আর আছে কে ? কিন্তু হায়রে—কিসের অধিকারে সে নীতিশের চরণ দুইখানি বক্ষে চাপিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা জুড়াইবে ? সে পরের মেয়ে···নীতিশ শুধু তাকে ভায়ের মত ভক্তি করিতে অধিকার দিয়াছে,···কিন্তু কী উচ্চ আশা !—সেইটুকুই যে তাহার মত নিঃসহায়া অনাত্মীয়া তরুণীর পক্ষে সৌভাগ্যের অতীত,ইহার বেশী চাহিবার অধিকার, ভালবাসিবার মত স্পর্দ্ধা তাহার আসে কেন ?···

দোষ তো নীতিশের নহে, দোষ তাহার মর্ম্মান্তিক ভাগ্যলিপির !

পদ্মা সহসা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া সুইচ্‌টা টানিয়া দিয়া নীতিশের নিকটে সরিয়া আসিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল—রাগের সময় আমার জ্ঞান থাকেনা, আপনাকে সত্যিই আজ আমি যা-তা বলে গেছি। এতগুলো রূঢ় কথা কি করে যে আমি বল্লাম তা ভেবে পাচ্ছিনা, কিন্তু তার জন্যে আমি মাপ চাইচি,···বলুন আমায় মাপ করেছেন ?

দুই করতলের মধ্যে মাথা চাপিয়া নীতিশ বসিয়া ছিল, পদ্মার গলার সাড়া পাইয়া সে সহসা মুখ তুলিয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে পদ্মার মুখের প্রতি চাহিল।

দীপালী

পদ্মা সবিস্ময়ে দেখিল—নীতিশের মুখ কাগজের মত-ই সাদা!

নীতিশ পদ্মার দিকে মুখ ফিরাইয়া ব্যথিত স্বরে কহিল—সত্যি, সত্যিই পদ্মা আমি কসাই···কিন্তু বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমার শত্রু নই। নিজের মার পেটের বোন থাকলে তোমার চেয়ে তাকে বেশী ভালবাসতুম না পদ্মা, আমার সে অভাব তুমি নিঃশেষেই মিটিয়ে দিয়েছ। তোমাকে সুখী করাই আজ থেকে আমার জীবনের ব্রত হল, বল পদ্মা কি করলে—

নীতিশের আবেগোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া পদ্মা একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল—কিচ্ছুনা, কিচ্ছু করতে হবেনা আমার জন্যে ··ও সমস্ত পাগলামী ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন দেখি, এতখানি বেলা দেখে তাঁরা হয়ত কত কি ভাবছেন,···মাগো আমি যেন কী, মিথ্যে এতখানি সময় আপনার নষ্ট করে দিলুম—উঠুন না, একি!—হাতে দেখি ঘড়িটাও পরেন নি··· কি ভুলো মন আপনার বুঝে দেখুন···একটু দাঁড়ান, ঘড়িটা আমি নিয়ে আস্‌চি।

বেশ পরিষ্কার সহজ সুরে কথা কয়টি বলিয়া পদ্মা চলিয়া গেল··· পরমুহূর্ত্তেই নীতিশের রিষ্ট-ওয়াচটী হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মৃদু অনুযোগের সুর তুলিয়া কহিল—কঁই, আপনি যে উঠলেন না বড়? ও, আমার ওপর রাগ তা' হলে এখনো আপনার যায় নি দেখ্‌চি—বলুন না, কি বলে ক্ষমা চাইলে আপনি সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকে মাপ করতে পারবেন?

নীতিশের শিথিল-প্রায় ডান হাতখানি নিজের কোমল করতলে চাপিয়া অতি যত্নে ঘড়িটী বাঁধিয়া দিয়া পদ্মা জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিল। পদ্মাকে সহজ ভাবে কথা বলিতে দেখিয়া নীতিশের বেদনামথিত অন্তর অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করিল।

শুধু নীতিশ বুঝিয়া পাইল না, সেদিনের সেই পাড়াগাঁয়ের ভীরু, অতি মাত্রায় লজ্জাশীলা মেয়েটী সহসা বাকপটুতায় এতটা পারদর্শিনী হইল কি করিয়া !...আজ তাহার কথার ধার এত বেশী যে, ধারালো ছুরীর মত মানুষের চামড়া কাটিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় না, অন্তরটাকেও ক্ষত বিক্ষত করিয়া ছাড়িয়া দেয় !

নীতিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল—না পদ্মা, ক্ষমা চাইবার অনেক আগেই আমি তোমাকে ক্ষমা করে ফেলেছি। সে কথা যাক, দীপালীর জন্মোৎসব, তাকে কি উপহার দেওয়া যায় বল দেখি ? মেয়েরা তোমরা, মেয়েদের পছন্দ ভাল করেই বুঝবে।

আবার সেই দীপালী...পদ্মার মনটা আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত জগতটার মাঝে নীতিশ শুধু দীপালীকেই চিনিয়াছে... তাহার অন্তর দীপালীময়, পদ্মার সেখানে প্রবেশাধিকার কি এতটুকুও নাই ! তাই নীতিশ পদ্মার অন্তর্বেদনা বুঝিয়াও বুঝেনা, অথবা বুঝিবার চেষ্টা করেনা...উপরন্তু পলে পলে প্রতি কথায় সে পদ্মাকে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করিয়া বসে !

বিকৃত মুখখানায় জোর করিয়া খানিকটা হাসি টানিয়া আনিয়া পদ্মা কহিল—ওঃ, খুব জহুরী আপনি চিনেছেন দেখ্ছি ! গয়নাগাঁটির বালাই আমার কোনকালেই ছিল না, তা ছাড়া সাজ-সজ্জার আমি সত্যিই কিছু জানি না...আর পাড়াগাঁর মেয়ের পছন্দ মত জিনিস কিনে সহুরে মেয়েকে দিতে গিয়ে হাস্যাস্পদ না হ'য়ে নিজেই নিজের মনের মত— মানে যা আপনার ভাল লাগে, তাই কিনে দিন, তা হলেই তিনি খুসী হবেন।

কথাটার সত্যতা নীতিশ নিজেও মানিল। বাহিরে আসিয়া পদ্মার

দিকে চাহিয়া একবার মৃদুকণ্ঠে কহিল—কিন্তু পদ্মা, তোমাকে একলা রেখে যেতে আমার ইচ্ছে কর্চ্ছেনা, ফিরতে আমার রাত হয় ত একটু বেশীই হবে···কি করে ছেলেমানুষ একলাটী থাকবে বলতো ?···থাকগে যাক, আমার গিয়ে দরকার নেই পদ্মা···

পদ্মা এই কথায় সহসা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শুভ্র গ্রীবা বাঁকাইয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া সে কহিল—আপনার কোন কিছু ভয় নেই··· আপনি আসুন, ভূতের ভয়ে ডরিয়ে ওঠবার মত বয়স আর আমার নেই, ···সে বয়স অনেক দিন আগে পেছনে ফেলে এসেচি···। বাইরে ভজুয়া থাকবে, নীচে বামাবুড়ী শোয়, ভয় যদি পাই-ই, তা হলে তাকে ডেকে এনে চৌকি দেওয়াব খ'ন···নিন, আপনি চলুন, আমিও গা ধুতে যাই, বেলা একেবারেই গেছে।

দশ

ঠেলিয়া ঠুলিয়া জোর করিয়া নীতিশকে পাঠাইয়া দিয়া পদ্মা গা ধুইবার জন্য নীচে নামিবার কোন চেষ্টাই করিল না……একেবারে সে নীতিশের ঘরের ভিতরে গিয়া নীতিশের পরিত্যক্ত বিছানাটার উপর লুটাইয়া পড়িল।

অবরুদ্ধ বেদনা—যাহা এতক্ষণ পদ্মার বুকের ভিতর সাগরের অশান্ত অশ্রান্ত বারিধারার মত তোলপাড় করিয়া মরিতেছিল, এতক্ষণে জনশূন্য গৃহে একাকী শয্যায় অবলুণ্ঠিতা পদ্মার দুইচোখ দিয়া অশ্রু হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

কতবড় বেদনার আঘাত যে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়া সে নীতিশকে তাহারই প্রিয়তমার কাছে পাঠাইয়া দিল…সে খবর তো আর নীতিশ জানে না…দীপালীর প্রেমের বর্ম্ম ভেদ করিয়া তুচ্ছ পদ্মার প্রাণভরা ভালবাসার অর্ঘ্য কোনদিনই নীতিশের কাছে পৌঁছাইবে না, পদ্মা পদ্মাই থাকিবে, পদ্মা দীপালী নয়।

কতক্ষণ এমনি চেতনাহারার মত পদ্মা নীতিশের বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল কে জানে, খোলা জান্‌লা দিয়া অতিমাত্রায় বৃষ্টির ছাট আসিয়া পদ্মার সারা মাথাটা ভিজাইয়া দিতেই সম্বিত পাইয়া সে উঠিয়া বসিল।

জানালা দিয়া সে তাহার অশ্রুসজল দৃষ্টি বাহিরের পানে মেলিয়া দিতেই দেখিল, বাহিরের ওই আকাশখানিও বেদনায় আতুর হইয়া ঝর ঝর করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। ঝোড়ো হাওয়া থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধ জানালা-দুয়ারের কপাটে কপাটে যেন পথভ্রান্ত পথিকের

নতই কর হানিয়া ফিরিতেছিল। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পদ্মা একখানা সোফার উপরে অবসন্ন ভাবে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

তার সমস্ত অঙ্গ ঘিরিয়া হতাশ বেদনার একটা করুণ রূপ যেনো মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

এমনি ভাবে একলা থাকাটা মা'র মৃত্যুর পর হইতেই পদ্মার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। নীতিশ 'কল' হইতে আসিয়া প্রথমেই দীপালীদের 'স্বপ্ন-সৌধে' গিয়া হাজির হইত, সেখান হইতে দীপালীর অভিমান-স্ফুরিত অধরের অভিমান-ভরা মৃদু অনুযোগ এড়াইতে না পারিয়া প্রায়ই রাত্রির আহার পর্য্যন্ত শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতে তার এগারোটা বাজিয়া যাইত। বাড়ী আসিয়াই পদ্মার সহিত আবশ্যকীয় দুই একটা কথা বলিয়াই শ্রান্ত দেহে সে শয্যা গ্রহণ করিত।

পদ্মা তাহাতে কোনদিনই আপত্তি তুলিত না, যেখানে তাহার কোনও অধিকার নাই—সেখানে অনুযোগ অভিমান প্রকাশ করিতে যাওয়া বোকামী ভাবিয়া সে নীতিশকে একটি দিনের তরেও তার নিঃসঙ্গতার বিপুল বেদনা জানাইতে চায় নাই। অনেক সময় এতটুকু সকাল করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়া নিজেই লজ্জা পাইয়া নীরবে ফিরিয়া আসিয়াছে, বুকের ভিতর কত কথা, কত ব্যথা মৌন-বেদনায় গুমরিয়া উঠিয়াছে, পদ্মা নীতিশকে তাহার এতটুকুও আভাষ দেয় নাই। নীতিশের যদি চোখ থাকিত, তাহা হইলে পদ্মার ম্লান মুখ, অশ্রু-সজল দুই নয়নের নীরব ভাষাতেই তার অনন্ত দুঃখ বুঝিতে পারিত, কিন্তু নীতিশের মন দীপালীর প্রেমে আচ্ছন্ন···পদ্মার বেদনা বুঝিয়া দেখিবার বুঝি এতটুকুও অবসর তাহার নাই।

না-ই থাকুক, পদ্মা তার ক্ষুদ্র জীবন-তরীখানি তো নিরাশা-স্রোতের

পরেই ভাসাইয়া দিয়াছে—কোনদিন কূল যদি পায়, তবেই কিনারায় লাগিবে···নহিলে বান্‌চাল হইয়া একদিন অতল সাগরের গভীর জলে তলাইয়া যাইবে।

পৃথিবীর তাহাতে কতটুকু ক্ষতি হইবে···বিন্দুমাত্রও নয়···

ঢল যখন নামে, তখন বাঁধ দিয়া জলের গতি ঠেকাইয়া রাখা দায় হইয়া উঠে, পদ্মার নিঃসঙ্গ জীবন আজিকার এই ঝোড়ো হাওয়ার সাথে সাথে যেন উদ্দাম-চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটি মানুষের এতটুকু স্নেহ-প্রেমের অভাবে তার সমস্ত প্রাণটা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল···কেহ নাই তার, এতবড় বিরাট বিশ্বের মাঝে আপনার বলিতে পদ্মার কেহই নাই, থাকিলে আজিকার এই মহা দুর্য্যোগের রাত্রিতে দুইটি বলিষ্ঠ সবল বাহুর তপ্ত আলিঙ্গনে নিজেকে নিঃশেষে ছাড়িয়া দিয়া পদ্মা আরামে দুইচোখ মুদিয়া পড়িয়া থাকিত।···

বাড়ীর সে আবর্জ্জনা ফেলিবার ফুটা-ভাঙা পাত্রের মত অযত্নে একটি পাশে পড়িয়া আছে, কাজের জন্যই তাহার সঙ্গে যত সম্পর্ক, নহিলে এ বাড়ীর সে—কে? কাহার সঙ্গে তার কতটুকু সম্পর্ক?

পদ্মার চোখের জল আজ কোন মতেই বাঁধা মানিল না। অনেকক্ষণ সোফার উপরে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে উঠিয়া বসিল। পাগলা ঝড়ের মাতুনী তখনও পৃথিবীর বুকের উপরে প্রলয় নর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে।

পদ্মা দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। দক্ষিণ দিকের বারান্দা ঘুরিয়া ছাদে উঠিবার ঘুরানো লোহার সিঁড়ির পাঁচীলটার গায়ে গোটা কতক ঘুলঘুলী ছিল, পদ্মা আসিয়া তাহারই একটাতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সুমুখের বাড়ীর ছোট্ট রান্নাঘরটীতে একটি অল্প বয়সী বউ আপনমনে হেঁট

হইয়া রুটি বেলিতেছে। বউটীর সহিত পদ্মার সম্প্রতি আলাপ হইয়াছে। পদ্মা যখন তখন এই ঘুলঘুলীটার ফাঁকে আসিয়া তার অতৃপ্ত দৃষ্টি মেলিয়া ছোট্ট সংসারটীর নিত্য নিয়মিত কাজগুলি দেখে। বাড়ীতে বউটি আর তার স্বামী···তাদের দু'জনার প্রেম-প্রীতি অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধিয়াছে—একটি মাস ছয়েকের শিশু।

সংসারে বউটীর সাহায্য করিবার দ্বিতীয় লোক বলিয়া নাই, অথচ সে বেশ হাসিমুখে শিশুটীকে বুকে লইয়াই যাবতীয় কাজকর্ম্ম আনন্দের সঙ্গে করিয়া চলে। এই কাজ করাটুকুর পিছনে রহিয়াছে তার অগাধ স্বামীপ্রেম, আর অবিচলিত নিষ্ঠা, পৃথিবীর অন্য কোন খবরের সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখেনা, রাখিতে চায়ও না। সে জানে শুধু তার স্বামী—আর ফুলের মত কোমল কচি সন্তানটীকে।

দেখিয়া দেখিয়া পদ্মার আশা মিটেনা···সে ভাবে অমনি একটী ক্ষুদ্র সংসার সে যদি পাইত···অমনি স্বামী, অমনিই শিশু···বুকের ভিতর হু হু করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠিল···

পদ্মা দেওয়ালে হেলান দিয়া দাঁত দিয়া সজোরে নিজের ঠোঁটটাকে চাপিয়া ধরিল, জীবনে সে-ও তো ওই মধুর স্বপ্ন দেখিত। খুড়ীমার সাজসজ্জা দেখিয়া সেও ভাবিত, তার যখন বিবাহ হইবে, তখন সেও সারাদিনের কাজকর্ম্মের স্বল্প অবসরে কাঠের একখানি হাত-আয়না পাতিয়া চুল বাঁধিতে বসিবে···পাশে থাকিবে সিঁদুর-কৌটা, ভিজা গামছা, হয়ত বা একটী শিশু, সাজ-সজ্জা সারিয়া সুন্দর একখানি সাড়ী পরিয়া সে একটী বিশেষ ব্যক্তির অপেক্ষায় অধীর-প্রতীক্ষা করিবে। তারপর ?···কে আসিয়া তাহাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া তার দুইটী ঠোঁটে চুম্বনের স্নিগ্ধ-প্রলেপ···

দীপালী

হু হু করিয়া খানিকটা জলো-হাওয়া সহসা পদ্মার মুখে চোখে আসিয়া লাগিল। সর্ব্ব শরীর তার কেমন যেন শির শির করিয়া উঠিল!

অন্ধকার, পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতর পদ্মা সেইখানেই নিশ্চল স্থানুর মত বসিয়া রহিল। হাত বাড়াইয়া সুইচটা টানিয়া সে যে বাতিটা জ্বালাইবে সে ইচ্ছাটুকুও তাহার ছিল না···

কতক্ষণ কাটিল। অকস্মাৎ তীরের মত কাহার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিতেই সে নড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। কান পাতিয়া গলাটা শুনিয়া সে চকিতে গায়ের উপর আঁচলটা টানিতে টানিতে সেই অন্ধকারেই দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিল। নিশ্চয়ই নীতিশ আসিয়াছে! ছি-ছি! পদ্মা এতক্ষণ নিজের ভাবেই মসগুল হইয়াছিল—এই অশ্রান্ত বারি-ধারা-মাথায় করিয়া যে ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে, তাহার কথা একটিবারও ভাবে নাই!

এক ঝলক বৃষ্টির ঝাপ্‌টার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত ভিতরে ঢুকিয়া পদ্মাকে কহিল—তুমি···পদ্মা,···নীতিশদা নেই?···বিশেষ দরকারে এসেছিলুম, প্রকাশের মেসটা ছাড়িয়ে দু'পা আসতে না আসতেই এমন ঝড়-বিষ্টি চেপে এলো যে, কি করি তাই ভেবে পেলুম না, বাড়ীও তো আমার সামান্য পথ নয়, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ ছাড়িয়ে সেই বেলগেছের কাছাকাছি, ···তা হ'লে আমি চলি! নীতিশদা নেই যখন···

পদ্মা অনন্তর মুখের পানে চাহিয়া কহিল—না-ই বা তিনি রইলেন, তা বলে এই বিষ্টিজলে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে কোথায় যাবেন আপনি? ওপরে আসুন, কাপড় জামা ছেড়ে চা টা খেয়ে শরীরটা একটু গরম করে নিন, নইলে সদ্য নিউমোনিয়া ধরবে।

অনন্ত যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। পদ্মার সঙ্গে আলাপ জমাইবার

চেষ্টা সে অনেক দিন আগে হইতেই সুরু করিয়াছিল, বাকপটু অনন্ত কিন্তু এইখানে পরাজিত হইয়াছিল। পদ্মা তাহার অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরে দুই একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া জবাব বড় একটা দিত না। অনন্তকে রীতিমত উপেক্ষা করিয়াই চলিত।···আজ পদ্মার আগ্রহ দেখিয়া সে বেশ একটু বিস্মিতও হইয়াছিল, তবু সে সুযোগ ছাড়িল না—পদ্মার পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কহিল—কিন্তু, এই একলা বাড়ীতে তুমি কোন্ ভরসায় আমাকে ওপরে যেতে বলছ পদ্মা? নীতিশদা যদি এসে পড়েন, তা হলে কি ভাববেন বল ত?···

পদ্মা অনন্তর দিকে মুখ ফিরাইয়া সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল আরও বাঁকাইয়া কহিল—এলেনই বা তিনি, আমার চেয়ে আপনি কি তাঁকে কম চেনেন? আজ যদি আপনাকে এই অবস্থায় ফিরিয়ে দিই,—তা হ'লে তাঁর কাছেও কি আমার অপরাধ হবে না?···আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? অন্যের চোখে আমি গলগ্রহ হ'য়ে থাকলেও, যাঁর গলগ্রহ, তাঁর কাছে আমি না চাইতেই পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। দুনিয়ার সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি অনেক উঁচুতে। তা ছাড়া,—এ বাড়ীতে তাঁর চেয়ে আমার অধিকার একচুলও কম নয়। আপনি আসুন—রাত হয়েছে,··· হয় তো—

কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই পদ্মা হন্‌হন্ করিয়া দুই চারিটা সিঁড়ি পার হইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। অনন্ত মনে মনে একটু হাসিয়া, উঠিতে উঠিতে কহিল—সুন্দর মানুষের সবই সুন্দর। কিন্তু তোমার ধারণা নিতান্ত অমূলক পদ্মা। লজ্জা কুণ্ঠা-ব'লে জিনিষগুলো আমার কোষ্ঠিতেই লেখা নেই···বেশ তো,—চল একটু তোমার হাতের গরম চা খেয়ে শরীরটাকে তাজা করে নি-ই।

ঘরে ঢুকিয়া পদ্মা কহিল—একটু দাঁড়ান, এক মিনিট, আমি ওঁর থেকে আপনার জন্যে ধুতি আর একটা শার্ট খুঁজে আনি।

আল্‌না হইতে নীতিশের ব্যবহৃত একটা হাতে কোঁচানো ধুতি, আর একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী টানিয়া লইয়া পদ্মা আসিয়া অনন্তর হাতে ধুতি দিয়া কহিল—আপনি কাপড় ছাড়ুন, আমি ততক্ষণ ষ্টোভ্ ধরাই।

পদ্মা ষ্টোভ্ টানিয়া লইয়া জ্বালাইতে বসিল। স্মৃতি তার অন্তরকে আর একবার তীব্র দংশন করিল—এই ষ্টোভ্ ধরাণোর তুচ্ছ ব্যাপারটু আজিও সে ভুলে নাই, দাঁত দিয়া সজোরে ঠোঁট কামড়াইয়া পদ্মা চ তৈরী করিতে লাগিল।

এক পেয়ালা চা খাইয়া অনন্ত সোফাটার উপরে চাপিয়া বসিয়া কহিল—নীতিশদা কোথা গেছেন, পদ্মা ?

পদ্মা অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর দিল—মিস্ বোসের জন্মদিনের নেমন্তন্ন রাখতে গেছেন।

অনন্ত হাসিয়া কহিল—মানুষের কী মন! মিস বোস, মানে সেই দীপালী বলে মেয়েটা তো? দেখেছি তাকে···সে তো কালো···তারই এত শক্তি যে নীতিশ দা তোমার মত—

পদ্মা অধীর কণ্ঠে বাধা দিয়া কহিল—ও সব কথা নাই বা তুললেন অনন্ত বাবু!···আপনার আর কিছুর দরকার থাকে তো বলুন···কিছু খাবার টাবার—

অনন্ত পদ্মার দিকে ফিরিয়া বসিল। পদ্মার যৌবনদৃপ্ত সুকোমল দেহলতার পানে লালসা-ভরা দৃষ্টি মেলিয়া কহিল—খাবার?—নাঃ—মিথ্যে আর তোমাকে কষ্ট দেব না পদ্মা, ওতে আমারই কষ্ট হবে।

কিন্তু আমি ভাবছি তোমার মত সুন্দর মেয়েকেও নীতিশদা উপেক্ষা করে? রাগ ক'রোনা পদ্মা, সত্যিই তুমি বড় সুন্দর···সত্যি তোমাকে দেখতে আমার বড় ভাল লাগে, সাহস করে এতদিন তোমাকে কোন কথা বলিনি, বলতে ভয় করত, তাছাড়া বলবার মত এমন দীর্ঘ অবসরও কোনদিন অদৃষ্টে জোটেনি। কিন্তু আজ সত্যই বলছি পদ্মা, তেত্রিশ কোটী দেবতার শপথ নিয়ে বলছি,—আমার কথায় রাগ করোনা,—শোনো—তোমাকে যদি আমার সারা জীবনের সঙ্গিনী রূপে পেতুম—

সহসা পদ্মা অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করিয়াই, পিছু হটিয়া সতেজ অথচ কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এসব কী বলছেন অনন্তবাবু?—আপনি কি আজ আমাকে অপমান করতে এসেচেন?

অনন্ত তখন পদ্মার পদ্মমুখের অধর-সুধা পানেচ্ছায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিনাইয়া বিনাইয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল—পদ্মা, শুনতে পাচ্ছনা কি, পৃথিবীর আজ কী দারুণ মত্ততা, সমস্ত ধরণীর বুকেও আজ বুঝি এমনিই ব্যর্থ কামনার বেদনার রোল সহসা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে! ঝোড়ো হাওয়াও তারই রুদ্ধ শ্বাস···এমনি ঝড়ের রাতে এক গাছের লতা ছিটকে যদি আর এক গাছের লতার সঙ্গেই জড়িয়ে যায়, তাহলে সে অঘটন ঘটাবার জন্যে দায়ী শুধু এই প্রলয় রাতের মাতুনী,···তুমি আমি নই,···এমন দিনে আমায় তুমি বঞ্চিত ক'রোনা পদ্মা—

পদ্মা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আজ স্বয়ং ভগবানও যদি এসে আপনাকে আশ্রয় দিতে বলেন,—আমি তাঁর আদেশ অমান্য করবো!—আপনি এই মুহূর্ত্তে চলে যান। একলা অসহায় স্ত্রীলোক পেয়ে আপনি আমাকে অপমান করবার সাহস পেয়েছেন বটে, কিন্তু মনে

রাখবেন—একদিন নারীত্বের মর্য্যাদা রাখতে আমি কোনো বাধাকেই বাধা ব'লে স্বীকার করিনি। অতিথি হ'য়ে এসে ছিলেন,—সৎকারের ত্রুটী রাখিনি, কিন্তু অতিথির অপমানের অপরাধ থেকে আজ আপনি আমায় অব্যাহতি দিয়ে যান!—উঠুন—

অনন্ত সহজে দমিবার ছেলে নয়। কণ্ঠস্বর যথাশক্তি মোলায়েম করিয়া বলিল—অপমান—ভৎ´সনা—লাঞ্ছনা—সব তোমার ফুলের মালা হয়ে আমার কণ্ঠের ভূষণ হোক পদ্মা! তুমি আমায় চরণে ঠেলোনা।

পদ্মা আর কোনপ্রকারেই ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না যেন। একবার ইচ্ছা হইল—চায়ের ডিস-কাপগুলা ছুঁড়িয়া ঐ কুকুরের মত ঘৃণ্য পশুটার আস্তাকুঁড়ের মত মুখখানা কাটিয়া ছিঁড়িয়া দেয়, কিন্তু এই নিশীথরাত্রে নিভৃত রক্ষীহীন জনশূন্য কক্ষে আপনার অসহায়তা অনুমান করিয়া সে এতখানি অগ্রসর হইতে পারিল না। বাহিরে তখন প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা সমানে চলিয়াছে; পৃথিবীর মর্ম্মকথা—ঝড়ের বেগে উধাও হইয়া সীমা-হীন কোন্ দূর দিগন্তে গুমরিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, বাদল-রাতের বেদনা বহিয়া দাদুরীর কণ্ঠে উচ্ছ্বাস ধ্বনিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু সবই হয়তো পদ্মার কল্পনা! লৌহনিগড়বদ্ধ কলিকাতার বুকে কোথায় কি? —কেবল বৈদ্যুতিক তীব্র আলোটার প্রখর ঔজ্জ্বল্যে শয়তানের মূর্ত্তিটাই আজ ভয়াল হইয়া তাহাকে ভয় দেখাইতে চায়!

সুনিপুণ নটের মত অনন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া মধুর স্বরে পুনরায় কহিল—পদ্মা, কিসের অভাব তোমার? তুমি আমার হও, আমি তোমাকে বুকের রাণী, মাথার মণি করে রেখে দেব। তোমার এমন বয়স, এমন যৌবন, কার জন্যে পদ্মা তুমি নিজেকে সন্ন্যাসিনী করে তুলছিলে? নীতিশ দা কি মানুষ? ভোগের সময় যদি পরিপূর্ণভাবে জীবনটাকে

ভোগই না করে নিলে, তাহ'লে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলে কিসের জন্যে? ……এই রূপ, এই যৌবন কি শুকিয়ে মরে যাবে তবে? পদ্মা, একটা অনুরোধ আমার রাখবে?

পদ্মা সহসা তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—ভজুয়া—বামা!—

অনন্তর কাণে এই চীৎকার বজ্রের শব্দ অপেক্ষাও ভীষণ শোনাইল। উঠিয়া পদ্মার পায়ে ধরিয়া মার্জ্জনা চাহিবে, না ঐ ফুলের মত কোমল—মাধবীলতার মত মৃদু-বাতকম্পিত তনুলতা বুকে জড়াইয়া, স্থলপদ্মের পাপড়ীর মত চারু-ওষ্ঠে চুম্বন-রেখা আঁকিয়া দিবে—ভাবিয়াই সে ঠিক করিতে পারিল না। অবাক্ হতভম্বের মত একান্ত অপ্রতিভভাবে পদ্মার বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় জ্বলন্ত চাহনির দিকে চোখ রাখিতে গিয়াই সে দৃষ্টি নত করিয়া ফেলিল।

কিন্তু পুনরায় মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, থরথর-কম্পিত পদ্মার ক্ষীণদেহ ভূমে লুটাইতেছে! মূর্চ্ছিতা সে!

চোর চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িবার আভাষ পাইয়াই যেমন চোরাই মাল পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে দূরে পলাইতে চায়—অনন্ত ঠিক সেইরূপই ভীতভাবে ঘর ছাড়িয়া দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া গেল। মূর্চ্ছিতা পদ্মার পরিণাম ভাবিয়া দেখিবার মত সৎসাহস তাহার একেবারেই ছিল না তখন।

* * * *

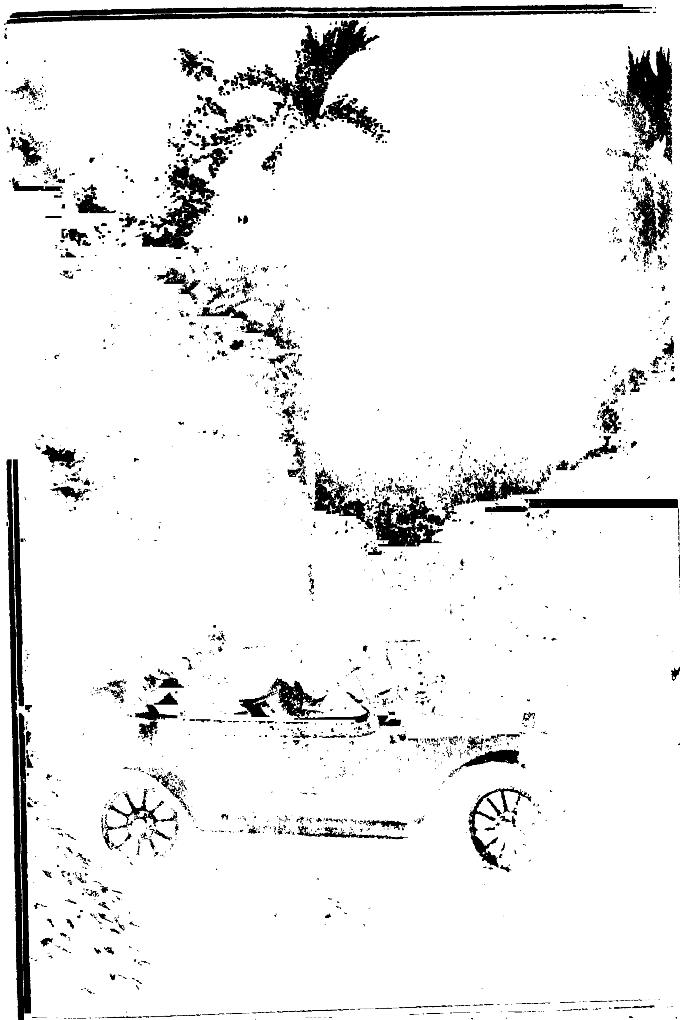
ঝড় ওঠে ঝড় থামিয়াও যায়, কিন্তু প্রকৃতির শোভন অঙ্গে তার মাতামাতির যে কালো কালো দাগগুলি ফুটিয়া উঠে—সে চিহ্ন তো সহজে মুছে না…

শেষ রাত্রি। ঝড়ের সে কলরোল থামিয়া গিয়াছে। পদ্মা মাটীতে

মুখ গুঁজিয়া সারারাত্রি একই ভাবে কাটাইয়াছে। নীতিশের মোটরের হর্ণের শব্দে সচকিত হইয়া সে যখন মাথা তুলিল তখন দিবসের আলো রাত্রির সকল মলিনতা মুছিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই ঘরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

কালরাত্রির অবসান হইয়াছে, প্রভাত তাহার বিচিত্র আনন্দসম্ভারে পরিপূর্ণ ডালিখানি লইয়া নিত্যকারের মতই হাসিমুখে বিশ্বের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পদ্মা আজ কি বলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবে···?

ঝড় তো শুধু প্রকৃতির সকল সুষমা হরণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই—একটা রাত্রির কালবৈশাখীর ঝড়—ওই সহায়-সম্বলহীনা মেয়েটীর মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে যে···



বালীগঞ্জের পথে নীতিশ

এগারো

বালীগঞ্জে সেদিন উৎসব তেমনি জমিল না। আসন্ন বৃষ্টিধারার সূচনা দেখিয়া অধিকাংশ নিমন্ত্রিতেরাই সন্ধ্যার আগেই বিদায় লইল। কেবল যাই যাই করিয়া রহিয়া গেল নীতিশ, ইরা, ইরার স্বামী সলিল রায়, আর বিমান।

পিয়ানোর মৃদু-গম্ভীর আওয়াজের সাথে আপনার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া দীপালী দুই একখানা ফরমাস মত গান গাহিয়া ইরাকে ইসারায় ডাকিয়া সকলের অলক্ষ্যে চুপি চুপি কহিল—তুমি এবার রেহাই দাও ভাই আমায়, আমি এত বাঁধাধরার মধ্যে থাকতে পারিনি, ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্ত দেখাশুনো না করলে মায়া বৌদি একা পেরে উঠবে না। লক্ষীটি, তুমি এই মিউজিক-টুলটায় চেপে বসো···হ্যাঁ এবার গান ধরো, আমি যাই···।

দীপালীর আঁচলটায় টান দিয়া ইরা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—অত কৈফিয়তে দরকার কি ভাই, বল না কেন, নীতিশবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলা হয় নি বলে বুকের ভেতর ছটফটিয়ে উঠেছে!···বাঃ কী মুখ-টেপা মেয়ে ভাই তুমি, এত ভালবাসা হয় নীতিশবাবুকে, অথচ কেউ জিগ্যেস করতে গেলেই ভুরু-কুঁচকে বলা হবে—'ভালবাসা-টাসা আমার আসে না—'

দীপালী ইরার মুখে নরম হাতখানি চাপা দিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—ভারী ভালবাসার কদর শিখেছিস যে ইরা, দু'দিন বিয়ে করতে না করতেই সবার মনের খবর আঁচে বুঝে নিতে শিখেছিস? ভাল যদি বাসতে হয়,

তাহলে নীতিশকেই বাসব··· তাতে তোর সঙ্গে লুকোচুরি করবো কেন ? ছাড় ভাই, রান্নাঘরের দিকে একবার না গেলে পুডিং ফুডিং সব মাটী করবে ওরা।

ইরা হাসিয়া দীপালীর আঁচলটা ছাড়িয়া দিল। পিয়ানোর রীডগুলিতে চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়া আপন মনে একটা ইংরাজী গানের সুর বাজাইয়া ইরা মধুর স্বরে গান ধরিল—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমারি সাধের সাধনা···"

দূরে একটা টেবিলের উপর শ্রান্ত ভাবে মাথা রাখিয়া নীতিশ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া ছিল, অকস্মাৎ পিঠের উপর একখানি কোমল করতলের মৃদু-স্পর্শ অনুভব করিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল···দীপালী···তাহার কামনার ধন দীপালী অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া···

ইরা তখন গানের দ্বিতীয় চরণ ধরিয়াছে—

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা···।

নীতিশ দীপালীর প্রশান্ত মুখের পানে তাকাইয়া ছোট্ট একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ব'সো।

দীপালী বসিল। নীতিশের ডান হাতখানি আস্তে আস্তে নাড়িতে নাড়িতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল—নীতিশ, তোমার শরীর বোধহয় আজ ভাল বোধ হচ্ছে না? মুখ চোখ যেন অতিরিক্ত শুক্‌নো দেখাচ্ছে, তোমার কি অসুখ কর্চ্ছে?

দীপালীর দুই চোখে ব্যাকুলতা···স্বরে তারই মৃদু আভাষ।···

নীতিশ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—না দীপা, অসুখ নয়, তবে

শরীর যে খুব ভাল ঠেকচে তা নয়, মাথাটা সামান্য ধরেচে যেন। কিন্তু তুমি তো বেশ গাচ্ছিলে দীপা, তুমি উঠে এলে কেন?

দীপালী নীতিশের পানে পূর্ণদৃষ্টি মেলিয়া কহিল—কেন ইরা তো সুন্দর গাচ্ছে। ওর গলা বোধ হয় আমার থেকে আরও মিষ্টি,... তোমার ভাল লাগছে না ওর গান?...না নীতিশ তোমাকে আজ বড্ড বেশী শ্রান্ত দেখাচ্ছে...এত আলো, লোকজনের গণ্ডগোলে তোমার মাথাধরা হয়ত আরও বাড়তে পারে—তুমি একটু ফাঁকায় চল, কেমন?

দীপালী নীতিশের হাত দুইখানি ধরিয়া মৃদু অনুযোগের সহিত কহিল। নীতিশ সে অনুযোগ এড়াইতে পারিল না। দুজনে উঠিয়া বাহিরের ঘেরা বারান্দায় দুইখানা বেতের চেয়ার টানিয়া মুখোমুখি হইয়া বসিল।

দু'জনের বুকের ভিতরে কথার সাগর ফেনাইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু বাহিরে দু'জনেই নীরব। সম্মুখের বাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে, তাহার-ই ঘন-সৌরভ বাদল-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। ইরার গান তখনও কানে আসিতেছে—

"তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম শূন্য হৃদয় বিহারী..."

পরিপূর্ণ নীরবতায় দু'জনার হৃদয় পরস্পরকে যেন বড় কাছাকাছি পাইয়াছিল। অন্তরের ভাব যখন ঘন হইয়া উঠে, বাহিরে তখন বাণী ফোটে না।...

ইরার সুর মৃদু হইয়া ক্রমশঃ যখন থামিয়া আসিতেছে, দীপালী তখন কহিল—আচ্ছা নীতিশ, মনীশ গুপ্তকে তুমি দেখেছ...সেই যে বিমানদার পাশে বসে ছিল, চোখে চশমা...লম্বা মত...বেশ স্মার্ট? বেচারী...

সে আজ আমাকে এক গোছা রাঙা গোলাপের তোড়া উপহার দিয়ে বললে—"আমার অনুরাগের রঙে রাঙা এ গোলাপ তোমায় উপহার দিয়ে ধন্য হলুম···আমার দান গ্রহণ কোরে কৃতার্থ করো দেবী···"

আমার তখন এত হাসি পেয়েছিল নীতিশ,—আর একটু হ'লেই আমি হেসে ফেলতুম, আর বেচারী অপ্রতিভের শেষ হতো···ভাগ্যিস দাদা এসে তাকে টেনিস্ খেলতে ডাকলেন।···আচ্ছা নীতিশ, মন তো ভগবান একটা মাত্রই দিয়েছেন, স্তাবকের দল তো দেখি অসংখ্য, সবাই তো আজ উপহার দেবার সময় বিনীত ভাষায় নিজের মনোভাব জানিয়ে গেলেন···এখন কার ওপর প্রসন্ন হব বল তো? তুমি তো আমার বন্ধু, তোমার কাছে পরামর্শ চাই···

দীপালী হাসিয়া নীতিশের কাঁধের উপর হাত রাখিল।

শুধু বন্ধু আর বন্ধু, দীপালী চাহে নীতিশের বন্ধুত্ব।······তুচ্ছ—শুক্‌নো বন্ধুত্বের প্রীতির বিনিময়ে সে তার হৃদয়ের কোন মহামূল্য রত্ন যে অপহরণ করিয়া নিয়াছে—সে খবর কি দীপালী রাখে? বন্ধুত্ব তো সবার কাছেই পাওয়া যায়, দীপালীর বন্ধু ইরা, সেও তো তাহার বন্ধু···নীতিশ তো দীপালীর বন্ধুত্ব কামনা করে-না, তার চেয়ে আরও, আরও বেশী কিছু চায়,—তার তৃষ্ণাতুর প্রাণ দীপালীর প্রেমের অভিলাষী, কিন্তু ওই রহস্যময়ী নারী নীতিশের অন্তরকে যখন তখন বেদনার আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া চাহে বন্ধুত্ব! মানুষের প্রাণ কি চায়—কিসের কামনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে ও তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে না, হাসিয়া উড়াইয়া দেয়—ভাবে সে বিজয়িনী···কিন্তু দিন কি উহার একদিন আসিবে না···নীতিশের এই মর্ম্মবেদনা ও কি একদিনও আপনার অন্তর দিয়া গ্রহণ করিবে না···?···

দীপালী

ব্যর্থ-নিরাশ প্রহরগুলি প্রতি মুহূর্ত্তের পদধ্বনি শুনিয়াই অবসান হইয়া যাইবে?···প্রথম যৌবনে সকল মানুষের চিত্তই এক অনাগত অপূর্ব্ব সুখ-কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের একটানা ভীড়ের মাঝে নীতিশের তরুণ মন কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল, প্রথম যখন নয়ন মেলিল, তখন দীপালীর শ্যামস্নিগ্ধ মনোহর কান্তি তার অবসন্ন প্রাণ-মনে যেন সোনার কাঠির পরশ বুলাইয়া দিল···মানসীর মোহন স্পর্শে তার ক্ষীণ-মর্ম্মসায়রে প্রেমের শতদল অকস্মাৎ রঙীন পাপড়ী মেলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিল। শয়নে-জাগরণে সে তার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কাটাইত, তার তরুণ মন তাহাকে ঘিরিয়া নব নব স্বপ্ন রচনা করিয়া ফিরিত···সমস্ত বিশ্বের মাঝে সে একমাত্র প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল দীপালীকে—

কিন্তু দীপালী···তাহাকে সে তো আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না···ধরা দিয়াও সে ধরা দেয় না···এ কী রহস্য তার, এ কী হেঁয়ালী? আপনা হইতে সে আপনার চারিধারে এক মায়াজাল রচনা করিয়া, আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে তো আয়ত্ব করা যায় না···শুধু চোখের দেখা···

শুধু চোখের দেখায় কি প্রাণের ক্ষুধা মিটে···

নীতিশ আজ মরীয়া হইয়াছিল! দীপালীর কথার উত্তরে সে সহসা বলিয়া ফেলিল—দীপা, শুধু বন্ধুত্বের আদান প্রদান ছাড়া তোমার কাছে আমি কি আর কিছুই দাবী করতে পারি না? মানুষের প্রাণ নিয়ে এমন রহস্য কর কেন তুমি? কেন তুমি আমাকে এমন করে দূরে সরিয়ে রেখেচ···আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই না—তুমি ফিরিয়ে নাও ···আমাকে তুমি মুক্তি দাও···

দীপালী

দীপালী বিস্মিত হইল। নীতিশকে সে বরাবর সংযমী স্বল্পভাষী বলিয়াই জানিত, নীতিশকে সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত, আজ সেই নীতিশের মুখে অসংলগ্ন কথা শুনিয়া সে চিন্তিত হইল, সে শুধু ভাবিল —মানুষ মানুষই—মানুষ দেবতা নয়।···

দীপালী নীতিশের পানে সংশয়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—নীতিশ তোমার কি হয়েছে? কেন তুমি এমনতর অসংযত হ'য়ে পড়ছো? তোমার মাথায় এরকম উদ্ভট কল্পনা কে ঢুকিয়ে দিলে বল তো? তুমি আমার বন্ধুত্ব চাও না···তুমি আমার কাছ হ'তে মুক্তি পেতে চাও··· কিন্তু কেন সে কথা কি জিগ্যেস করতে পারি? এমন কি অপরাধ করেছি আমি নীতিশ, যে, যার জন্যে তুমি আজকের দিনে আমাকে এমন কোরে—

দীপালীর কণ্ঠস্বর ক্ষোভে বেদনায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। গলাটা ঝাড়িয়া সে নীতিশের হাতখানি কোলের উপর রাখিয়া কোমল মধুর কণ্ঠে কহিল—কি তুমি চাও নীতিশ, আমি তোমায় কতটুকু দিতে পারি ···কিসের যোগ্যতা আমার আছে বল?

নীতিশ দীপালীর করুণস্বরে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল।···ক্ষুব্ধ স্বরে সে কহিল—তুমি এমন কষ্ট পাবে জান্‌লে আমি কোন কথাই তুলতাম না দীপা, কিন্তু মনকে নিয়ে আমি আর পেরে উঠছিনা, আমাকে মাপ কোরো তুমি।···যোগ্যতা তোমার কতটুকু আছে বা নেই সে খপর আমি জানতে চাই না···আমি যা চাই তুমি কি সেটুকু আমাকে দিতে পার না দীপ্‌?

দীপালী অচঞ্চল স্বরে কহিল—বল, নীতিশ, আমার কাছে তুমি কি চাও·····? সত্যিই আমার বড় আশ্চর্য্য ঠেক্‌চে। তোমাকে

দেবার মত আমার কী আছে, তাই আমি জানিনা···তবু বল তুমি একবার—

নীতিশ আবেগভরে কহিল—তুমি নিজে না জানতে পারো, ফুল যখন ফোটে—সে খবর তখন সে জানতে পারে না—যতক্ষণ না তার মৃদু সৌরভ বাতাস এনে কানে কানে জানিয়ে দেয় দীপা,···এততেও তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পাচ্ছোনা? আমি যে তোমাকেই চাই! একেবারে আমার আপন কোরে একান্ত আপনার হতেও আপনার কোরে নিতে চাই!···তুমি শুধু ইচ্ছে করলে আমাকে যে অমৃতের অধিকারী করতে পারো—তা কি জানো না?

দীপালীর অন্তর যেন অবরুদ্ধ বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঠিক এমনিই যে হইবে, এই ধারণা সে আজ নীতিশের শুক্‌নো মুখ, উদাস দৃষ্টি দেখিয়াই ধরিতে পারিয়াছিল, পাছে সবার সমুখেই তার মনের চাঞ্চল্যটুকু ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে নীতিশকে টানিয়া আনিয়া বাহিরে বসাইয়াছিল।

দীপালীর নারী চিত্ত মমতার রসে সিক্ত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল—নীতিশ, নিজেকে তুমি আর পাঁচজনের মতই শেষে এত সাধারণ কোরে তুললে! আমি যে তোমাকে আমারই মনের অনুরূপ ভেবে বড় শান্তি পেতুম! শেষে তুমিও, তুমিও নীতিশ তুচ্ছ একটা নারীকে দেখে মনের গতিকে সংযত ক'রে রাখতে পার্লে না!···আমার এই বন্ধুত্ব কি তোমার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়?

নীতিশ বড় অধৈর্য্য ভাবেই কহিল—বলেছি তো দীপা, শুধু তোমার মামুলী বন্ধুত্বকে নিয়ে আর আমি থাকতে পারিনি···এমন ভাবে কত দিন নিজেকে সজাগ প্রহরী দিয়ে ঘিরে রাখব? এত জানো দীপা, আর

এটুকু বোঝবার ক্ষমতা নেই তোমার! দুইটী পুরুষ, বা দুটী সমবয়সী নারীতে যে প্রীতির বাঁধন গড়ে তুলতে পারে, দু'টী তরুণ-তরুণীতে তা পারে না,···একদিন না একদিন তাদের মনের সুপ্ত কামনা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঠেলে মাথা তুলে জেগে ওঠে! মানুষ ছাড়া আমরা তো আর কিছু নই দীপা!

দীপালী মাথা নাড়িয়া অধীর-চঞ্চল স্বরে কহিল—তুমি বড় ভুল করছো নীতিশ, মানুষ বলেই আমরা আরও বড় হ'তে চাই···তরুণী আর তরুণের বন্ধুত্বের মাঝে কামনা বা প্রেম আসে কেন?···সে তো তুচ্ছ এই দেহটার জন্যেই···এই দেহের আকর্ষণই তাদের বন্ধুত্বের প্রসারতার পক্ষে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়।···তখন ক্ষণিকের মোহ তাদের এত বেশী প্রবল হয়ে ওঠে যে, অনেক সময় তারা নামতে নামতে পা ফস্কে, একেবারে অতলে তলিয়ে যায়।···পশু যারা তাদেরও একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে, কিন্তু মানুষ এত বেশী চঞ্চল যে, সময় সময় তারা স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গিয়ে বোধ হয় পশু বৃত্তিকেও ছাপিয়ে ওঠে···কিন্তু যাক ওসব মানব-মনের আলোচনা অন্যদিনের জন্যে তোলা থাক, নীতি, আজ তুমি আমার কাছে কেন এমন প্রার্থনা জানালে? তুমি কি জানোনা—আমি কি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ?

নীতিশ দীপালীর হাত দুইখানা সবলে চাপিয়া কহিল—প্রতিজ্ঞা! কার কাছে তুমি পণে বদ্ধ দীপা? কি এমন কঠিন পণ নিজে নিজে বেছে নিয়েছ—এই বয়সে?

দীপালী মুখটা অন্যদিকে ঘুরাইয়া মৃদু স্বরে কহিল—কারো কাছে নয় নীতিশ, আমি নিজের কাছেই পণে বদ্ধ। দেশের এই দারুণ

ছুর্দ্দিনে বিয়ে ক'রে আর অযথা কাঙালের সংখ্যা বাড়াতে চাই না নীতিশ, সত্যিই আমি ভেবে রেখেছি, বিয়ে আমি কোনও দিনই কর্কোনা, আমি এমনি মুক্ত স্বাধীন থেকে যতটুকু পারি দেশের উপকার কোরে বেড়াব।...

নীতিশ কহিল—বিয়ের পরেও যে তুমি এমনি মুক্ত স্বাধীন থাকবে না, এমন কথা তোমাকে কে বললে দীপা, তোমার স্বাধীনতায় আমি কোনদিনই হাত দিতে যাব না, বিয়ের পরেও তুমি এমনি স্বাধীন থেকেই দেশের কাজে নিজেকে সঁপে দিও, আমি বাধা দেব না। শুধু আমাকে অধিকার দাও—তোমাকে আপন ক'রে নিতে।...

দীপালী খুব মিষ্টি গলায় কহিল—এখনও কি তুমি আপন বলে আমাকে পাওনি নীতি, এত কাছে তোমার রয়েচি, এমন অকুণ্ঠ ভাবে তোমার সঙ্গে মিশচি, তবু তোমার তৃপ্তি হচ্ছে না? রাগ ক'রোনা নীতিশ, তাহলে আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হয় যে, তুমি আমার মনের খোঁজ রাখতে চাওনা, তুমি চাও আমার এই পরিপূর্ণ রক্তমাংসে গড়া—তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ—দেহটাকে। কিন্তু তাহলে আমার মনে কি হবে জানো? আমি ভাববো যে, তুমি আমার মন যে কি আদর্শ বেছে নিয়েছে সে খপর নিলেনা, শুধু ডাকাতের মত আমার দেহের সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হয়ে সর্ব্বস্ব লুটে নিলে। তোমার আমার মনের মাঝে যদি এতবড় একটা ব্যবধান গড়ে ওঠে, তাহলে সমস্ত জীবনটা যে আমাদের বিস্বাদ হয়ে যাবে নীতিশ, কি নিয়ে আমরা সোণার সংসার গড়ে তুলব?

দীপালী নীতিশের মুখের পানে এমন ভাবে চাহিয়া রহিল যে, নীতিশ সে তীব্র অথচ আকুল দৃষ্টি সহিতে পারিল না—মাথাটা নত করিয়া সে বড় ব্যথিত স্বরেই বলিয়া উঠিল—এতখানি অবিচার তুমি আমার

ওপর করছ দীপা, তুমি কি আমায় এতদিনেও চিনতে পারোনি ?… তোমার অন্তরের সৌন্দর্য্য-ভিখারী আমি, তোমায় ভালবেসে আমি রিক্ত, দেহের ক্ষুধাই যদি আমার প্রবল হ'য়ে উঠতো, তার পিপাসা তো আমি অনেক দিন আগেই মেটাতে পারতুম। দীপা, আমি পশু নই যে তস্করের মত তোমার অনিচ্ছায় তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে নেব,… আমি তোমায় সত্যিই বড় ভালবাসি, ভালবাসি বলেই ভেবেছিলুম— আমার এই প্রেম একদিন না একদিন তোমার বিমুখ অন্তরকে আমার কাছে টেনে আনবে। কিন্তু বাতাসের গায়ে আমি ব্যর্থ প্রাসাদ রচনা করতে চেয়েছিলুম, তাই এতটুকু ভর সইলো না—কল্পনার সৌধশীর্ষ আবার মাটীর ওপর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে পড়ে গেল।…ভেবেছিলুম—তুমি আমায় ভালবাস,…কিন্তু…যাক…

নীতিশ অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া নীরব হইল।…নীতিশের প্রাণের বেদনা দীপালীর মর্ম্মবীণার প্রতি তন্ত্রীতে মৃদুভাবে আঘাত করিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। চকিতে দীপালী দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্ত করুণ স্বরে কহিয়া উঠিল—নীতিশ, নীতি, কেন তুমি এমন স্বরে কথা কইছ, কেন তুমি আমাকে এতটা হৃদয়হীনা ভাবছ ? ভেবেছিলুম আমার মনের এ গূঢ় বেদনা কাউকে—না তোমাকেও জানাবোনা, কিন্তু তুমি আমায় আজ পাগল ক'রে দিচ্ছ…তুমি তো জানো না—তোমায় আমি কত…তোমার প্রেম আমাকে প্রতি-নিয়ত কী প্রবল ভাবেই না আকর্ষণ করছে, তোমার জন্যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমি আমার সঙ্কল্পচ্যুত হ'য়ে পড়ছি…আমার আদর্শ আমার মন তোমার মাঝে নিঃস্ব হয়ে মিলিয়ে যেতে চাইছে…তবু তুমি…

দীপালীর মত সংযত মেয়েরও দুটী চোখ আজ মনের-মানা

মানিলনা, বাঁধ-ভাঙ্গা অশ্রু তার দুই কপোল ভাসাইয়া ঝরিতে লাগিল।…

নীতিশ অবাক হইয়া তার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল।… দীপালীর চোখে জল! কতবড় বেদনায় আর্ত্ত হইয়া সে যে লোক-চক্ষুর সুমুখে ধরা দিয়াছে নীতিশের বুঝিতে তাহা অনুমাত্রও বিলম্ব হইল না। সে সহসা আত্মবিস্মৃত হইল।…জগৎ, সংসার—সব ভুলিল, দুইহাতে সে দীপালীর অশ্রু-ভেজা মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া আকুল হইয়া কহিল—কেন এত কষ্ট পাচ্ছ দীপ, এত যদি ভালবাস, তবে কেন নিজেকে এমন করে সর্ব্বনেশে পণের ফাঁসীতে বেঁধে মারতে চাচ্ছ?…কাজ কি তোমার দেশের জন্যে মাথা ঘামিয়ে! কাঙাল দেশের বিরাট ক্ষুধার অন্ন তুমি কতটুকু যোগাতে পার্ব্বে? জীবনের এই প্রভাত-বেলায় তুমি যেন সর্ব্বস্বহারা বিধবার মত ঘাটের কিনারায় তরী সাজিয়ে বসে আছ! তিলে তিলে এই মানসিক যন্ত্রনায় নিজের প্রাণটাকে দগ্ধে মারলেই কি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে?…তোমার বিধাতা কি তোমার বুকের রাঙা রক্তের অর্ঘ্য নেবার তরেই তোমাকে এই আলো-হাসি-ভরা পৃথিবীতে নারীজন্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন?

দীপালী ক্ষণিকের তরে নীতিশের বুকের পরে মাথাটী রাখিল, তারপর মুখ তুলিয়া আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল—না নীতিশ, আর বেশী আমার কাছে তুমি চেয়োনা, আজ তোমাকে এত কথা বললুম শুধু অসংযত মনকে দাবিয়ে রাখতে না পেরেই,…আমাকে তুমি মাপ করো, আমি আমার মনকে বড় বেশী উঁচু সুরে বেঁধেচি…আমার আশা বড্ড বেশী, একবার বিয়ে ক'রে তোমার পাশে গেলে আর আমি ফিরে আসতে পারবো না,…তোমার

সর্ব্বজয়ী প্রেমই আমাকে তোমার মাঝে নিঃশেষ করে দেবে।···আমি তোমায় ভালবাসি, এত ভাল পৃথিবীতে আর কেউ কাউকে বেসেচে কি-না জানিনা···কিন্তু আমায় তুমি এমন স্বরে আর ডেকোনা নীতি, তোমার ডাকে আমি পাগল হ'য়ে যাই···তুমি আজও যেমন আছ, এমনি বরাবর আমার পাশটীতে চির জীবনের সুখ-দুঃখের সমভাগী বন্ধু হ'য়ে থাক। আমাকে যুক্তি দিও, কিন্তু পথহারা ক'রোনা···সমস্ত বিশ্বের ডাক আমায় ঘরে টি'কতে দেবেনা, নীতিশ আমাকে মুক্তি দাও।

দীপালীর চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া আবার অশ্রু ঝরিল। নীতিশ দীপালীকে কোমল কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—তাই হবে দীপালী, এজন্মে আমি তোমার চলার পথের বন্ধু হ'য়েই থাকব, কিন্তু একটা ভিক্ষা আমার···পূর্ণ করবে দীপা···? জীবনের প্রথম ও শেষ একটা অনুরোধ শুধু এক কণা পাথেয় আমায়—

দীপালী নীতিশের বুকের কাছে সরিয়া আসিল, নীতিশ তার মানস-প্রতিমার অশ্রুস্নাত বৃষ্টি-জলে-ভিজা শ্বেত পদ্মের মত মুখখানি বারেকের তরে আপনার তৃষাতুর বুকে চাপিয়া ধীরে ধীরে মাথা নত করিয়া তার সিক্ত অধর পুটে একবার অতি সযতনে আপন তপ্ত ওষ্ঠ রাখিল।

সাগরের প্রশান্ত নীলিমার বুকে উদার আকাশ-তল যেন নিঃশব্দে আসিয়া মিশিল।

* * * * * *

কালবৈশাখীর উন্মত্ত ঝঞ্চা যখন প্রলয়োচ্ছ্বাসে পৃথিবীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমস্ত প্রকৃতিকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে

লাগিল,—বালীগঞ্জের নিমন্ত্রিতেরা তখন বাড়ী ফিরিবার আশায় জলাঞ্জলী দিয়া সে রাত্রির মত স্বপ্ন-সৌধেই ঘুমাইয়া কাটাইল।···শুধু নীতিশ একা শুভ্র-কোমল বিছানার পরে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বাতাসের আর্ত্তনাদ শুনিতে শুনিতে শেষ কয়েকটা প্রহর জাগিয়া কাটাইয়া দিল।···

ঘড়িতে যখন চারিটা বাজিল, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িলেও ঝড়ের মাতুনী থামিয়া আসিয়াছে···নীতিশ ছোট্ট একখানি শ্লিপ লিখিয়া টেবিলের পরে পেপার-ওয়েট চাপা দিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া ভিজিতে ভিজিতেই পথ চলিল······কতটা পথ এমনিই চলিয়া নীতিশ একখানা ট্যাক্সি দেখিয়া চাপিয়া বসিল।···

বারো

বাড়ী ফিরিল যখন—তখন ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। মনিবকে দেখিয়া দাসদাসীরা কাজে লাগিল, চাকর আসিয়া কি চাই না চাই জানিয়া গেল—আসিল না শুধু পদ্মা।

নীতিশ ভাবিল পদ্মার অভিমান হইয়াছে। মন তার পদ্মার প্রতি করুণ মমতায় ভরিয়া উঠিল। আহা বেচারী···কাল সে তাহাকে একা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, রাত্রির ঝঞ্ঝায় আসিতে পারে নাই···ছেলে-মানুষ, দারুণ অভিমানে সে বুঝি পণ করিয়াছে নীতিশের সঙ্গে আর কোনও দিন কথাই কহিবে না।

নীতিশ মনে মনে হাসিয়া স্নান করিতে নামিয়া গেল। মন তার আজ বড় অন্যমনস্ক, নীতিশ থাকিয়া থাকিয়া কী যেন ভাবিতে লাগিল···কী যে তাহার অন্তর্গূঢ় মর্ম্মবেদনা···দরদী প্রাণ নহিলে কে বুঝিবে···নীতিশ তাই পদ্মার নারী-চিত্তের এতটুকু সমবেদনার শীতল-স্পর্শ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল···কিন্তু পদ্মা কই !···

বামা ঝী আসিয়া ঠাঁই করিয়া গেল, নীতিশ আসনে বসিয়া ভাবিল এইবার পদ্মা যেখানেই থাকুক না কেন আসিবেই, আহারের সময় পদ্মা তদারক না করিলে সেদিন তাহার খাওয়াই হইয়া উঠেনা। পদ্মা বলে, 'ঠাকুরের যা রান্না', আর দেবার যা ছিরি, ওতে কি মানুষে খেয়ে পেট ভরে ?'

কিন্তু অবশেষে অন্নের থালা হাতে করিয়া মূর্ত্তিমান দ্রৌপদীর মত ঠাকুরই আসিয়া দর্শন দিল। নীতিশ ঠাকুরকে কহিল—দিদিমণি কোথায় ?

ঠাকুর একগাল হাসিয়া থালাটা নীতিশের সম্মুখে রাখিয়া কহিল—এজ্ঞে স্নানের ঘরে।

নীতিশ আধ-সিদ্ধ ডালটা পাতে ঢালিয়া কহিল—এ ডাল খাওয়া যাবে না ঠাকুর, তুমি নিয়ে যাও,···আজ বুঝি পদ্মাদিদি তোমায় রান্না দেখিয়ে দেন নি—না?

ঠাকুর মাথাটা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল—আজ্ঞে না,···তিনি তো এই উঠলেন।···

পদ্মা ঘর হইতে সমস্তই বুঝিতে পারিল, কান পাতিয়া শুনিল—নীতিশ ঠাকুরকে তাহারই অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছে। একবার পদ্মা ভাবিল, সে গিয়া আহারের স্থানে দাঁড়ায়, কিন্তু দারুণ অভিমানে তার বুক তখন কান্নায় কান্নায় ভরিয়া উঠিয়াছে!—কাল রাত্রে যদি নীতিশ অনুপস্থিত না থাকিত—তাহা হইলে সাধ্য কি সেই ঘেয়ো কুকুরটার···

দারুণ অভিমান-বেদনায় সহসা যেন তার সমস্ত অঙ্গ ব্যথিয়া উঠিল! না—সে যাইবে না—এই তুচ্ছ জীবনটার জন্য অন্যের অনুকম্পা সে আর মাগিবে না।

আজ সব চেয়ে বেশী অভিমান হইল—নীতিশের মায়ের উপর!—কেন তিনি পদ্মাকে এমন আশ্রয়ে রাখিয়া গেলেন। একটা নির্ম্মম দয়ামায়াহীন—রূঢ় মানবের চরণাশ্রয়ের আশ্রিতা করিয়া!

মানসিক যন্ত্রণায় পদ্মা নিজের গলাটা দুইহাতে সবলে চাপিয়া নিপীড়ন করিতে লাগিল। কিন্তু মৃত্যু কি এত সহজে আসে?

যন্ত্রণা—সে যত বড় নিদারুণই হউক না কেন, আপনার কণ্ঠ রোধ

করিয়া কেহ কখন মৃত্যু-দেবতাকে ডাকিয়া আনিতে পারে নাই। পদ্মাও পারিল না।

দাঁতে দাঁত দিয়া পদ্মা বসিয়া বসিয়া গভীর চিন্তার মাঝে ডুবিয়া গেল।···

নিঃশব্দে অতি ধীরে ধীরে পদ্মা ঘরের খিল খুলিয়া স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিল।···মাথার ভিতরটাতে যেনো কে অনবরর্ত লোহার হাতুড়ী দিয়া পিটিতেছে···এত দারুণ যন্ত্রণা···

ঘটি-ঘটি জল চৌবাচ্ছা হইতে তুলিয়া সে ক্রমান্বয়ে মাথাটার উপরে ঢালিতে লাগিল।···স্নান করিয়া সে যখন বাহির হইল, তখন পদ্মা যাহা ভয় করিয়াছিল তাহাই ঘটিল, সুমুখের উঠানে নীতিশ দাঁড়াইয়া মুখ ধুইতেছে।

কী প্রশান্ত সহাস সুন্দর মুখশ্রী···! অথচ ওই···ওই···সুন্দর মুখই তো পদ্মার জীবনে এত বড় অবিচারের তীক্ষ্ণ শেল হানিয়া দিয়াছে! ওই মোহন মুখের মধুর হাসিটুকুর তলাতেই তো পদ্মা নিঃশেষে নিজেকে বিকাইয়া ফেলিয়াছে! পদ্মার বুকের প্রত্যেক খাঁজে খাঁজে নীতিশের ওই মনোহর কান্তি যে আজিও—এখনও কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে!···কিন্তু ওই দেহ-মন···ওই হাসি সে তো তার মত অভাগিনী সৌভাগ্য-বঞ্চিতা নারীর জন্য বিধাতা স্বষ্টি করেন নাই!···ও দেহ-মন যে দী-পা-লী-র!

আজ তাহার এই বীভৎস অপমানের জন্য দায়ী ওই নির্মম, নিষ্ঠুর পুরুষ···যে অক্লেশে এক কাঙ্গালী তরুণীর অন্তরের স্বচ্ছ অনাবিল প্রেমের অর্ঘ্য অবহেলে প্রত্যাখ্যান করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেছে!

পদ্মার বুকে আরো তীব্র অভিমানের জ্বালা মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিল।···

ঐ সুঠাম সুন্দর পুরুষটি, যাকে পদ্মা এ জীবনের ধ্রুবতারা ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে তো ইচ্ছা করিলেই এককণা—একবিন্দু প্রেম দিয়া পদ্মার বুভুক্ষু অন্তরের সমস্ত তৃষা মিটাইতে পারিত...উহারই ইচ্ছায় তো পদ্মা তাহার জীবনের গতিটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সুন্দর সহজ সত্যের পথে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিত।...

পাশের বাড়ীর ওই বউটির মতই তো সে আজ একখানি গৃহের সমুদয় ভার হাসিমুখে আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া কল্যাণময়ী বধূ... হয়ত বা সন্তানেরও জননী হইতে পারিত।

কিন্তু একজন পুরুষের এতটুকু কৃপাদৃষ্টির অভাবে বুঝি এমনি করিয়াই নারী-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতা শুকাইয়া সীমাহারা মরুভূমি হইয়া যায়...। না ফোটে ফুল,—না ফলে ফল!

শুধু হাহা করিয়া অনন্ত—অনন্ত কাল ধরিয়া ঝড় তুলে...নারী বুকের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস......

পদ্মা সেখান হইতে আর এক-পা-ও নড়িতে পারিল না......পা দুইখানা সহসা যেন জমিয়া পাথর হইয়া উঠিয়াছে...।

পদ্মাকে সহসা দেখিয়া নীতিশ কোমল কণ্ঠে কহিল—এতবেলা অবধি কি ঘুমুচ্ছিলে পদ্মা? না শরীর খারাপ হয়েছে? মুখ চোখ যে শুকিয়ে চুপ্‌সে গেছে...দেখি সরে এসো তো তোমার হাতটা একবার দেখি।

পদ্মা চাবুক খাইয়া যেন ছিট্‌কাইয়া উঠিল। সনিঃশ্বাসে কহিল—আপনি কি আমাকে কুকুর পেয়েছেন নাকি?...সারা রাতটা যে মানুষ কী করে কাটায় তার খোঁজ নেওয়া আবশ্যক মনে করেন নি...এখন সকালে এসে এ অনুগ্রহটুকু না-ই বা দেখালেন! আপনার আশ্রিতা

বলে খুব সয়ে যাচ্ছি নীতিশ বাবু, কিন্তু মানুষের যে সইবার সীমা আছে, সব মানুষেরই তা বোঝা উচিত।

পদ্মা আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, পাশ কাটাইয়া দালানে উঠিয়া দ্রুতপদে একেবারে আপনার শোবার-ঘরে গিয়া দড়াম্ করিয়া দরজার খিলটা তুলিয়া দিল।

নির্জ্জন কক্ষতলে পড়িয়া পড়িয়া পদ্মা বুঝিল—তার চারিদিকে নামিয়া আসিতেছে এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, সেই অন্ধকারের বিস্তীর্ণতায় পদ্মা যেন ক্রমে ক্রমে উন্মত্ত সাগরের ঘূর্ণীর মাঝে ছোট্ট একখানি হাল্কা নৌকার মত কেবলি পাক্ খাইয়া মরিতেছে···হয়ত ডুবিবে···কিন্তু ডুবিয়া মরিবার ভয় এখন তাহার আর নাই···পৃথিবীর মানুষদের সে দেখিয়া লইয়াছে—এইবার অতল সাগরে তলাইয়া গিয়া দেখিবে—জগৎ বলিয়া যদি সেখানে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে সেখানকার মানব-মনের অনুভূতি কী?

সারাটা দিন তার এমনি রুদ্ধ ঘরে নিরাহারেই কাটিয়া গেল। বিকালে নীতিশ আসিয়া অনুনয় করিয়া বাহির হইতেই কহিয়াছিল—পদ্মা, সমস্ত দিন অন্ন-জল স্পর্শ করলে না, কী যে তোমার মনে হয়েচে তাও কিছু বল্লে না···বড্ড জরুরী ডাক এসেচে—আমি বেরুচ্ছি পদ্মা, আমার ওপর রাগ-অভিমান করলেও মা'র কথাটা স্মরণ কো'রে কিছু মুখে দিও···নইলে তাঁর আত্মা বড় ক্ষুব্ধ হবেন।···

নীতিশের ভারি জুতার শব্দটা ক্রমশঃ দূর হইতে যেনো দূরান্তরে মিলাইয়া গেল। পদ্মার চোখে এবার সাত সাগরের জোয়ার যেন কূল ভাঙ্গিয়া হু-হু করিয়া ছুটিয়া আসিল।

মা—মা—মা…মাতৃহারা সে, মা পাইয়াছিল…স্নেহবঞ্চিতা নারী মাতৃস্নেহের বিমল ধারায় পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

অধিকার যার উপর যত বেশী অভিমান তার উপর তত বেশী করা চলে—এ তথ্য পদ্মা জানিত না, তবু সে এটুকু সারা অন্তর দিয়াই বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীর মাঝে—এই আশ্রয়হীন নির্ব্বান্ধব পুরীর মাঝে—যার উপর সে অভিমানভরা অবজ্ঞার ভাব দেখাইতে চলিয়াছে—সে-ই তাহার আপনার—একান্তই অন্তরের।

হয়তো সে চাহিয়াছিল—নীতিশ কাছে বসিয়া দু'হাতে তার মলিন মুখখানি তুলিয়া জলভরা চোখদুটীর যাতনার বাণী পাঠ করিবে,—নিকটে—অতি নিকটে টানিয়া হয়তো বা—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পদ্মা যার বিরাট প্রত্যাশা করে সেইটুকু প্রদান করিয়াই পদ্মাকে পূর্ণ পরিতৃপ্তির মদির-রসে মাতাইয়া দিবে!…কিন্তু—কী—নিষ্ঠুর—কতবড় নির্ম্মম অই নীতিশ! নারীর অন্তর-ব্যথাকে রোগীর দেহের মতই নিষ্ঠুরভাবে অস্ত্রোপচারের সীমায় টানিয়া আনে—এত তার সাহস—এতই অবহেলা!

পদ্মা আর সহিতে পারিল না। জীবন সে ত্যাগ করিবে না, কিন্তু জীবন বাঁচাইবার জন্য এই নিছক লোক-দেখানো দয়ালের ভয়াল আশ্রয় আর দু'হাত বাড়াইয়া যাজ্ঞা করিবে না—কিছুতেই না।…

নীতিশ চলিয়া যাইতেই পদ্মা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল!—পায়ের নীচে সমস্ত পৃথিবীটা তখন যেন দুলিতেছে!

সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া, তাহার উপর মানসিক যন্ত্রণায় তার সমস্ত দেহ টলমল করিতেছিল, নির্ভর সে কাহার উপর করিবে? কে তাহার নির্ভরতার মূল্য রাখিবে—কেহই নাই…।

তার সব শূন্য…জগৎ শূন্য…বিশ্ব শূন্য…লক্ষ্যহারা পাখীটীর মতই মন তাহার আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

মা, বাপ, ভাই-বোন কেহ নাই তার,…এই বয়স তাহার, এই বয়সে কি সবই হারাইয়া যায়, এমন একজন তার আপন বলিতে কেহ থাকিল না…যে পদ্মাকে তার স্নেহপক্ষ-পুটের অন্তরালে ডাকিয়া লইবে? সমস্ত বিশ্বের মাঝে পদ্মার ঠাঁই এতটুকুও নাই…!

কিন্তু এই ঘর, এই নিরাপদ আশ্রয় ত্যজিয়া সে থাকিবেই বা কোথায়? এতক্ষণে আবার সে ভাবিল—নীতিশকে সে যে এখনও প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে—তার ছোট্ট বুকখানি ভরিয়া উঠিয়াছে নীতিশকে ভালবাসিয়া…সে যে তার স্বর্ব্বস্ব ধন…সে যে তার আরাধনার দেবতা… এক কথায় তার সব—সবটুকুই যে ওই নীতিশ…।

কিন্তু সে তার অগাধ প্রেমের অমর্য্যাদা করিয়াছে, অশিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকার প্রেম সে একটী মুহূর্ত্তের তরেও আদর করিয়া গ্রহণ করে নাই, সে ভালবাসে দীপালীকে—সে চাহে দীপালীর প্রেম…না—না—এই দীনতা আর সে সহিবে না!—অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই, আজ অদৃষ্টান্বেষনেই পদ্মা অচিন্ পথের যাত্রী সাজিবে!—কাজ নাই এখানকার সোনার খাঁচা!—

পদ্মা আর ভাবিতে পারিল না। এত ভাবনা, এত ভার বহন করিবার শক্তি নাই—শক্তি নাই তার…

এই সুসজ্জিত গৃহতল, ওই শয্যা, নীতিশের কোমল অঙ্গের স্পর্শ-সুরভি যাহার প্রতি পরতে পরতে জড়ানো, পদ্মা আর দেখিতে পাইবে না…এই ঘর, এই নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছাড়িয়া পদ্মা আজ কোন্ লক্ষ্যহীন পথের উদ্দেশে পাড়ি দিবে…যেখানে ভালবাসার অপমান, সেখানে পদ্মার

প্রাণ আর এক দণ্ডও টিকিতে পারিতেছে না···তাহাকে যে যেতেই হইবে। পথ অচেনা হউক!

কিন্তু কোথায়? কোথায় সে যাইতেছে তাহা নিজেই জানেনা··· দুর্নিবার স্রোতের মাঝে তার জীবন-তরীখানি এতদিনে বুঝি অতলতলে ডুবিয়া মরিল···ওই, ওইতো কে যেন বহুদূর হইতে হাতছানী দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে—আয়···আয়···আয়···!

পদ্মার দুই চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল···সে মুচ্ছিত হইয়া শূন্য মেঝেটার কঠিন বুকেতেই লুটাইয়া পড়িল।

তেরো

হঠাৎ কয়েকটা জরুরী কেস হাতে আসিয়া পড়াতে আলোক সেদিন পাটনায় চলিয়া গেল। দীপালীর শরীরটা সেদিন ভালো ছিল না বলিয়া সে বিকালে নিত্যকারের মত ইরাদের বাড়ী বেড়াইতে না গিয়া নিজের ঘরটিতে আসিয়া বসিয়া ছিল।

জানালার নীচেই বাগানে কয়েকটা রজনীগন্ধার ঝাড়···মৃদু মৃদু গন্ধ আসিয়া দীপালীর মনটাকে যেন ভারী করিয়া তুলিতেছিল···কোলের উপর একখানি বই তার খোলাই পড়িয়া রহিয়াছে, পড়িতেও ভাল লাগে না···গত কয়েকটা মাস আগেকার কথা মনে করিতেও আজ তাহার ভারী লজ্জা করিতেছিল।

যে মায়ার আচরণে ব্যথা পাইয়া সে একদিন গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প রাখিয়াছিল, আজ সেই মায়াই তার সুখ-দুঃখের একমাত্র সহচরী। মায়ার কাছে মনের কথা খুলিয়া না বলিলে তার সে রাত্রে চোখে যেন ঘুমই আসে না···মায়া যেন নূতন রূপে দীপালীর চোখে ধরা দিয়াছে···

সেদিনের সেই রূঢ় কথা কয়টা বলিয়া অবধি মায়ার মন অনুতাপে ভরিয়া গিয়াছিল। সে একটু অভিমানী, একটু মুখরা হইলেও স্বামীকে সে মনে মনে ভালই বাসিত। গত দিনের ব্যবহারে তার সদাপ্রফুল্ল স্বামীর মনে ও মুখে যে বেদনার ছাপ পড়িয়াছিল, মায়া তাহা আঁচ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে দীপালীর কাছে ক্ষমা চাহিয়াছিল। সেইদিন হইতেই মায়ার চরিত্র যেন মায়া বলেই দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

যেন আজনমের চিরসাথী—মায়া আর দীপালী···

দীপালী

'সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার তখন রাত্রির তিমিরে ডুবিয়া গিয়াছিল। দীপালীকে তখনও পর্য্যন্ত এক ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মায়া আসিয়া কহিল—আজ তোর কী হোল, দীপা……ঘর ছেড়ে যে একটীবারও বেরুলিনা !…নীতিশ বাবুও তো আজ এখনও এলেন না—কেন ভাই ?

মায়া দীপালীর পাশের চেয়ার খানায় বসিয়া পড়িয়া দীপালীর গলাটা জড়াইয়া ধরিল।

দীপালী বইখানি মুড়িয়া টেবিলে ফেলিয়া আলস্য-জড়িতকণ্ঠে কহিল—কি জানি, হয়ত কোথাও আটকে পড়েছেন…। শরীরটা বড্ড খারাপ ঠেক্‌চে মায়াদি,…পাখাটা ভাই বন্ধ করে দে—

মায়া উঠিয়া পাখাটা বন্ধ করিয়া দীপালীর কাছে বসিয়া কহিল—দেখ ভাই, ননদকে তো শুনি 'রায়-বাঘিনী' বলে, কিন্তু তুই ভাই মোটেই রায়-বাঘিনী নোস্, তুই বরং আমার মত বনের বাঘিনীকে বশ করে ফেলেছিস।……কিন্তু তোর মুখটা আজ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন বল ত ?……সত্যি কথা বলবি—এক্কেবারে নিছক খাঁটি কথা শুনতে চাই।

দীপালী হাসিয়া ফেলিল। কহিল—খাঁটি সত্যি কথাই তোকে বলব মায়াদি, কিন্তু তার আগে একটা কথা তোকে জিগ্যেস কর্ব্ব…আচ্ছা বল দেখি, পুরুষরা একটা সাধারণ মেয়ের জন্যে এত মাথা খুঁড়ে মরে কেন ? অবিশ্যি যাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে তাদের কথা ধরছিনা…যেমন ইরা—যেমন তুই…কিন্তু… .

মায়া দীপালীকে বাধা দিয়া কহিল—সে সাধারণ মেয়েটী কে তা আমি বুঝতে পেরেছি দীপা,—কিন্তু পুরুষদের মধ্যে—কে-কে তার জন্যে

মাথা খুঁড়ে মরল···আগে বল শীগ্‌গীর—নইলে আমার হাতে আজ তুই নিস্তার পাবিনে বলে দিলুম।

দীপালী মুখটা ঘুরাইয়া কহিল—বলে যাচ্ছি শুনে নে—তারপরে কি কোরব তোর কাছে পরামর্শ নেব।—কাল ইরার বাড়ীর পার্টিতে গেছলুম জানিস তো? সেখানে ক্রমান্বয়ে চারটি ছেলে আমার কাছে 'প্রপোজ্‌' করে···প্রথম, ইরার দাদা···দ্বিতীয় মিস্‌টার বাকচী···তৃতীয় সেই রবীন বাবু যিনি আমাদের দার্জ্জিলিং যাবার সময়—পথের বন্ধু, চতুর্থ সেই চশমা-পরা ছেলেটী—আমার জন্মদিনের উৎসবের কথা স্মরণ কর,···ভাই মায়াদি, এই সব ছেলেগুলোর জন্যে কি ব্যবস্থা করা যায় বল দেখি···? রূপ-কথার সেই ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা এক একটী—কি বল?

দীপালী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মায়া অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—থাম্‌ বাপু···বেচারীদের কথাগুলো আগে শুনতেই দে, পরে দাওয়াই বাত্‌লাস, ···তাদের নিশ্চয়ই তুই প্রত্যাখ্যান করেছিস···!

—নি—শ্চ—য়ই। শেষের সেই বাবুটীকে বল্লাম—দেখুন, আপনার মনের ব্যথা আমি সমস্ত অন্তর দিয়েই গ্রহণ কোরলুম সত্য···কিন্তু শুধু বন্ধুত্ব টুকু ছাড়া আর আমি আপনাকে বেশী কিছু দিতে পারলুম না। জানেন তো আমার কি কঠিন পণ···? বেচারীর মুখ দেখলে তখন সত্যি সত্যিই কষ্ট হয় মায়াদি, এরা না জেনে শুনে কেন এমন কাজ ক'রে বসে বল তো?

মায়া উদাস-কণ্ঠে কহিল—মন্দ কাজই বা তারা কোন্‌খানটায় করে শুনি? ভালবাসা কি আর জেনে শুনে বাছবিচার কোরে হয়? যে যখন ভালবাসে এমনি করেই বেসে থাকে, তুই কি আর তা জানিস না

রাক্ষুসা; আর যা কারিস কর, কিন্তু আমার কাছে আর সত্যকে হাত-চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখিসনে,···নীতিশ—

দীপালী অসহিষ্ণুভাবে বলিল—নীতিশের নাম কচ্ছিস মায়াদি, কিন্তু নীতিশ তাদের চেয়েও কত উঁচুতে তা যদি জানতিস, আমার শুধু মুখের কথায় সে আমার বন্ধুত্বটুকুই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছে—কিন্তু এরা,···তুই কি মনে কচ্ছিস, ওই চারটী একই সঙ্গে সমানভাবে প্রাণভরে ভালবাসে?

মায়া উত্তেজিত-কণ্ঠে কহিল—তোমার যে ঐ এক বেয়াড়া প্রতিজ্ঞা বাপু···বিয়ে কোরবনা···কেন, ওদের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম,—নীতিশবাবুকেই বা তুই ওকথা বলতে গেলি কেন···তোর জন্যে কি সব্বাই জ্বলেপুড়ে মরবে দীপ্? মানুষের জীবন, ঘরকন্না করবার তো সাধ আহ্লাদ সকলেরই হয়?

দীপালী আরক্ত মুখে কহিল—হয় তো হোক না কেন,···আমি কি তাদের ধরে রেখেছি? বল দেখি মায়াদি, এক দিন এক সঙ্গেই যদি চারটী ছেলে ছিনে জোঁকের মত একটী মেয়েকে প্রলুব্ধ করে বসে, তাহলে সে বেচারীর প্রাণ কণ্ঠাগত হয় কি না? বিয়ে করতে চায়—তারা করুক না কেন, দেশে মেয়ের অভাব তো পড়েনি···আমার চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে তারা ইচ্ছে করলেই পেতে পারে। আসল কথা কি জানিস মায়াদি, এই সব দেখে দেখেই বিয়েতে আমার বিতৃষ্ণা জেগেছে···বিয়ে তো সব্বাই কোরে থাকে, আমি না হয় নাই করলুম···সৃষ্টিছাড়া জগতছাড়া জীব আমি,···কিন্তু এতগুলো লোকের দীর্ঘশ্বাস আমি যেন আর সইতে পাচ্ছিনি···আমাকে এবার কোলকাতা ছাড়তে হোল।···

মায়া এইবার রাগিয়া উঠিয়া কহিল—কোলকাতা ছাড়তে হোল, কোলকাতা ছেড়ে কোন্ লঙ্কায় যাবে শুনি?

দীপালী চেয়ারটায় হেলিয়া পড়িয়া কহিল—সত্যি ভাই, এ সব আমার মোটেই ভাল লাগে না···মেয়েমানুষ বলে আমাদের যেন একটা স্বতন্ত্র ইচ্ছে থাকতে নেই···একধার থেকে ছেলেরা এসে 'ভালবাসি' 'ভালবাসি' বলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে, একবারও তারা ভেবে দেখবে না আমরা তাদের ভালবাসা নিতে প্রস্তুত আছি কি না! দেখ্ মায়াদি, —ভেবেছিলুম কাউকে এখন বলব না, কিন্তু নাঃ—তোকেই বলি, বোম্বেতে একটা ভাল চাকরী খালি পেয়েছি—মনে কচ্ছি বোম্বেতেই আপাততঃ যাই—কি বলিস?

মায়ার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অবাক হইয়া দীপালীর স্মিত মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, সত্যিই তুই কল্‌কাতা ছেড়ে চলে যাবি দীপা? কিন্তু নীতিশকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি?···

দীপালী মায়ার বুকে মাথাটা রাখিয়া কহিল—ভালবাসা কি কর্পূরের মত খোলা জায়গায় রাখলে উপে যায় মায়াদি?···দাদার যদি ফিরতে কিছুদিন দেরী হয়, তাহলে তুই তাকে ভুলে যাবি?···মায়াদি, মনটাকে আমার খু-উ-ব শক্ত কোরে বেঁধে নিয়েছি বলেই, কালকে সেই একের পর একে চারটী ছেলের দীর্ঘশ্বাস আঁচলে করে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। তোদের মত ভীরু মেয়ে হলে এ-বাড়ীতে আমার মাল্যদান উপলক্ষে আজ এতক্ষণ উৎসবের ফর্দ্দ লিখতে বসে যেতিস···। নীতিশকে আমি জানিরে—সে আমার একটা মুখের কথায় যুগ যুগান্ত প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে পারে। একটা জীবন না হয় আমাদের এমনি প্রতীক্ষাতেই কেটে যাক না ভাই···বেশ একটু 'নতুন কিছু হবে'।

দীপালীর কণ্ঠ যেন ধরিয়া আসিতেছিল। গলা ঝাড়িয়া সে পুনরায় কহিল—যাদের মুখে ভগবান বলবার প্রচুর ক্ষমতা দেননি, অন্তরে

তাদের প্রেমের অনির্ব্বাণ শিখা আজীবন জ্বলতে থাকে। নীতিশকে দেখেছিস কখনো—বাকচাতুরীতে আমাকে মুগ্ধ কোরতে?

দীপালী থামিল। বাহিরে জুতার পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নীতিশের পরিচিত কোমল কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—আসতে পারি দীপ্?

নীতিশের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উভয়ে সংযত হইয়া বসিয়া একসঙ্গে উৎফুল্লস্বরে বলিয়া উঠিল—আসুন নীতিশ বাবু…

পর্দ্দা সরাইয়া নীতিশ ঘরে ঢুকিয়া মায়াকে যুক্তকরে নমস্কার করিয়া কহিল—আজ আমি একটু বিশেষ কাজে আটকে পড়েছিলুম মিসেস্ বোস, আশা করি তার জন্য মাপ কোর্ব্বেন।

মায়া মৃদু হাসিয়া কহিল—বসুন নীতিশ বাবু, মাপ চাইছেন আমার কাছে, না আমার এই দজ্জাল ননদটীর কাছে বলুন তো?

দীপালী মায়াকে গোপনে একটা চিমটী কাটিয়া কহিল—দজ্জালপনা আবার তোমার সঙ্গে কখন করলুম বল ত?—দেখছ নীতিশ, মায়াদি খালি আমাকে চটিয়ে দিয়ে মজা দেখে…আচ্ছা আমি কি খুব লক্ষ্মী মেয়ে না?

মায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—হ্যাঁ তুমি ভারি লক্ষ্মী মেয়ে, তাই আমাদের ফেলে রেখে কোলকাতার বাইরে পালাবার জন্য মতলব আঁটছ।

নীতিশ সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল—সত্যি নাকি মিসেস্ বোস—দীপু, কি কোলকাতা ছাড়ছে নাকি—কোথায়—কবে যাবে?…

নীতিশের প্রফুল্ল মুখখানিতে বেদনার কালো ছায়া [illegible] যেন ঘনাইয়া আসিল। মায়া চলিতে চলিতে কহিল—শুনুন না ওরই মুখে, আমি দেখি…চা'র জলটা নিয়ে আসি ততক্ষণ।

মায়া চকিতে অন্তর্হিত হইল। দীপালীর একখানি হাত কোলের

উপর তুলিয়া লইয়া নীতিশ ধীরে ধীরে ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—দীপু, কেন তুমি এমন কোরে আমায় ফেলে পালাচ্ছ বলত ? কোথায় যাওয়া ঠিক কোরেছ আমাকে বলবে না ?···

দীপালী মৃদুকণ্ঠে কহিল—এখনও তো ঠিক হয়নি নীতিশ, তবে শীগ্‌গীরই যেখানে হোক যাব, যাবার আগে তোমাকে নিশ্চয়ই জানাব··· তোমাকে না জানিয়ে কি আমি কখনো কোন কাজ কোরেছি—তা বল ?

নীতিশ ব্যাকুলস্বরে কহিল—না তা করনি বলেই তোমাকে জিগ্যেস কর্চ্ছি, আচ্ছা দীপ্ এ জন্ম-তো আমাদের এম্‌নি ব্যর্থতায়ই কেটে গেল···পরজন্মেও কি তোমাকে আমি আমার অতি নিকটে আমার পাশে পাশে পাব না····এ জন্মের শেষ হবে কবে···? দীপা, যেখানেই যাও, যাওয়ার আগে আমাকে খপর দিতে ভুলবে না, এটুকু আশা দাও আমায়।

দীপালী নীতিশের কাঁধের উপর হাত দুইখানি রাখিয়া আবেগভরে কহিল—না নীতিশ, না, তোমাকে আমি খপর দেবোই। তারপর সামান্যক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা আসচে শনিবার দিন বাগবাজারের ঘাটের ধারে সন্ধ্যের সময় তোমার দেখা পাব কি ?

নীতিশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্বল্পকাল ভাবিয়া উত্তর করিল—তা পাবে ···কিন্তু এত জায়গা থাক্‌তে সেদিন ওখানে যেতে বলছ কেন দীপা—সেদিন কি আমাকে তুমি কিছু বলবে ?

দীপালী রুদ্ধস্বরে কহিল···বলব—তুমি ঠিক যেও কিন্তু, ভুলোনা, অনেক কথাই আছে তোমাকে বলবার—বলব সেদিন···তুমি আজ বড় শ্রান্ত, চল খাবার-ঘরে চল, মায়াদি বোধ হয় এতক্ষণ চা-খাবার নিয়ে অপেক্ষা কোরছে···

একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীতিশ দীপালীর সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

চৌদ্দ

শনিবারের বিকাল।…রোগী দেখিয়া নীতিশ তার ড্রাইভারকে বলিল —মোতীন, তুমি গাড়ী নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও, এই পথে আমার একটু কাজ আছে—সেরে যাব।

মোতীন্দ্রের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে মাথাটা ঈষৎ হেলাইয়া একটু হাসিয়া নীতিশ আনমনে পথ চলিতে লাগিল।

বাগবাজারের ঘাটের কাছে সে যখন পৌছাইল—তখন বেলাশেষের রক্ত-রবি সারা আকাশটার গায়ে মুঠা মুঠা আবীর ছড়াইয়া আস্তে আস্তে দিগন্তের বুকে হেলিয়া পড়িতেছে…

দৃশ্যটা ভারি সুন্দর…উপভোগ্য।…নীতিশের চঞ্চল চিত্ত আলো-ছায়ার এই মোহন খেলায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল, সে ধীরে ধীরে সুমুখের রেল-লাইনটা পার হইয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সে দেখিল, জলের দিকে মুখ করিয়া একটী মহিলা বসিয়া আছে, এইখানে বসাটা সুশোভন হইবে কি না ভাবিয়া নীতিশ একধাপ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই মেয়েটি পিছন পানে ফিরিয়া কোমল-মধুর-কণ্ঠে কহিল—নীতিশ!

সহসা নীতিশ পরিচিত মধুর স্বর শুনিয়া বিস্ময়ে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল দীপালী।…

নীতিশ ত্বরিতে নামিয়া আসিয়া দীপালীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে বন্দী করিয়া কহিল—দীপা!

দীপালী নীতিশের পানে চাহিয়া হাসিল। বড় মধুর হাসি…কহিল

দীপালী

—তুমি এসেছ নীতিশ, তোমার সঙ্গে দেখা হল ভালই হল, নইলে আবার আমায় দোয়াত-কলমের সাহায্য নিতে হ'তো···বসোনা নীতিশ একটু—

দীপালী তার রুমালখানি সিঁড়ির উপর পাতিয়া কহিল—এইখানে ব'স নীতিশ, নইলে যে ধূলো···

নীতিশ আঙুল দিয়া রুমালটাকে দেখাইয়া স্মিতমুখে কহিল—রুমালটা কি অপরাধ করেছে, ওকে এমন নির্ম্মম ভাবে ধূলোর উপর পেতে দিলে দীপা ? তুমি তোল ওটা, আমি অমনিই বসছি।

দীপালী মাথা নাড়িয়া কহিল—না নীতিশ, ব'স, এমন কিছু মহামূল্য জিনিষ নয়, ভয় নেই···

নীতিশ অগত্যা বসিল। দীপালী তার পাশে বসিয়া সহসা নীতিশের দুইখানি হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—নীতিশ, আমার কালকের চিঠিখানা পেয়েছিলে তো ?

দীপালীর স্পর্শে কী আরাম···হাত দুইখানি যেন টাটকা ফুলের মতই নরম, নীতিশ চোখ মুদিল।···নীতিশ বিকলচিত্তে জড়িত-স্বরে কহিল —পেয়েছি দীপ্, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারিনি—

পৃথিবী যেন ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে···পরপার যেন তারই রঙের আভাস লাগিয়া রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। নীতিশ বিহ্বল-স্বরে ডাক দিল—দীপা !

দীপা মাথাটা নীচু করিয়া ভারি গলায় কহিল—কোলকাতা ছেড়ে কালই বম্বে যেতে হচ্ছে নীতিশ···কালকের মেলেই···

নীতিশের চোখের সুমুখ হইতে সমস্ত আলো যেন দপ্ দপ্ করিয়া সহসা নিভিয়া গেল···চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার···!

নীতিশ বাষ্পার্দ্র-কণ্ঠে কহিল—এ দণ্ড কেন দীপা, আমি কি কোন অপরাধ কোরে ফেলেছি? তাই কি—এই কথাটুকু জানাবার জন্যেই কি সেদিন আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে?

দীপালী অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া কহিল—না না নীতিশ, তুমি কেন অপরাধ কোরবে…তা নয়…তবে, জানোই তো তুমি, যে কাজ আমি স্বেচ্ছায় বরণ কোরে নিয়েছি, সে কাজ সম্পূর্ণ কোরতে গেলে বালীগঞ্জের স্বপ্ন-সৌধে প্রচুর আরামের মধ্যে গা ভাসিয়ে থাকলে সফল হয় না। মানব-মনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে যদি পরিচিত হতেই না পারলুম, তাহলে তাদের অভাব-অভিযোগ মেটাব কী দিয়ে?…শুধু বঙ্গে নয়, আমাকে আরও অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে নীতিশ…ঘরের মায়া কেটে একবার বেরুতে পারলে হয়…তারপর…

দীপালীর কথায় নীতিশের মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল। কে যেন নির্ম্মম হস্তে তার মুখের সমস্ত রক্তটুকু নিঃশেষেই নিংড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়াছে…প্রকৃতির এই বর্ণ-সুষমার কোন সৌন্দর্য্যই আর নীতিশের নয়ন-মনকে লুব্ধ করিতে পারিল না—সে পাংশুমুখে দীপালীর পানে চাহিয়া আপনার দুরন্ত মনের আবেগকে অতিকষ্টে সংযত করিয়া ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে শুধু কহিল—বেশ, তোমার মনের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক দীপা।

দীপালী কারতস্বরে কহিল—শুধু এই—এই কথাটুকু নীতিশ, আর—আর কিছু বলবে না? আর কিছু বলবার নেই তোমার? তোমার আমার এই মিলন, জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্ত হয়ত আর না-ও আসতে পারে…হয়ত এই বাণীই আমার বিদায়-বাণী বন্ধু!—কথা কও…

দীপালীর দুইটী গালে জলের ধারা…আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলো হাজার টুকরা হইয়া তখন গঙ্গার মৃদু জোয়ারে কাঁপিয়া-উঠা ঝিকিমিকি

ঢেউগুলির উপর পড়িয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। দীপালী জলভরা দৃষ্টি তুলিয়া নীতিশের পানে চাহিল। নীতিশ অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—কী কথা কইব দীপ্, মনের ভেতর কত কথা…ওই জোয়ারের জলের মতই আজ এত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে যে, মুখের ভাষা দিয়ে তাকে কী ভাবে প্রকাশ কোরব ভেবে পাচ্ছি না দীপা, আজ তুমি যত সহজে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পাচ্চ, আমি ত অত সহজ হ'তে পাচ্ছিনা…আমার মনে হচ্ছে তোমার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব-কিছু শূন্য হয়ে মহাশূন্যে মিশে যাবে।…তোমায় আমি ভালবেসেও কাছে পাইনি…বিদ্যুৎশিখার মতই তুমি আমার জীবনের সব আঁধার-রাশিকে ঘুচিয়ে দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নূতন রূপে প্রকাশিত হয়েছ, কিন্তু আজও আমি তোমার আসল মূর্ত্তিটুকুর পরিচয় পেলুম না…দূরের মায়া তুমি, দুদিনের জন্য আমাকে সহস্র পাকে বেঁধে আবার দূরেই সরে যাচ্ছ কিন্তু আমি কী নিয়ে থাকব—তা একবার ভেবে দেখেছ কী দীপা ?…

দুইখানি কোমল করপুটের মধ্যে অতি যত্নে নীতিশের ডানহাতখানি ধরিয়া দীপালী ভারী-স্বরে কহিল—নিজের দুঃখটাকে অত বড় করে দেখতে যেওনা নীতিশ, তাতে ঠক্‌বে তুমিই…নিজে হতে নিজের রচা দুঃখের জালে জড়িয়ে পড়লে দুনিয়ার কোন জায়গায় ঠাঁই পাবে না,… তোমার মত সর্ব্বস্ব হারিয়েও পৃথিবীতে অনেক জনই বেঁচে আছে, বুকের ভেতর তুষের আগুন নিশিদিন গোপনে পুষে রেখেও বাইরের ধারকরা হাসির জোরে তারা জীবনের গতিকে নতুন খাতে বইয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর তুমি পুরুষ হ'য়ে এতটুকু দুঃখের টাল সামলাতে পাচ্ছ না ? এত দুর্ব্বল—এত অসংযত তুমি !…

নীতিশ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—দীপা, দীপা, বকছ্ তুমি আমায় ?

আমায় দুর্ব্বল বলছ, অসংযত বলছ, কিন্তু ভুল বলছ দীপা, কত বড় সংযমের বাঁধ দিয়ে নিজের দুর্ব্বার মনটাকে সবলে বেঁধে রেখেছি তা কি তুমি জানো? জানো না। তাই আজ তুমি এমন কোরে আমাকে তিরস্কার কোরছ। কাকে তুমি এত কথা শোনাচ্ছ দীপ্, যে তোমাকে মন-প্রাণ ঢেলে ভালবেসে কাঙাল হ'য়ে গেছে—যার জীবনের অসংখ্য মুহূর্ত্তের মধ্যে একটী মুহূর্ত্তকেও তুমি তোমার সরস স্পর্শ দিয়ে মূল্যবান কোরে তোল-নি, স্মৃতির ভাণ্ডারে জমিয়ে রাখবার মত যাকে তুমি তুচ্ছ একটা কাণা কড়িও উপহার দাও-নি, চোরের মত দস্যুর মত যার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কোরে পথের ভিখারীর মত ফেলে রেখে অনির্দ্দেশ্য পথে যাত্রা সুরু কোরেছ! তুমি না নারী, তোমাদের চিত্ত না ফুলের মতই কোমল—নমনীয়! তাকে তিরস্কার করতে তোমার নারী-হৃদয় কি একবারের তরেও সমবেদনায় ভ'রে উঠলো না…? ফোটার সার্থকতা নিয়েই ফুলের বিকাশ হয়। ভালবাসার জন্যে, ভালবাসা বিলোবার জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি…কিন্তু কোন্ বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন দীপা? …আজ যদি কোন উপায়ে তোমার সৃজন-বিধাতার দেখা পেতুম… তা হ'লে তার টুঁটি টিপে একবার জিগ্যেস কোরে নিতুম…যে নির্ম্মম এই নারী সৃষ্টি করার অর্থ কি?…না না…আমি আজ পাগল হয়ে গেছি দীপা, আমি আজ উন্মাদ…বুভুক্ষু মনটা আজ পিপাসায় আকুল হ'য়ে উঠেছে… আমাকে মাপ ক'রো তুমি!…

নীতিশ তার আবেগভরা বাণী শেষ করিয়া অর্থহীন উদাস দৃষ্টি মেলিয়া দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিল।…

কূলহারা সীমাহীন সাগরের অশান্ত ঢেউগুলি যেন দুর্ণিবার ক্ষোভে নীরস তপ্ত বালুবেলার উপরে আসিয়া আছড়া-আছড়ি করিতেছিল।

দীপালী যেন মর্ম্মে মরিয়া গেল। এতগুলি কথার উত্তর তার শুষ্ক কণ্ঠ একটী সহানুভূতির বাণীও উচ্চারণ করিতে পারিল না।···নীতিশের এই বুকের-রক্তে-রাঙা প্রেমের অর্ঘ্য—যাহা দীপালী দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিলেও উপচাইয়া পড়িয়া যায়, যে প্রেমের পরিবর্ত্তন নাই···সীমা নাই ···আকাশের মতই অনন্ত উদার, সাগরের মতই যার কূল-কিনারা নাই··· দীপালী নারী, কেমন করিয়া সে তার প্রেমাস্পদকে ফিরাইয়া দিয়া কর্ম্মের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিবে!

জলের বুকে রক্ত-রাঙা আকাশের লাল্‌চে ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, আসন্ন সন্ধ্যার একটী অপরিস্ফুট স্তব্ধতা যেন সমস্ত পৃথিবীকে একটী বিচিত্র রূপ দিয়া স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে···বোবা পৃথিবীটাও যেন মাথা নীচু করিয়া নিজের বুকের স্পন্দন গোনে···!

পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মাঝে ক্ষণিকের তরে দীপালী যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল। অলস ক্লান্ত সন্ধ্যার এমনি একটী মুহূর্ত্তেই বুঝি চুপি চুপি কাণাকাণি করিয়া কথা বলিবার সুযোগ, প্রাণে প্রাণে এক হইয়া মিশিয়া লীন হইয়া যাইবার এই-ই বুঝি যথার্থ সময়! একটী কথা—একটী কথা যদি দীপালী শুধু নীতিশকে জানায়···একটীবার যদি সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া ফেলে যে "হৃদয়হীনা, অকরুণা নারী নই বন্ধু···কর্ত্তব্যের শক্ত দড়ীর বাঁধনে এমনি বাঁধা পড়িয়া গিয়াছি যে, প্রাণ আজ সে বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া মরিলেও উপায় নাই···উপায় নাই।···নহিলে নীতিশ, আমি তোমায় যতটা ভালবাসি বোধ হয় তার কণামাত্রও ভালবাসা তুমি আমাকে দিতে পারনি···দীপালীর পাষাণ-প্রায় হৃদয়-পটে নিপুণ শিল্পীর মত তুমিই প্রথম প্রেমের তুলিকা-পাত করিয়াছ···এতদিন দীপালীর অসংখ্য উপাসকের একজনও সে অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

দীপালী

·দীপালীর চোখ ভরিয়া জল আসিল···তার এত সংযমতা কেন···? নীতিশ যে ব্রাহ্মণ ··সে কায়স্থ !

এক মুহূর্ত্ত পরে সে কতকটা সংযত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল—অতটা নিষ্ঠুর আমাকে ভেবনা নীতিশ, আমি অত নিষ্ঠুর নই···আমিও তোমায় ভালবাসি। তোমায় ভালবাসি—এ কথা তোমাকে সেদিনও জানিয়েছি—আজও মা জাহ্নবীর কূলে বসে প্রতারণার আশ্রয় নেবনা—যথার্থই তোমাকে ভালবাসি···আমাদের বিবাহ না হ'লেও আমার জীবন-মরণের দেবতা একমাত্র তুমিই···তুমিই আমার প্রাণে প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছ। এই যে আমার কাজের প্রেরণা, এত শক্তি আমায় কে দিয়েছে?—এতটা সংযমী—এত দরদী আমায় কে করেছে নীতিশ? সে তোমার ওই অপূর্ব্ব চিরসুন্দর বিশ্বজয়ী প্রেম। তোমার প্রেমই আমাকে তুচ্ছ ভোগ-বাসনার গণ্ডী ছাড়িয়ে সুদূর—অনেক দূরে নিয়ে গেছে! দুনিয়ার ছোট বড় কাঙাল দুঃখীদের ভালবাসতে শিখিয়েছে। তাই আজ আমি তোমাকে ছেড়ে এত দূরে চলে যেতে পাচ্ছি।

বলিয়া দীপালী নীতিশের পাশে সরিয়া বসিয়া তার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া কহিল—নীতিশ,তুমি কি শুধু আমার চোখের ওপরে দাঁড়িয়ে আছ···তোমার ওই মুখখানি যে আমার দেহের প্রতি অনু-পরমাণুতে, প্রতি রক্ত-কণার সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে···দূর-নিকট আমার কাছে যে সবই সমান নীতিশ, চোখ দুটো বুজলেই যে আমি তোমাকে বুকের অতি-কাছে দেখতে পাই। আমার অন্তর জুড়ে তুমি বসে আছ··· তাই তো আমি তোমার বিরহ অনুভব করতে পারিনি! আমি যখন কাজ করি নীতিশ, তখন মনে হয় কে যেন আমার রাত্রি-দিনের সঙ্গীর

মত পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে···অবসাদ এলে উৎসাহ যোগাচ্ছে···ক্লান্তি এলে অমৃত পান করাচ্ছে ! সে কে জানো বন্ধু ? সে তোমার চিরসুন্দর অজেয় প্রেম !···নীতিশ, কেন আমার জন্যে শোক করছ, কেন আমাকে বেঁধে রাখছ ? আমায় তুমি যেতে দাও—

নীতিশ মুগ্ধ হইল, বিস্মিত হইল। মুহূর্ত্তের অসংযম—উন্মত্ততা স্মরণ করিয়া লজ্জিত অপরাধীর মত কহিল—দীপা, সত্যিই তোমার প্রেমের কাছে আমার প্রেম আজ হার মেনেছে, তোমার ভালবাসার তুলনা হয়না, ···সামান্য মানুষ আমি, তাই ভোগের দ্বারায় তোমার দেহটাকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছিলুম। আর চাইবো না। তুমি দেবী, তাই তুমি বুঝতে পেরেছ যে, প্রলোভনকে চোখের সামনে রেখে আমার পক্ষে চিত্ত জয় করা হয়ত কঠিন হ'য়ে উঠবে,তাই তুমি আমার কাছ থেকে বহুদূরে সরে যাচ্ছ। তাই যাও···দীপা, তাই তুমি যাও, বলতে আমার বুকযেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে···তবু বলছি তুমি যাও। তোমার কাজ সফলতায় ভ'রে উঠুক, শুধু ভগবানের কাছে এতটুকু প্রার্থনা কোরো—যেনো আমার এ জন্মের সাধনা পরজন্মে সফল হয়, এ জন্মের তপে পরজন্মে যেন আমার সাধনার দেবী তুষ্ট হয়।

নীতিশের বুকখানা ভারী নিঃশ্বাসের চাপে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। খানিকটা পরে সে যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই কহিল—বোম্বেতে কোথায় থাকবে তুমি দীপা ?···তোমার দাদা তোমাকে যেতে দিলেন··· আপত্তি করলেন না ?

দীপালী গাঢ়স্বরে কহিল—কোথায় থাকবো—সে খবর আমি তোমায় দেব না, আর দাদার অনুমতি আমি আদায় কোরে নিয়েছি। দাদা আমাকে ভাল কোরেই চেনেন···শুধু নীতিশ তোমার ভালবাসার দোহাই,

তুমি আমাকে ভুলে যেও, আমি যে কখনো ছিলুম, তাও তুমি ভুলে যেও, আমাকে যে তুমি হারিয়েছ তা-ও তুমি ভুলে যেও! মনে কোরো, দীপালী বলে কেউ ছিল না···কাউকেই তুমি হারাওনি, ক্ষোভ কোরনা নীতিশ, তাহলেই তুমি অসীম শান্তি পাবে।

নীতিশ অধীর হইয়া কহিল—এ আবার কী তোমার অসঙ্গত অনুরোধ দীপা! তোমায় আমি ভুলে যাব? তোমার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত আমার মন থেকে মুছে ফেলে দেব? তুমি যে কী দীপা, তোমার যাবার আগেও আমি তোমাকে এতটুকু বুঝতে পারলুম না! তুমি বড় দুর্ব্বোধ্য···বড় জটিল! যত চেষ্টা করি এর জট ছাড়াতে, ততই যেন আমাকে উপহাস কোরে গিট পড়ে যায়,···আমার জীবনের ধ্রুবতারা তুমি, আমাকে অন্ধকারের অতল হ্রদে ডুবিয়ে রেখে সরে যাচ্ছ···জীবনের দীপশিখা আমার জ্বলতে জ্বলতে নিবে যাচ্ছে, আর তুমি বলছ কি-না এই মুহূর্ত্তগুলি আমার স্মৃতির মালা থেকে খসিয়ে ফেলে সাগর-জলে ভাসিয়ে দেব?

দীপালী অচঞ্চল স্বরে কহিল—হ্যাঁ, তাই দেবে তুমি। তুমি যদি সত্যই আমাকে ভালবেসে থাক, তাহলে তুমিই পার্ব্বে···বিস্মৃত প্রায় হারাণো দিনগুলির করুণ মুহূর্ত্তের স্মৃতি যদি কোনদিন তোমার জীবনে এসে ছায়াপাত করে, তাহলে কঠিন হ'য়ে তাকে মুছে ফেলে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বে—আমাদের ভালবাসার এই হল সাধনা···কিন্তু সময় তো আর নেই নীতিশ, এইবার আমাকে বিদায় দাও!

দীপালীর মাথাটা নীতিশের কাঁধের উপর হেলিয়া পড়িল। আত্ম-বিস্মৃতের মত নীতিশ পলকহারা দৃষ্টিতে দীপালীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া···দেখিয়া দেখিয়াও বুঝি তার তৃপ্তি হইতে-ছিল না, নীতিশের কাণে যেন হাজার হাজার দৈত্য আসিয়া গর্জ্জন

করিতেছিল—সময় নাই—সময় নাই—দীপালী শুধু তাহার একার নহে··· দীপালী বহুর···দীপালী সমস্ত বিশ্বের···তাহাকে ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার নাই···নাই।

নীতিশ তার কাণের কাছে মুখ নামাইয়া ধীরে ধীরে কহিল—দীপা, তোমাকে আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসব, অনুমতি দাও আমায়।

দীপালী নীতিশের বুকে মুখ লুকাইয়া সজল কণ্ঠে কহিল—না নীতিশ, না, রক্তমাংসের দেহ আমারও···সমারোহ করে সে বিদায়-দৃশ্যটা তুমি আমি কেউ-ই হয় তো সইতে পারবো না। তার চেয়ে এইখানে···তোমার বুকে এমনি কোরে মাথা রেখেই দীপালীর আজ মৃত্যু হোক···! তোমার প্রেমের অনির্ব্বাণ আলোক-শিখায় তার দেহ পুড়ে ছাই হ'য়ে, রেণু রেণু হয়ে ওই গঙ্গার জলেই মিশিয়ে যাক···এ কাল রাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের কঠোরতার মাঝে সে এক দীপালীর নবজন্ম সুরু হবে···যার ফেলে-আসা জীবনের ওপর এতটুকু মমতা নেই···আকর্ষণ নেই···পৃথিবীর হাজার হাজার কাজের মাঝেই যে নিজের বন্ধনমুক্ত জীবনের আয়ু খুঁজে নিতে চায়।

দীপালীর সেই শান্ত সুন্দর চোখ দুটীতে প্রভাত-শিশিরের মতই দুই ফোঁটা শুভ্র অশ্রু সায়াহ্নের রক্ত রশ্মির মৃদু আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল!

বিদায়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নীতিশ একবার পরিপূর্ণ আবেগে দীপালীকে সাদরে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত-কণ্ঠে অতি ধীরে কহিল—তবে তাই হোক, তাই হোক—দীপা, তুমি দীপ জেলে দিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলে যাও···আমি তোমার দেওয়া আলোটুকু লক্ষ্য ক'রে

পথ চলতে চেষ্টা করি···আমারও নবজন্ম সুরু হোক, মাঝখানে থাক আমাদের প্রেম—দু-ধারে তুমি আর আমি···এ প্রেমের বিচ্ছেদ নেই··· শেষও নেই।

দীপালী মুখ তুলিয়া সজল-স্বরে কহিল—তবে আমায় ছেড়ে দাও নীতিশ, তোমার বুকে মাথা রেখে আমি যে এই মুহূর্ত্তে সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলছি! আমার সমস্ত সঙ্কল্প জোয়ারের জলে ভেসে যেতে চাচ্ছে··· আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি নীতিশ···ছেড়ে দাও আমায়, যেতে দাও।···

নীতিশ কোন উত্তর করিল না, দীপালীর মুখখানা দুই হাতে অতি যত্নে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার 'পরে নত হইয়া পড়িল।

আকাশ আর সাগর,······পরস্পর যেন পরস্পরকে দুবাহু মেলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল।

······একটী মৃদু ভীরু সব-হারানো চুম্বন—পৃথিবীতে যার কোন মূল্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অমৃতের সাগর মন্থন করিয়া যাহার সৃষ্টি··· এ জীবনে শুধু উহাই হইল ওই দুইটী চিরবিচ্ছিন্ন নর ও নারীর সম্বল —চলার পথের পাথেয়।

*   *   *

সে রাতটার অধিকাংশ সময়ই পথে পথে ঘরছাড়া উদাসীর মত নীতিশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়া প্রত্যূষে যখন সে আপনার বাড়ীর দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল,—তখন অকস্মাৎ অনন্ত তার সদর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নীতিশকে দেখিতেই সবলে তার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল—নীতিশ দা, পদ্মা? পদ্মাকে তো বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

— এই পর্য্যন্ত বলিয়া অনন্ত তার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া আপন মনেই বকিতে সুরু করিল—

ও মেয়েকে দেখেই আমি আগেই টের পেয়েছিলুম যে,ও কক্‌খনো ভাল মেয়ে নয়। জংলা পাখী কি পোষ মানে নীতিশ দা···শিকল কাটাই হোল ওদের ব্যবসা, তুমি যে বড্ড সরল মানুষ কি-না, তাই বুঝতে পারো নি,···মেয়ে জাতটার ধর্ম্ম কি ছাই আছে ?···

কথাগুলো নীতিশের কাণে এক বর্ণও পৌছিল কি না সন্দেহ, সে বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত অনন্তর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।···

দীপালী নাই···পদ্মাও নাই!··

নীতিশের আকাশের দুইটা বিরোধী তারা···জলিতে জলিতে কি একই সময়ে খসিয়া পড়ে ?

কাহার অভিশাপে···সে কোন্ বিধাতার ?······

বুকের ভিতর কোটী কোটী মানবের আর্ত্ত-হৃদয়ের বহ্নিজ্বালা সহসা যেন ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল।

জগতে সান্ত্বনা বলিয়া তাহার কোন বস্তু আর অবশিষ্ট রহিল না।···

—শেষ—